সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

শেষ ষোলোর টিকিট কনফার্ম করলেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ এখন পুরোপুরি নকআউটের উত্তাপে। রাউন্ড অব *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

বাংলাদেশে ১.১১ লাখ বিদেশির ১৩ হাজার অবৈধ

ঢাকা : বাংলাদেশে পর্যটন, ব্যবসা কিংবা স্টুডেন্ট ভিসায় এসে মেয়াদের পরও হাজার *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

II Weekly Bangladesh II New York, Vol. 29 ● Issue 04 ● Thursday, 02 July 2026 ● ১৮ আষাঢ় ১৪৩৩, ১৭ মহররম ১৪৪৭

সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় : যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বহাল

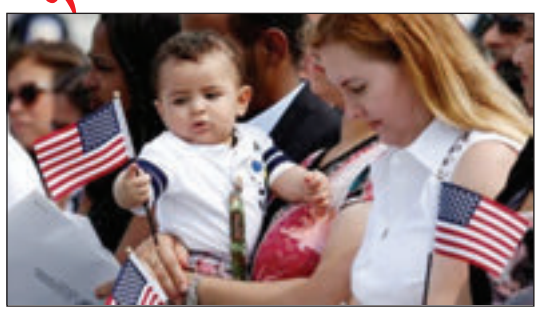

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া প্রায় প্রত্যেকেরই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার বহাল রেখেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। এর মাধ্যমে মার্কিন মাটিতে জন্ম নেওয়া *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

চার রায়ের তিনটিতেই হার : ট্রাম্পের বড় ধাক্কা

বালোদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার চারটি গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত, যার মধ্যে তিনটি *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আড়াই শতাব্দী

ডা. ওয়াজেদ খান

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আড়াই শতাব্দী উদযাপিত হচ্ছে ৪ জুলাই, শনিবার। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর এই রাষ্ট্রটি ১৭৭৬ সালে ৪ জুলাই স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় পেনসিলভেনিয়ার রাজ্য আইন সভায় দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

ফ্রি ভিসায় মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে

সর্বস্বান্ত হাজার হাজার বাংলাদেশি

ঢাকা : লাখ লাখ টাকা খরচ করে ফ্রি ভিসায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গিয়ে হাজার হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক সর্বস্বান্ত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আকামা নবায়ন করাতে না পারায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে তাদেরকে যেতে হয়েছে কারাগারে। কারাগারে নির্যাতিত হয়ে একপর্যায়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে দেশে। বাংলাদেশ *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

জুলাই আন্দোলনের দুই বছর

ঢাকা : ২০২৪ সালের ১ জুলাই–বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

দেশে স্মরণকালের সর্বোচ্চ লোডশেডিং

ঢাকা : দেশে স্মরণকালের সর্বোচ্চ লোডশেডিং হয়েছে গত ২৮ জুন মধ্যরাতে। রাত ২টায় দেশে লোডশেডিং হয় ৩ হাজার ৪৩১ মেগাওয়াট। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ওই সময়ে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

দেশে প্রবাসী আয়ের পালে হাওয়া

ঢাকা : সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রবাসী আয়ের পালে হাওয়া *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
OUR GROUP OF COMPANIES
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

সম্পাদকীয়

নতুন বাজেট ঘিরে সম্ভাবনা ও উৎকণ্ঠা

জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বিশাল এক উচ্চাভিলাষী বাজেট পাস হওয়ার পর গতকাল বুধবার থেকে তা কার্যকর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ সরকারি দলের মন্ত্রী, এমপিগণ নতুন বাজেটকে 'জীবনবান্ধব বাজেট' বর্ণনা করে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, নতুন বাজেট অতীতের মতো দেশে কোনো সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বস্তি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনমুখী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। এ বাজেট সার্বিকভাবে জনমুখী এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তারা বাজেট সম্পর্কে যত আশাবাদই ব্যক্ত করুন না কেন বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের সুফল পাওয়ার জন্য সবচেয়ে

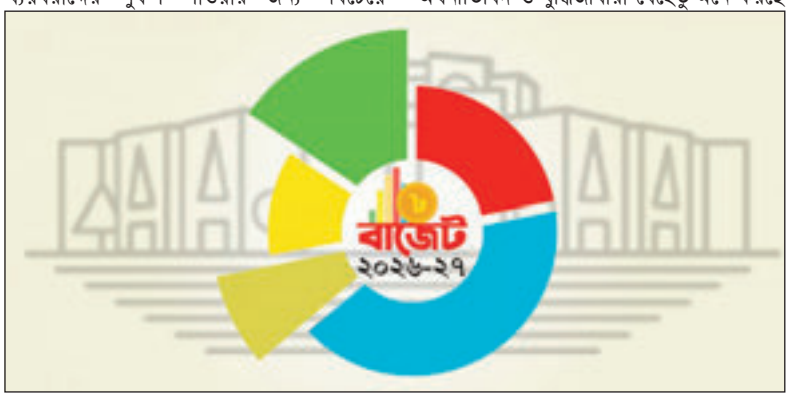

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করে যথাযথভাবে বাজেটের কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন। ঘোষিত কর্মসূচি ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ না পেলে মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। বাজেটের সাফল্যই নির্ভর করবে এর কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর। নতুন বাজেট সদ্য সমাপ্ত গত অর্থবছরের বাজেটের আকারের চেয়ে ১ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা অধিক। মূল্যস্ফীতি এবং ব্যয়বৃদ্ধির কারণে প্রতিবছর বাজেটের আকার স্ফীত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আর্থিক পরিমাণ বেড়ে চলার সঙ্গে যদি মানুষের প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যয় করা না হয়, বরং নানা ফাঁকফোকড় দিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ পানির প্রবাহের মতো বয়ে চলে যায়, তাহলে বাজেটের আকার বড় করেও কোনো লাভ হবে না। মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। প্রতবছর বাজেট পাস হওয়ার পর সরকার ও সরকারি দল এবং সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী সংস্থাগুলো বাজেটের প্রতিটি দিকের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং সরকার বিরোধীরা ঢালাওভাবে বাজেটের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হন এবং রাস্তায় বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এবার এর বতিক্রম হয়েছে। কার্যকর বিরোধী দল না থাকায় জাতীয় সংসদে বাজেটের খাতওয়ারী সমালোচনা যেমন তীব্র ছিল না, সামগ্রিকভাবে বাজেটের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের বলার কিছু ছিল না বলেই মনে হয়। এমনকি বাজেটের বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক দিকের সংশোধন চেয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রাস্তায় কোনো প্রতিবাদ বিক্ষোভও দেখা যায়নি। ধরা যায়, বাজেটে বিরোধী দল তেমন কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পায়নি। সরকার বিরোধী অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু মনে করছেন যে, দিনকাল ভালো নয় বা পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে নেই, সেজন্য তারা বাজেট নিয়ে মুখ খোলেননি। সবকিছুর মধ্যে একটি বিষয় সত্য যে, বাজেটের বিপুল ব্যয়বরাদ্দসহ নতুন সরকারের নতুন বাজেট উচ্চাভিলাষী বাজেট। নির্বাচনী অঙ্গীকার ও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিফলন এতে রয়েছে। বাজেটে বেশ কয়েকটি অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক উদ্যোগ। বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ, সঠিক বরাদ্দ, কার্যকর তদারকি এবং সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন। সরকারের উচিত অগ্রাধিকারভিত্তিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত চিহ্নিত করে দ্রুত কাজ শুরু করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। বাজেটের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে মান, সময়ানুবর্তিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করে বাস্তবায়নের ওপর। এটাই নুতুন অর্থবছরের বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

০২-০৮ জুলাই ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ১৭-২৩ মহররম ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০২ জুলাই	৩.৫০	৫.২৯	০১.০০	৬.০০	৮.৩১	১০.১০
০৩ জুলাই	৩.৫১	৫.২৯	০১.০০	৬.০০	৮.৩১	১০.০৯
০৪ জুলাই	৩.৫১	৫.৩০	০১.০০	৬.০০	৮.৩১	১০.০৯
০৫ জুলাই	৩.৫২	৫.৩১	০১.০১	৬.০০	৮.৩০	১০.০৮
০৬ জুলাই	৩.৫৩	৫.৩১	০১.০১	৬.০০	৮.৩০	১০.০৮
০৭ জুলাই	৩.৫৪	৫.৩২	০১.০১	৬.০০	৮.৩০	১০.০৭
০৮ জুলাই	৩.৫৫	৫.৩৩	০১.০১	৬.০০	৮.২৯	১০.০৭

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

উপসম্পাদকীয়

বাংলাদেশ-চীন সহযোগিতা হতে হবে জনগণের স্বার্থে

মহিউদ্দিন আহমদ

'জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে যাও' উক্তিটি একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বোঝাতে রূপক অর্থে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। একসময় চীনের মানুষকে আফিমে বুঁদ করে রেখেছিল ইংরেজ বণিকরা। তারপর অনেক লড়াই, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে দেশটি উঠে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। ইতোমধ্যে চীন বিপ্লব ৭৭ বছরে পড়েছে। দেশটিকে আর চেনা যায় না। শিল্পোন্নয়নে ইউরোপ যেটি অর্জন করেছে ৩০০ বছরে, চীন সেটি করে দেখিয়েছে ৫০ বছরে। ১৯৫০-এর দশকে চীনের 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' নীতি দেশটিকে আমূল বদলে দিয়েছে। জাতীয় আয়ের হিসাবে চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিধর দেশ। চীনের দেড় বিলিয়ন মানুষ এখন আক্ষরিক অর্থেই জনশক্তি। তার সঙ্গে ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির মেলবন্ধন। চীনের অর্থনীতি বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তে টইটম্বুর। সে বিনিয়োগের পথ খুঁজছে। বাংলাদেশের মতো একটি পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দেশের কাছে চীন হতে পারে একটি উদাহরণ এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের সহায়ক।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীন ঘুরে এলেন। চীনের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে তার দেখা ও কথা হয়েছে। চীনের সঙ্গে এ যোগাযোগকে পর্যবেক্ষকরা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখছেন।

চীনের সঙ্গে আমাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ৭০ বছরে পড়েছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্টবিরোধী দুটি আঞ্চলিক উদ্যোগ-সিয়াটো আর বাগদাদ প্যাক্ট-এ যোগ দিয়েছিল পাকিস্তান। কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে সিয়াটো গড়ে তোলা হয়েছিল চীনকে ঘিরে। এ অবস্থায় চীনের সঙ্গে জানালা খুলে দেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে তিনি চীন সফরে যান। একই বছর ডিসেম্বরে ফিরতি সফরে আসেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। সেই থেকে শুরু পাক-চীন মৈত্রীর ইতিহাস।

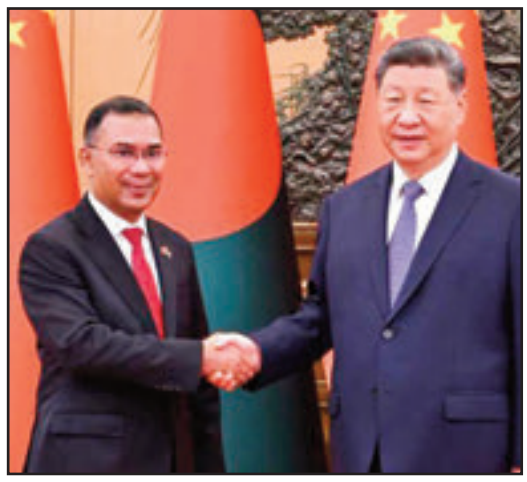

১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে চীন অবস্থান নেয় পাকিস্তানের পক্ষে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির গর্তে ঢুকে যায়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার আবেদন জানালে চীন বাধা দেয়। চীন বলেছিল, যতদিন ভারতে আটক পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দিরা নিজ দেশে ফিরে না যাবে, চীন ততদিন জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করবে না। হয়েছিলও তাই। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হলে ওই বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়। চীন আর বাধা দেয়নি। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগের শুরুও ওই সময়। বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি ওই সময় পিকিং (এখন নাম বেইজিং) সফর করেন। আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি আসে ১৯৭৫ সালের আগস্টে।

চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগ আবার শুরু হয় ১৯৭৭ সালে, যখন তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান বেইজিং সফরে যান। তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। জিয়াউর রহমানকে সরকারপ্রধানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এরপর বাংলাদেশের একাধিক সরকারপ্রধান চীন সফর করেছেন। এ দেশে এসেছেন চীনের নেতারা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে সেখানে গেছেন এ দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। মাঝেমধ্যে টানাপোড়েন সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পারদ সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী।

চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। আবার চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতিও অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

বাংলাদেশের পাশে আছে ভারতের মতো একটি বড় দেশ। ইতিহাসের লিগ্যাসি থেকেই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ওঠানামা করেছে। কখনো উষ্ণ, কখনো শীতল। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের অতিরিক্ত ভারতঘেঁষা নীতি চীনের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। শেখ হাসিনার সাবেক সরকারের শেষ পর্যায়ে এসে তার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে হাসিনা সরকার আর নেই। মাঝখানে একটি অন্তর্বর্তী সরকার ছিল দুবছর। এখন দেশে একটি নির্বাচিত সরকার এসেছে, যা দেশের বৈধ প্রতিনিধি। আশা করা যায়, এ সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে। এ পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা।

আমাদের দেশ থেকে যখনই কোনো সরকারপ্রধান বিদেশে গেছেন, সরকারি মুখপাত্ররা দাবি করেছেন-এটি সফল সফর। আজ অবধি কেউ বলেননি, তার সফর ব্যর্থ হয়েছিল। সাফল্য আর ব্যর্থতা প্রচারে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সফর-পরবর্তী কর্মকাণ্ডে। এখন সেটিই দেখার বিষয়।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর বেইজিং সফরে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নতুন ধাপে উন্নীত হবে। দুই দেশের জনগণের 'অভিন্ন ভবিষ্যৎ' গড়ার স্বার্থে অংশীদারত্বের পাশাপাশি আলোচিত চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডরের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর উন্নয়নে আগ্রহ দেখিয়েছে বেইজিং। চীন সফরের শেষ দিনে তারেক রহমান চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় শি জিনপিং বলেছেন, বিশ্বে যে কোনো পরিবর্তনই আসুক না কেন, চীন বাংলাদেশের 'বিশ্বস্ত ভালো বন্ধু,' 'সুপ্রতিবেশী' আর 'ভালো অংশীদার' হিসাবেই থাকবে। দুই শীর্ষ নেতা প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি একান্তেও কথা বলেন। তাদের 'একান্ত' কথাবার্তার হদিস আমরা হয়তো কখনো জানব না, যদি না তারা নিজেরা তা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দুই দেশের পক্ষ থেকে ১৪ দফার যৌথ ইশতেহার প্রচার করা হয়েছে। যৌথ ইশতেহারে বলা হয়েছে, দুপক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক পরের ধাপে নিয়ে যেতে বেশকিছু পদক্ষেপ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুপক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে কৌশলগত সংলাপের একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। পাশাপাশি কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে সংলাপের প্রক্রিয়া চালু করা যায় কি না, সে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে রাজি হয়েছে।

তারেক রহমানের এ সফরে চীনের সঙ্গে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। কোনো চুক্তি হয়নি। অবশ্য চুক্তির জন্য যে পরিমাণ 'হোমওয়ার্ক' দরকার, বাংলাদেশের তা ছিল না। এজন্য সময় দিতে হবে। চীনের সঙ্গে 'কৌশলগত অংশীদারত্ব' কোন মাত্রায় পৌঁছাবে এবং কর্মক্ষেত্রে কোন কোন প্রকল্পের মাধ্যমে তার প্রতিফলন দেখা যাবে, সেটি বুঝতে হলে আরও অপেক্ষা করতে হবে। চীন তো ভূমিকা রাখার জন্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে তৈরি। আমাদের কতটুকু প্রস্তুতি আছে, তা ভেবে দেখার বিষয়।

যোগাযোগ ও অর্থনীতির ব্যাপ্তি বাড়াতে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক করিডর করার প্রস্তাব আবারও সামনে এনেছে চীন। তারা চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের আধুনিকায়নে কাজ করারও আগ্রহ দেখিয়েছে। করিডরের সঙ্গে বন্দর উন্নয়নের বিষয়টি জড়িত। বলা হচ্ছে, এ করিডর হলে বাংলাদেশের সড়ক, রেলওয়ে, বন্দর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় বিপুল পরিমাণ চীনা বিনিয়োগ আসার সুযোগ তৈরি হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের বিশাল বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশ সহজ হবে।

চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডরের ধারণাটি পুরোনো। ১৯৯০-এর দশকে 'বিসিআইএম' নামের বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডরের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ওই সময় ও *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দ্বিচারিতায় সমুজ্জ্বল ইতিহাস

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দ্বিচারিতাকে মোনাফেকি বললে বোধ করি বুঝতে সুবিধা হয়। শুরুতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানেই হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করে জামায়াতের জনবিরোধী তৎপরতা চালু থাকে। কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে পাঞ্জাবে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিল। মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ অধ্যাদেশকে আইনে রূপদানের উদ্যোগের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা তাদের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কাজ। সন্তানের জন্মদানের সক্ষমতাকে মেয়েদের পক্ষে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তারা অযোগ্যতা জ্ঞান করে, অথচ পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে তাদের পার্টি সমর্থন করেছে। বাংলাদেশে তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যুগপৎ আন্দোলন করেছে। আর খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে নারীনেত্রীর পরিচালনায় তাদের আমির ও সেক্রেটারি জেনারেল মন্ত্রিত্ব করাতেও কোনো প্রকার দ্বিধা প্রকাশ করেননি। এবারের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তারা একজন নারী প্রার্থীকেও মনোনয়ন দেয়নি, অথচ ওই সংসদেরই সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী মনোনয়ন আগেও দিয়েছে, এবারও দিয়েছে। দলের পক্ষে ভোট চাইতে মেয়েদেরকে দ্বারে দ্বারে পাঠাতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না। তারা ইসলামি শাসন কায়েম করতে বদ্ধপরিকর, তবে নির্বাচনে জেতার আশায় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে প্রার্থী করতে অসুবিধা দেখতে পায়নি। তাদের নেতারা কেউ আমির, কেউ নায়েবে আমির, আবার কেউ সেক্রেটারি জেনারেল। জামায়াতিরা নিজেদের সততার বড়াই করেন এবং দেশে সৎলোকের শাসন কায়েম করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। তবে ভোট টানবার আশায় মিথ্যাচারে দ্বিধা করেন না।

বিগত নির্বাচনের সময় তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে জামায়াতকে ভোট দেওয়ার অর্থ জান্নাতে যাওয়ার টিকিট কেনা, হয়তো আশা করেছিল যে জ্বলন্ত জাহান্নামের প্রান্তে অবস্থানরত গরিব মানুষ তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে দলে দলে তাদের ভোট দিতে ছুটে আসবে; পরে সমালোচনার মুখে ওই বক্তব্যটি ব্যক্তিগত, দলীয় নয় বলে প্রচার করে। ভোট কেনার জন্য প্রকাশ্যে অর্থ বিতরণ করা হচ্ছেড়এমন ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হয়ে সংবাদপত্রে চলে এসেছে।

পূর্ববঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর পরলোকগত আমির গোলাম আযম দ্বিচারিতার সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের তিনি পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন, পাকিস্তান রক্ষার কাজে হানাদারদের সমর্থন জানিয়েছেন, ওই বাহিনীর আচ্ছাদনে জামায়াতের অঙ্গসংগঠন

আলবদর বাহিনী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককে অবিশ্বাস্য নৃশংসতায় হত্যা করেছে। স্বাধীনতার পরে গোলাম আযম দেশ ছেড়েছিলেন। মনে হয়েছিল এই অপবিত্র দেশে তিনি আর আসবেনই না। কিন্তু পরে সময় অনুকূল দেখে ফিরে এসে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও মহোৎসাহে রাজনীতি করেছেন।

স্বাধীনতার পরে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম এমন দাবিও প্রচার শুরু করে যে গোলাম আযম একজন 'ভাষাসৈনিক' ছিলেন। সে দাবির পক্ষে প্রমাণও উপস্থিত করেছে। প্রমাণটি হলো এই যে ঘটনাক্রমে ১৯৪৮ সালে গোলাম আযম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মনোনীত সাধারণ সম্পাদক। সে সময় ডাকসুর নির্বাচন সরাসরি হতো না, ঘূর্ণমান পদ্ধতিতে পদগুলো বরাদ্দ থাকত বিভিন্ন ছাত্রাবাসের জন্য। ১৯৪৮ সালে সহসভাপতির পদ পেয়েছিল জগন্নাথ হল এবং ওই ছাত্রাবাস দ্বারা মনোনীত হয়ে সহসভাপতি হন অরবিন্দ বসু; সাধারণ সম্পাদকের পদটি প্রাপ্য ছিল ফজলুল হক মুসলিম হলের এবং মনোনয়ন পেয়েছিলেন গোলাম আযম। উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গে তখন ইসলামী ছাত্র সংঘের জন্মই হয়নি এবং জামায়াতে ইসলামী বলে কোনো দল যে আছে, লোকে সেটাও জানত না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরুণ ছাত্র গোলাম আযমের সঙ্গে জামায়াতের তখন কোনো সংস্রবই ছিল না। ঘটনা আরও এই যে ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন এবং ডাকসুর পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি জানাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুদ্রিত মানপত্রটি সহসভাপতি অরবিন্দ বসু পড়বেনড়এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই তাঁর কণ্ঠে রাষ্ট্রভাষার দাবি উচ্চারিত হলে পাছে মুসলিম লীগ সরকার ওই ঘটনাকে ব্যবহার করে এমনটা প্রচার করার সুবিধা পায় যে আন্দোলনটি হিন্দুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত; সেই বিবেচনায় গোলাম আযমকে ওটি পড়তে বলা হয়েছিল। এর বেশি কোনো ভূমিকা তাঁর ছিল না; থাকা সম্ভবও ছিল না। মানপত্রটি পড়ে শোনানোর কাজটিকে পুঁজি করেই গোলাম আযমের ভাষাসৈনিকত্বের দাবি।

তবে ১৯৭০ সালে ওই পুঁজিকে মূল্যবান মনে করা দূরে থাক, তিনি কলঙ্ক বলেই জ্ঞান করেছিলেন। যার প্রমাণ মেলে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায়, যেখানে তিনি কোনো প্রকার রাখঢাক না করে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল এবং ভাষা আন্দোলন ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ। (ইমতিয়ার শামীম, শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস, ২০২৫, পৃ ২২৮)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের যে আধিপত্য, তার পেছনে একটা কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার। আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের ক্ষমতায় থাকাকে পোক্ত করার পক্ষে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। এমনিতেই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে, বাড়তেই থাকে। কারণ, ওই শিক্ষায় খরচ কম, অনেক ক্ষেত্রে এমনকি বিনা মূল্যেই পাওয়া সম্ভব। তাতে গরিব মানুষের সন্তানেরা 'শিক্ষিত' হওয়ার সুযোগ পায়। যে জন্য দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন কমে, মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর সংখ্যা তখনো বাড়তির দিকেই থাকে। ধনী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা খোলে, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ যৎসামান্য। তিন কারণে। প্রথমত, মাদ্রাসা খোলা সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, এই বিবেচনা যেড়ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে ইহকালে সম্মান এবং পরকালের জন্য পুণ্যের সঞ্চয় বৃদ্ধিড়উভয় দিক থেকেই মুনাফা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয়ত, ধনীদের ভেতর এই বোধ যে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে গরিব মানুষের সন্তানেরা সন্তুষ্ট থাকবে, তারা গরিবি বৃত্তেই আটক রয়ে যাবে, ধনীদের সন্তানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে না।

এটাও লক্ষণীয় যে গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় মূল ধারার ফল গত পাঁচ বছরের তুলনায় সবচেয়ে খারাপ হলেও মাদ্রাসার ফল অতটা মন্দ হয়নি। এটা হয়তো দুই কারণে ঘটেছে। প্রথম কারণ হতে পারে যে পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা-শিক্ষকেরা মূল ধারার পরীক্ষকদের তুলনায় অধিক হৃদয়বান হন। দ্বিতীয় কারণ এটা যে মাদ্রাসা শিক্ষায় জোর দেওয়া হয় মুখস্থ করার ওপরে। মুখস্থ থাকলে প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়া যায় এবং ভালো নম্বরও পাওয়া যায়। এটা একধরনের নকল করা বটে; প্রশ্নের উত্তর কাগজে লিখে না এনে মনের ভেতরে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা
জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর : নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ

একেএম শামসুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর নিয়ে মূলধারার গণমাধ্যম থেকে শুরু করে অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো, বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারপ্রধান হিসাবে তারেক রহমানের ভারত সফর না করা। ভারত সফর দিয়ে বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের বিদেশ সফর শুরু হবে, এটাই এতদিনের রেওয়াজ ছিল। ভৌগোলিকভাবে সবচেয়ে নিকবর্তী প্রতিবেশী হিসাবে ভারতও হয়তো তাই আশা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, এতদিনের রেওয়াজ ভঙ্গ করে তার প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়া গেলেন। বাংলাদেশের নাগরিকরা মনে করেন, এতদিন ভারতের সন্তুষ্টির জন্যই এ প্রথা চালু ছিল। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর ভারতই প্রথম তারেক রহমানকে সে দেশে সফরের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অথচ তিনি ভারত সফরে না গিয়ে মালয়েশিয়া ও চীন সফরের মধ্য দিয়ে তার বিদেশ সফর শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরগুলোর মধ্যে চীনকে বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তারেক রহমান একটি নতুন কূটনৈতিক সমীকরণের বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে অনেক কূটনীতিবিদরা মনে করছেন। ভারত সফরের আগে এ সফরকে বাংলাদেশ সরকারের 'বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতি'র প্রকাশ হিসাবে তারা দেখছেন। তাদের মতে, এ সফরের মাধ্যমে নতুন সরকার দেখাতে চাইছে যে, ঢাকা এখন আর কোনো একক আঞ্চলিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত ধারণা হলো, শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ ভারতের কৌশলগত বলয়ের মধ্যে আটকে থাকলেও দুদেশের সম্পর্ক বেশ গভীর ছিল। এক্ষেত্রে সীমান্ত চুক্তি, নিরাপত্তা সহযোগিতা, বিদ্যুৎ আমদানি, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা যায়। তবে ভালো সম্পর্ক থাকলেও বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারত ছাড় দেয়নি। তিস্তা পানিবণ্টন, সীমান্ত হত্যা এবং বাণিজ্য বৈষম্যের মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভারতের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ সবার সঙ্গেই সমান্তরাল সম্পর্ক জোরদার করার পথে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ চেষ্টা করছে, চীন থেকে বিনিয়োগ ও অবকাঠামো, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাজার ও প্রযুক্তি এবং ভারতের সঙ্গে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা; এ তিনটিকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকে শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর হিসাবে দেখলে হবে না। এটি দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত ভূরাজনীতি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পুনর্গঠন এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক অর্থনীতি, অবকাঠামো, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে দ্রুত বিস্তৃত হয়েছে। এ সফর দুদেশের সম্পর্ককে আরও গভীর করারই ইঙ্গিত।

চীন ঐতিহ্যগতভাবে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করে। তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিনিময়, মিডিয়া সহযোগিতা, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি সহযোগিতার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চীন সাধারণত বাংলাদেশের যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তার সঙ্গে কাজ করার নীতি অনুসরণ করে। চীনের মূল লক্ষ্য আদর্শিক নয়; বরং কৌশলগত ও অর্থনৈতিক।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত একদশকে চীন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার এবং উন্নয়ন সহযোগীতে পরিণত হয়েছে। চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণের পর থেকে অসংখ্য অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এখনো বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক শুধু উন্নয়ন ঋণ বা অবকাঠামো নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিল্পায়ন, প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং উৎপাদন খাতেও বিস্তৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় চীনের ভূমিকা নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণে চীন অন্যতম প্রধান অংশীদার। বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জামের একটি বড় অংশই চীনা উৎস থেকে আসে। যুদ্ধজাহাজ, মিসাইল ব্যবস্থা, সাঁজোয়া যান, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চীনের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও চীনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে চীন থেকে 'জে-টেন সিই' যুদ্ধবিমান কেনার কথা চলছে, যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সক্ষমতায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পেছনে কয়েকটি বাস্তব কারণও রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমা অস্ত্রের তুলনায় চীনের সামরিক সরঞ্জামের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে চীন অধিক নমনীয়তা প্রদর্শন করে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' বাস্তবায়নে দ্রুত ও সাশ্রয়ী আধুনিকায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

তবে এ সহযোগিতা ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে তার নিরাপত্তাবলয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে। ফলে বাংলাদেশের সামরিক ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব বৃদ্ধির কারণে নয়াদিল্লিকে নতুন করে হিসাব কষতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোয় এ বিষয়ে দুই দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংলাপ শুরু হবে। এ নিয়ে বিস্তারিত কর্মপদ্ধতিও ঠিক করা হচ্ছে। তবে প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত বিষয়ে আলোচনা হলেও সরকারি বিবৃতিতে ১৩ সমঝোতা চুক্তির তালিকায় সুনির্দিষ্ট কারণেই তা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি।

তারেক রহমানের চীন সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে ১৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে বাংলাদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। এ সমঝোতা চুক্তিগুলোর মূল লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সবুজ উন্নয়ন, গণমাধ্যম এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধি। একই সঙ্গে তিস্তা মেগা প্রকল্পে কারিগরি সহায়তাসহ নদী ব্যবস্থাপনা, পানি সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা নিয়ে চীনের সঙ্গে ঐকমত্য হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তর, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি একটি জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক করিডর করার প্রস্তাব দিয়েছে চীন। পাশাপাশি চীন চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়নে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়ন করে কীভাবে একটা রিজিওনাল হাব হিসাবে গড়ে তোলা যায়, যা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, অন্যান্য দেশেরও প্রয়োজন মেটাতে পারবে, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। চীন থেকে মিয়ানমার হয়ে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক করিডর যদি চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়; তাহলে শুধু বাংলাদেশেরই লাভ হবে না, কৌশলগত দিক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে চীনের নানাবিধ প্রভাব বিস্তারেরও সুযোগ ঘটবে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোয় এ বিষয়ে দুই দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংলাপ শুরু হবে। এ নিয়ে বিস্তারিত কর্মপদ্ধতিও ঠিক করা হচ্ছে। তবে প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত বিষয়ে আলোচনা হলেও সরকারি বিবৃতিতে ১৩ সমঝোতা চুক্তির তালিকায় সুনির্দিষ্ট কারণেই তা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। তারেক রহমানের চীন সফর ভারত খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। নিমন্ত্রণ দেওয়ার পরও ভারত সফর না করায় সে দেশের গণমাধ্যমে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। ভারতের উদ্বেগ হলো সফরকালে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কৌশলগত ও সামরিক সহযোগিতামূলক কী ধরনের সমঝোতা হয় সে বিষয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে চীন থেকে যে ধরনের যুদ্ধবিমান ও প্রযুক্তি ক্রয় করার কথা উঠেছে, সেদিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে যদি চীনের তৈরি সর্বাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংযুক্ত হয়, তাহলে তা ভারতের জন্য সুখকর হবে না। গত বছর সংঘর্ষে চীনের তৈরি টেকনোলজি ব্যবহার করে পাকিস্তান যেভাবে ভারতকে নাজেহাল করেছে; সেই একই টেকনোলজি যদি বাংলাদেশের হাতে চলে আসে, তাহলে সেটা ভারতের জন্য যে স্বস্তির হবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া চীনের প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্প নিয়ে ভারতের মাথাব্যথা তো আছেই।

ভারত মনে করে, বাংলাদেশ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তা ভারতের নিরাপত্তার জন্য মোটেই ভালো হবে না। এতদিন বাংলাদেশ নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা ভারতের ইচ্ছার ওপর অনেকটাই নির্ভর করত। এখন দিন বদলেছে। ২০২৪-এর আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে চীনের সহযোগিতা ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর একটি বৃহত্তর কৌশলগত পরিবর্তনের প্রতীক। এটি শুধু অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নয়; বরং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে আরও বহুমাত্রিক করার প্রচেষ্টার অংশ। প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনো একক শক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা তৈরি না হয়।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার প্রতিযোগিতাকে নিজের জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগানো। যদি ঢাকা দক্ষতার সঙ্গে সেই ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে, তাহলে আগামী দশকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মধ্যম শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

প্রকৃতির প্রতিশোধে বিপর্যস্ত বিশ্ব, শঙ্কায় বিজ্ঞানীরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্ব যেন এক সঙ্গে একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। কোথাও তীব্র দাবদাহে মানুষের জীবন বিপন্ন, কোথাও ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ বনভূমি, আবার কোথাও আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে জনপদ। জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, বরং বর্তমানের নির্মম বাস্তবতা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা ধারাবাহিক দুর্যোগ মানবসভ্যতার জন্য নতুন করে বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চরম আবহাওয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে। তবে চলতি বছরের পরিস্থিতি আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু অঞ্চলে একই সময়ে দাবদাহ,

দাবানল, বন্যা, ভূমিধস ও খরার মতো দুর্যোগ আঘাত হানায় কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ইউরোপ। জুন মাসের শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া রেকর্ডভাঙা তাপপ্রবাহ ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি, স্পেনসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। বহু স্থানে রাতের তাপমাত্রাও অস্বাভাবিকভাবে বেশি থাকায় মানুষ স্বস্তি পাচ্ছে না। ফ্রান্সে এই দাবদাহ জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হয়েছে। দেশটির জনস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে অতিরিক্ত প্রায় এক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের অধিকাংশই বয়স্ক। হাসপাতাল, বৃদ্ধ নিবাস এবং বাসাবাড়িতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা ব্যাপক চাপের মুখে পড়েছে। রাজধানী প্যারিস ও আশপাশের অঞ্চলের মরদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলোও ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। ইতালির উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বহু শহরে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজধানী রোমসহ বিভিন্ন শহরে মানুষ ছাতা, হাতপাখা ও পানির ছিটা দিয়ে তীব্র গরম থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিঘ্ন, কৃষিতে ক্ষতি এবং পানির সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইতালির প্রধান নদীর পানির স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নেমে যাওয়ায় কৃষিজমিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশের ঘটনাও দেখা দিয়েছে। জার্মানিতেও একের পর এক নতুন তাপমাত্রার রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচ- গরমে রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিছু এলাকায় ট্রাম ও ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পরিবহনব্যবস্থার ওপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সার্বিয়া, হাঙ্গেরি ও বলকান অঞ্চলেও একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান তাপপ্রবাহ ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাগুলোর একটি। মানুষের কর্মকা-ের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন না হলে এত তীব্র দাবদাহ সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। গবেষকেরা বলছেন, দুই দশক আগের তুলনায় এখন চরম উষ্ণ রাতের ঝুঁকি শতগুণ বেড়ে গেছে।

দাবদাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দাবানলও। যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, গ্রিস, ক্রোয়েশিয়া এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। কোথাও কৃষিজমি থেকে শুরু হওয়া আগুন দ্রুত বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে জনবসতির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে দাবানল নেভাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দমকল বাহিনীর সদস্যরা। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি যে শত শত অগ্নিনির্বাপক কর্মী, উড়োজাহাজ ও উড়ন্ত জলবাহী যন্ত্র ব্যবহার করেও অনেক এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। তুরস্কেও আকাশ ও স্থলপথে একযোগে অভিযান চালিয়ে আগুনের বিস্তার রোধের চেষ্টা চলছে। বিশ্বের বনাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতিও উদ্বেগজনক। চলতি বছরের প্রথম চার মাসেই প্রায় ১৫ কোটি হেক্টর বনভূমি দাবানলে পুড়ে গেছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলো জানিয়েছে। এতে শুধু জীববৈচিত্র্য নয়, জলবায়ুর ভারসাম্য আরও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে চলছে বন্যার তা-ব। যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managements.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রবাসে ঘাম দেশে স্বপ্ন

ড. ইউসুফ খান

নিউইয়র্ক শহর। যার সরকারি নাম সিটি অব নিউইয়র্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী মহানগরী। পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল শহরও বটে; যা নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে হাডসন ও ইস্ট নদীর মোহনায় অবস্থিত। ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক, পর্যটন সর্বক্ষেত্রে রয়েছে নিউইয়র্কের প্রাধান্য। এজন্য নিউইয়র্ককে বলা হয় বিশ্বের রাজধানী। প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, রকফেলার সেন্টার, অ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, সেন্ট্রাল পার্ক, ব্রুকলিন ব্রিজ, টাইম স্কয়ার, মেডিসন স্কয়ার, ব্রডওয়ে মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য। একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হলো-দ্য নিউইয়র্ক সিটি নেভার স্লিপস। অর্থাৎ নিউইয়র্ক শহর কখনো ঘুমায় না। এই শহরকে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখেন, সচল রাখেন তাঁরা আর কেউ নন-ট্যাক্সি-ক্যাব চালক।

২. গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মানুষের ভিড় বেড়েছে কয়েক গুণ। তাঁরা নানা ক্ষেত্রে নানা পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। দেখা গেছে, বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত হয়েছেন ট্যাক্সিচালকের পেশায়। ট্যাক্সি ড্রাইভিং কিছুটা পরিশ্রমের কাজ হলেও উপার্জন ভালো। তাই বেশির ভাগ নতুন অভিবাসী এই পেশাটিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বিধায় ট্যাক্সি চালানোর কাজটিকেই সানন্দে বেছে নেন। অর্থাৎ নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়ের প্রধান উৎস এই ট্যাক্সি ক্যাব। এই পেশাটির যেটি বড় সুবিধা তা হলো ধরাবাঁধা কোনো কাজ নয়। ইচ্ছা হলো তো কাজ থেকে বাসায় চলে এলো। পরে আবার কাজে গেল। অর্থাৎ নিজেই যেন নিজের বস। কিছুটা স্বাধীন ব্যবসার মতো।

৩. নিউইয়র্ক সিটিতে যে কত ধরনের ট্যাক্সি এবং কোম্পানি রয়েছে তার হিসাব রাখা মুশকিল। যেমন ইয়েলো ক্যাব, গ্রিন ক্যাব, ব্ল্যাক ক্যাব, উবার, লিভারি, লিমোজিন সার্ভিস ইত্যাদি। জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটিতে ১ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি ট্যাক্সি ক্যাব চলাচল করে। এর মধ্যে ইয়েলো ক্যাব বা হলুদ ট্যাক্সির ড্রাইভারই রয়েছেন ৯০ হাজার। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই ড্রাইভারদের ৮৬ শতাংশ হচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন অভিবাসী। এই নতুন অভিবাসীর মধ্যে আবার দক্ষিণ এশিয়ার; অর্থাৎ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মানুষই বেশি। সত্যি কথা বলতে কী, ঢাকায় যেমন রিকশার সংখ্যা নিউইয়র্কে তেমনি ট্যাক্সি ক্যাবের সংখ্যা, যা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। নিউইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি ক্যাবশিল্পের সঙ্গে ২ লাখেরও বেশি লোক জড়িত রয়েছেন; তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যাই বেশি।

৪. নিউইয়র্কের ব্যস্ত রাজপথের দিকে তাকালেই দেখা যায়, ট্যাক্সিচালকদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। আমেরিকান চালকের কদাচিৎ দেখা গেলেও অভিবাসী চালকরাই মূলত এই শহরটিকে সচল রেখেছেন। গত এক দশকে ট্যাক্সিচালকের পেশায় পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশিরাই এগিয়ে আছেন। ইদানীং আফ্রিকান দেশগুলো থেকে আগত নতুন অভিবাসীদের মাঝেও এ পেশায় নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন মিসর, মরক্কো, ঘানা ও নাইজেরিয়া থেকে আগত বহু লোক এই পেশায় নিয়োজিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আগের মতো অবস্থা নেই, একেক ক্যাবের জন্য একেক ধরনের শর্ত। তারপরও বাংলাদেশিরা তাঁদের মেধা, মননশীলতা ও সততা দিয়ে এগিয়ে চলছেন।

৫. প্রবাসী বাংলাদেশিরা মনে করেন, এই নিউইয়র্ক সিটিতে সামান্য ইংরেজি জেনে সৎপথে ডলার উপার্জন করার ক্ষেত্রে ইয়েলো ক্যাব চালানোর কোনো জুড়ি নেই। একসময় এ পেশায় নিয়োজিত থেকে বছরে কোটি টাকা উপার্জন করার নজির রয়েছে। তবে বর্তমান মার্কেট এতটাই প্রতিযোগিতামূলক যে উপার্জন আগের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে। তারপরও সময় ধরে ঠিকমতো কাজ করলে দিনে ৩০০ ডলার উপার্জন করাটা কোনো ব্যাপার নয়। নিউইয়র্ক সিটিতে ট্যাক্সি চালিয়ে একজন লোক বছরে গড়ে ৫০ হাজার ডলার থেকে ১ লাখ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। পেশাজীবী এই ক্যাবচালকরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট এক ভূমিকা রেখে চলেছেন। জনপ্রতি গড়ে ২০০ ডলার হিসাবে প্রতিদিন প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার তাঁরা ঘরে নিয়ে যান। এই অর্থের সিংহভাগ দেশে পরিবারপরিজনের কাছে পাঠান; যা দিনশেষে দেশের জিডিপিতে যোগ হয়।

৬. আমেরিকার পঞ্চাশটি রাজ্যেই কমবেশি বাংলাদেশি অভিবাসী ছড়িয়েছিটিয়ে বসবাস করছেন। কোনো সুনির্দিষ্ট স্ট্যাটিসটিকস না থাকলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, আমেরিকায় প্রায় ১০ লাখের বেশি বাংলাদেশি অভিবাসী বসবাসরত রয়েছেন। তন্মধ্যে নিউইয়র্কেই থাকেন প্রায় ৪ লাখ। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশির বসবাস। এঁদের বেশির ভাগই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই গরিব মানুষগুলো যে কতটা কষ্টের কাজ করেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এঁরাই তো মূলত দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। পরিবারপরিজন ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে ও দেশে গিয়ে বছরের পর বছর আছেন। কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই। কাগজপত্রের আশায় কষ্টার্জিত উপার্জনের অনেকাংশই ল'ইয়ারকে মাসের পর মাস দিয়ে যাচ্ছেন-যদি কোনো দিন সোনার হরিণ ধরা দেয়।

৭. সম্প্রতি নিউইয়র্ক শহরের ফ্লোরাল পার্কে এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থানকালীন কুমিল্লার এক বাংলাদেশি ক্যাবচালক মোশারফ হোসেনের ট্যাক্সি ক্যাবে বেশ কয়েক দিন ম্যানহাটন ও জ্যাকসন হাইটসে যাতায়াত করি। আর তখনই তাঁর সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে একদিন কৌতূহলবশত তাঁকে অনেক খোলামেলা প্রশ্ন করি। যেমন কবে থেকে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। অন্য পেশায় না গিয়ে এই পেশা কেন বেছে নিলেন। পরিবারে কে কে আছে। দৈনিক উপার্জন কেমন? খরচ বাদে কেমন সঞ্চয় থাকে। পরিবারপরিজনের কাছে কীভাবে রেমিট্যান্স পাঠান ইত্যাদি। তিনি জানান, পেশাটিতে পরিশ্রম ও ঝুঁকি থাকলেও অন্যান্য পেশার চেয়ে এ পেশায় উপার্জন ভালো। স্বাধীন একটি পেশা। তিনি কাজে খুব নিয়মিত। তাই দৈনন্দিন রোজগারও ভালো, একা মানুষ, সেদিক থেকে সঞ্চয়ও ভালো। নিজের খরচটা রেখে বাকি সবই দেশে পাঠান।

৮. মোশারফ হোসেন মনে করেন, কোনো পেশাই ছোট নয়। গত উনত্রিশ বছর তিনি নিউইয়র্ক শহরে ইয়েলো ক্যাব চালান। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করে দেশে পাঠান। একদিন কথা প্রসঙ্গে মোশারফের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু চমকপ্রদ ঘটনা তুলে ধরেন।

প্রবাসে এখনো মেসে থাকেন তিনি। স্ত্রী-সন্তানরা দেশে থাকেন। তাঁদের কেন আমেরিকায় আনেননি সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, মেসে আমি যেনতেনভাবে থাকতে পারি। আলুভর্তা, ডাল বা ডিম দিয়ে চলে যায় তিন বেলা। পরিবার নিয়ে থাকতে গেলে বাসাভাড়া দিতে হতো। তাতে খরচ অনেক বেড়ে যেত। বরং সেই টাকাটাই এখন দেশে পাঠাতে পারছি, এটাই আমার বড় আনন্দ-সহজসরল উত্তর মোশারফের। আর এজন্য স্ত্রীর প্রতিও রয়েছে তাঁর অগাধ বিশ্বাস আর কৃতজ্ঞতা।

৯. তিনি নিজে বেশি দূর পড়তে পারেননি। কিন্তু হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ভাইবোনদের পড়িয়েছেন। ঘামে ভেজা টাকায় এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-দুটি কলেজ, একটি উচ্চবিদ্যালয় ও একটি কিন্ডারগার্টেন। গড়েছেন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতায় আশা ও অনিশ্চয়তার ছায়া

মে. জে. (অব.) এইচআরএম রোকন

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চলছে, তা একদিকে যেমন আশাবাদের সৃষ্টি করছে, একই সঙ্গে অনিশ্চয়তার দোলাচলও তাতে রয়েছে। দেশ দুটির মধ্যে শান্তিচুক্তি মানে বিশ্বজুড়ে আশাবাদের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া, হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়া এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম কমে যাওয়া। আবার মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতা বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি সংকট এবং প্রবৃদ্ধিহ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, যুদ্ধবিরতি বা একটি রাজনৈতিক চুক্তি কখনোই স্থায়ী শান্তির সমার্থক নয়। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিকে অনেক বিশ্লেষক একটি চূড়ান্ত সমাধান নয়, বরং শান্তির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হিসাবে দেখছেন। কারণ এখনো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, আঞ্চলিক প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা উদ্বেগসহ বহু জটিল বিষয় পুরোপুরি নিষ্পত্তি হয়নি।

সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তার কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গেছে ইসরাইল ও লেবানন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বারবার স্পষ্ট করে বলেছেন, ইসরাইল তার জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রয়োজন মনে করলে লেবাননে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবে। তার বক্তব্যে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতা হলেও ইসরাইল তার নিজস্ব নিরাপত্তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইসরাইলের দৃষ্টিতে হিজবুল্লাহর সামরিক সক্ষমতা এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা হুমকি। ফলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, লেবাননই বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে ইরান মনে করে, লেবাননে অব্যাহত ইসরাইলি সামরিক অভিযান এ নতুন সমঝোতার চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আশাবাদ ও সতর্কতার উভয় কারণই খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে দীর্ঘদিনের যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটিয়ে এমন একটি শান্তির ভিত্তি তৈরি করেছিল, যা কয়েক দশক ধরে টিকে আছে। একইভাবে ১৯৯৮ সালের গুড ফ্রাইডে চুক্তি উত্তর আয়ারল্যান্ডে দীর্ঘ সংঘাতের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে, দীর্ঘদিনের শত্রুতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি এবং বাস্তবসম্মত নিরাপত্তাব্যবস্থার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তিতে রূপ নিতে পারে। তবে বিপরীত উদাহরণও রয়েছে। ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করলেও শেষ পর্যন্ত ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। কারণ মূল রাজনৈতিক বিরোধগুলোর সমাধান কখনোই সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও একই শিক্ষা প্রযোজ্য-শুধু চুক্তি স্বাক্ষর করাই যথেষ্ট নয়; তার কার্যকর বাস্তবায়ন, পারস্পরিক আস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিই প্রকৃত সাফল্যের চাবিকাঠি।

বর্তমান চুক্তির একটি ইতিবাচক দিক হলো অর্থনৈতিক প্রণোদনা। ইরান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে আবারও সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে, নিষেধাজ্ঞা শিথিল হতে পারে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে তার অংশগ্রহণ বাড়তে পারে। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ যত বাড়বে, সংঘাতের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা তত কমবে। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা কমিয়ে আনে। সাম্প্রতিক সংঘাতের মানবিক মূল্যও ছিল অত্যন্ত বড়। হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি, অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জনগণ যুদ্ধের ক্লান্তি অনুভব করছে। সাধারণ মানুষ এখন স্থিতিশীলতা, পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার চায়। এ জনমতও শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তবুও বাস্তবতা হলো, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে অনেক যুদ্ধবিরতি ও শান্তি উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে। কখনো সীমান্তে একটি ছোট সংঘর্ষ, কখনো একটি রকেট হামলা, কখনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, আবার কখনো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ পুরো প্রক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করেছে। ইসরাইল ও ইরান উভয় দেশেই এমন রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে, যারা আপসের বিষয়ে সন্দিহান। ফলে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা ভুল হিসাবও পরিস্থিতিকে আবার উত্তেজনার দিকে ঠেলে দিতে পারে। সুতরাং বর্তমান বাস্তবতাকে সবচেয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায় এভাবে যে, বৃহৎ আকারের যুদ্ধের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি এখনো নিশ্চিত হয়নি। এটি একটি সুযোগের জানালা, একটি সম্ভাবনার মুহূর্ত। যদি আগামী মাসগুলোয় পারমাণবিক ইস্যু, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা এবং লেবাননসংক্রান্ত প্রশ্নগুলোয় কার্যকর অগ্রগতি হয়, তাহলে ইতিহাস হয়তো এ সময়কে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন যুগের সূচনা হিসাবে স্মরণ করবে। আর যদি আলোচনাগুলো ব্যর্থ হয়, তাহলে বর্তমান যুদ্ধবিরতি কেবল আরেকটি সাময়িক বিরতি হিসাবেই বিবেচিত হবে।

সবচেয়ে বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন হলো, মধ্যপ্রাচ্য রাতারাতি শান্তির স্বর্গে পরিণত হবে না, আবার তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধেও ফিরে যাবে না। কারণ এ অঞ্চলের সংঘাত কোনো একদিনে সৃষ্টি হয়নি, আর একদিনে তার সমাধানও সম্ভব নয়। কয়েক দশকের রাজনৈতিক অবিশ্বাস, মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামরিক জোট, *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ছকবাঁধা বাজেট কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনবে না

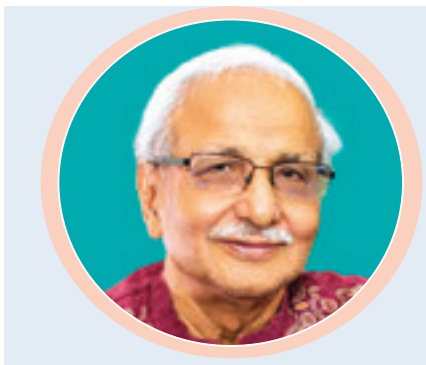

বদিউল আলম মজুমদার

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'। এটা বহু নাগরিককেই আশাবাদী করেছিল। আমি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, শেখ হাসিনার শাসনামলে আমাদের সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তছনছ করার যে মহোৎসব চলেছিল; দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের যে ব্যাপকতা ঘটেছিল; আইনকানুন-বিধিবিধান-সংবিধান অমান্যের যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল; নির্যাতন-নিপীড়ন-মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল; সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার যেভাবে পদদলিত হয়েছিল এক কথায়, যে দুঃশাসন ও দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে নাগরিকরা দিনাতিপাত করেছিল, তার অবসানের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকারের যাত্রা শুরুর বাজেটে বহু কাঙ্ক্ষিত এ পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটবে। বাস্তবে মনে হচ্ছে, আমরা আবার অতীতের মতো ছকবাঁধা বাজেট পেলাম। অর্থমন্ত্রী যিনিই হোন না কেন; গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে মোটাদাগে চারটি প্রবণতা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রথমত, সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করেই প্রতিবছর বাজেটের আকার প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানো। দ্বিতীয়ত, বাজেটের অর্থায়নের জন্য রাজস্ব মূলত কর থেকে রাজস্ব আদায়ের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ। তৃতীয়ত, মূল কাঠামো ও অগ্রাধিকার মোটামুটি অক্ষুণ্ন রেখে একই ব্যয় খাতগুলোর মধ্যে বরাদ্দ এদিক-সেদিক করে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা। ২০১৪ সালের একপক্ষীয় নির্বাচনের পর অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল, যখন শেখ হাসিনার সরকার দৃশ্যমান অবকাঠামোতে বিপুল অর্থ ঢেলেছিল, যা উন্নয়নের চেয়ে লুটপাটের মাধ্যম হিসেবেই বেশি কাজ করেছে বলে এখন প্রমাণিত। চতুর্থত, সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে সবাইকে বিশেষত জ্বালানি খাতের ভর্তুকির সুবিধাভোগীদের মতো সংগঠিত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোকে খুশি রাখার প্রবণতা।

সম্প্রতি সংসদে উপস্থাপিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেটেও এই প্রবণতাগুলো টিকে আছে। প্রথমত, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট ছিল প্রায় পাঁচ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকা। পরবর্তী অর্থবছরে তা হয়েছে পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে

বাজেট ছিল যথাক্রমে ছয় লাখ চার হাজার কোটি, ছয় লাখ ৭৮ হাজার কোটি ও সাত লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যা ছিল সাত লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা, তা চলতি বছর সংশোধিত আকারে দাঁড়িয়েছে সাত লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা। আর নতুন বাজেটে তা এক লাফে বেড়ে হয়েছে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। বিদায়ী সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি, যা সাম্প্রতিক স্মৃতিতে এক অর্থবছরে সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়ত, গত প্রায় এক দশক ধরে এনবিআর তার বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়ে আসছে এবং এ বছরের ১১ মাসে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১ হাজার ৪৪২ কোটি টাকায়। বছরের শেষভাগে এই ঘাটতি প্রায় ৮৮ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে (বণিক বার্তা, ২২ জুন ২০২৬)। কর-জিডিপি অনুপাত নেমে এসেছে প্রায় ৬ দশমিক ৮ শতাংশে, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন হারগুলোর একটি। এমন প্রেক্ষাপটে সরকার আগামী বছরে এনবিআরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে প্রায় ছয় লাখ চার হাজার কোটি টাকা; সংশোধিত অর্থবছরের লক্ষ্যের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি, যা নিঃসন্দেহে উচ্চাভিলাষী। কারণ এতে এক বছরেই রাজস্ব আদায়ে প্রায় ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে, এনবিআরের বিদ্যমান সক্ষমতার ভিত্তিতে যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

তৃতীয়ত, বাজেটের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে আপনজনদের লাভবান করার লক্ষ্যে 'দৃশ্যমান' অবকাঠামোর জন্য পুনঃঅর্থায়ন করা। অনেক সময় এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা কঠিন। কারণ এসব দায়বদ্ধতা বহু বছর আগেই নির্ধারিত। প্রায় এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, যার ব্যয় বিনিময় হার সমন্বয়ে পরে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় এক লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকায় (আনুমানিক ১২.৬৫ বিলিয়ন ডলার), এখন প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তাধীন। এসব প্রকল্পের অর্থায়ন বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যর্থতা নয়। বরং এগুলোর মাধ্যমেই ২০১০-পরবর্তী সময়ে 'উন্নয়ন' শব্দটি কার্যকর অবকাঠামো নির্মাণের বদলে লুটপাটের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট এসব দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করার কঠোর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতা বলিষ্ঠ সংস্কারের বদলে অতীতের অপকর্মের ধারাবাহিকতাই রক্ষা করেছে।

চতুর্থত, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ভর্তুকি নামমাত্র কমিয়ে ২০২৫ অর্থবছরের প্রকৃত এক লাখ আট হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৮৯ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকায় আনা হলেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকি এখনও প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা। মূল সমস্যাটি হলো উৎপাদন না করা বিদ্যুতের জন্য বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে কেন্দ্র ভাড়া বা ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ এ ধরনের ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ পরিশোধ করেছে ৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি। কেবল ২০২৩-২৪ অর্থবছরেই এই অঙ্ক পৌঁছেছিল প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকায়, যা সে বছরের বিদ্যুৎ খাতের মোট ভর্তুকির ৮১ শতাংশ। রাজনৈতিকভাবে আশীর্বাদপুষ্ট একগুচ্ছ বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদকের জন্য এগুলো নিশ্চিত এবং মূলত প্রতিযোগিতাবিহীন অর্থ পরিশোধ। সরকারের উচিত ছিল 'গতানুগতিক চিন্তার বাইরে' গিয়ে এসব চুক্তি পুনর্গঠন বা পুনরায় দর কষাকষি করা। তা না করে পুরোনো ব্যবস্থাটি নতুন একটি বাজেটে অক্ষতভাবেই টিকে রয়েছে।

উপরিউক্ত প্রবণতাগুলো অবসানের বাইরেও বাজেট প্রণয়নে নতুন সরকারের কতগুলো বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান। একই সঙ্গে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী বিস্তারে লাগাম টেনে 'ফুটো কলস'-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটানো এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়পরায়ণতার সংস্কৃতির প্রবর্তন। আমাদের বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত এখন সর্বনিম্নে। সিঙ্গাপুরের মতো প্রাকৃতিক সম্পদহীন সিটি-স্টেট আমাদের শেখায়, আইনের শাসন এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে ছোট রাষ্ট্রও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে।

'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' ধারণা কাজে লাগিয়ে তরুণদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও সুযোগের সৃষ্টিতে জোর দেওয়া জরুরি। *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আখিরাতে দু'ধরনের শোভাযাত্রা

জাফর আহমাদ

কিয়ামতের দিন দু'ধরনের শোভাযাত্রা হবে। এক, জান্নাতের শোভাযাত্রা, দুই, জাহান্নামের শোভাযাত্রা। আল কুরআন থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় কোন জাতির বা দলের নেতৃত্ব দেয় কিয়ামতের দিনও তারাই তাদের নেতা হবে।

জান্নাতের দিকে শোভাযাত্রা:যদি তারা দুনিয়ায় নেকী, সততা ও সত্যের পথে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে তাহলে এখানে যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারা কিয়ামতের দিনও তাদেরই পতাকাতলে সমবেত হবে এবং তাদের নেতৃত্বে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

জাহান্নামের শোভাযাত্রা:আর যদি তারা দুনিয়ায় কোন ভ্রষ্টতা, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও এমন কোন পথের দিকে মানুষকে আহবান জানিয়ে থাকে যা সত্য দীনের পথ নয়, তাহলে যারা এখানে তাদের পথে চলেছে তারা সেখানেও তাদেরই পেছনে থাকবে এবং তাদের নেতৃত্বে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে। হাদীসে নবী সা: থেকেও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়: "কিয়ামতের দিন কবি ইমরাউল কয়েসের হাতে থাকবে জাহেলী কাব্যচর্চার ঝাণ্ডা এবং আরবের জাহেলিয়াত পন্থী সমস্ত কবি তার নেতুত্বে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাবে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন," কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। অবস্থানের জন্য কেমন নিকৃষ্ট স্থান সেটা।"(সুরা হুদ:৯৮)

এ দু'ধরনের শোভাযাত্রা কোন ধরনের জৌলুস ও জাঁক জমকের সাথে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে তার চিত্র এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও কল্পনার পটে এঁকে নিতে পারে। এখানেই থাকে নির্ধারণ করতে হবে কাল আখিরাতে তাকে কোন শোভাযাত্রায় কার নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করতে চায়। যেসব নেতা দুনিয়ার জীবনে নিজেরা গোমরাহ এবং মানুষদেরকে হরহামেশা গোমরাহ করছে। মানুষকে সত্য বিরোধী পথে পরিচালিত করেছে, তাদেও অনুসারীরা যখন নিজেদেও চোখে দেখে নেবে এ জালেমরা কি ভয়াবহ পরিণতির দিকে তাদেরকে টেনে এনেছে তখন তারা নিজেদের সমস্ত বিপদ-মুসীবতের জন্য তাদেরকে দায়ী মনে করবে এবং তাদের শোভাযাত্রা তাদেরকে নিয়ে এমন জাহান্নামের দিকে রওয়ানা দেবে যে, আগে আগে তাদের নেতারা চলবে এবং তারা পেছনে পেছনে তাদেরকে গালি দিতে দিতে এবং তাদেও প্রতি লালন বর্ষণ করতে করতে চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর তাদের ওপর এ দুনিয়ায় লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও পড়বে। কত নিকৃষ্ট প্রতিদান সেটা, যা কেউ লাভ করবে!"(সুরা হুদ:৯৯) কারণ দুনিয়ার জীবনে এরা সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছে। ফলে সাধারণ মানুষ এদের ওপর সর্বদা লানত করেছে।

ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, নেতা-নেত্রীদের নেতৃত্বে জাহান্নামের দিকে যাত্রার আগে আল্লাহ তা'আলার মহান আদালতে এ সমস্ত নেতা-নেত্রী ও তাদের অনুসারীদের বিচার কার্য শুরু হবে। সেখানে শুনানীর প্রাক্কালে নেতা-নেত্রীরা তাদের অনুসারীদের অস্বীকার করবে। দুনিয়ায় যে সকল ক্ষমতাগর্বী নেতা-নেত্রী থাকবে, যাদের অঙ্গুলীর নির্দেশে তার ছ্যালা বা অনুসারীরা উঠ-বস করতো তারা সেদিন অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে তাদের কর্মীবাহিনীকে অস্বীকার করবে। তাদেরকে আমরা আমাদের দলে ডেকে আনিনি বরং এরা নিজেরাই সামান্য হালুয়া-রুটির জন্য আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে বলবে,"তোমাদের কাছে যে সুপথের দিশা এসেছিল তা

থেকে কি আমরা তোমাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে।"(সুরা সাবা:৩২) অর্থাৎ তারা সেদিন বলবে, আমাদের কাছে এমন কোন শক্তি ছিল না যার সাহায্যে আমরা মাত্র গুটিকয় মানুষ তোমাদের মত কোটি কোটি মানুষকে জোরপুর্বক নিজেদের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতাম। যদি তোমরা ঈমান আনতে চাইতে তাহলে আমাদের নেতৃত্ব, মাতাব্বুরি ও শাসন কর্তৃত্ব ও সিংহাসন উল্টে ফেলে দিতে পারতে। আমাদের সকল কু-কাজের লাঠিয়াল বা সেনাবাহিনী তো তোমরাই ছিলে। আমাদের শক্তি, মাস্তানি ও সম্পদের উৎস তো ছিল তোমাদের হাতে। তোমরা অবৈধ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল-এর ভাগ যদি তোমরা না দিতে, তাহলে তো আমরা বিত্তহীনই থাকতাম। তোমরা যদি আমাদের আনুগত্য না করতে, তাহলে আমাদের নেতাগিরি একদিনও চলত না। কোন মুরীদ যদি কোন পীরের বাইয়াত না হতো তাহলে তার পীরালী একদিনও চলত না। তোমরা জিন্দাবাদের শ্লোগান না দিলে কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেসও করত না। তোমরা আমাদের লাঠিয়াল বাহিনী না হলে সাধারণ জনগণ আমাদের সমীহ করতো না।

সত্যিকারার্থে যারা রাসুলের অনুসারী হিসাবে তোমাদের সামনে যে পথ পেশ করেছিলেন তোমরা নিজেরাই নিজেদের দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের পথে চলতে চাওনি। তোমরা ছিলে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস। আর তোমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা তাদের দেখানো পথে না পেয়ে তোমরা আমাদের চামচাগিরি করেছো। তোমরা হালাল ও হারামের পরোয়া না করে দুনিয়াবী আয়েশ ও আরামের প্রত্যাশী ছিলে এবং আমাদের কাছেই তার সন্ধান পাচ্ছিলে। তোমরা এমন সব পীরের সন্ধানে ছিলে যারা তোমাদের সব রকমের পাপ কাজ করার ব্যাপক অনুমতি দিত এবং সামান্য কিছু নজরানা নিয়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিতো। তোমরা এমন সব নেতা-নেত্রী পেয়েছিলে যারা প্রত্যেকটি কু-কাজ আকাজের দায়ভার থেকে তোমাদের খেয়াল-খুশি মতো উদ্ধার করে দিতো। তোমাদের এমন নেতার প্রয়োজন ছিল যারা পরকাল সমৃদ্ধ হোক বা বরবাদ হয়ে যাক তার পওরোয়া না করে যে কোনভাবেই হোক না কেন তোমাদের দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করে দিতে পারলেই যতেষ্ট। তোমাদের এমন সব শাসকের প্রয়োজন ছিল যারা নিজেরাই হবে অসচ্ছরিত্র এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তোমরা সব রকমের গোনাহ ও অসৎ কাজ করার অবাধ সুযোগ লাভ করবে। এভাবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান সমান লেনদেনের কথা হয়েছিল। এখন তোমরা এ কেমন ভড়ং সৃষ্টি করে চলেছো, যেন তোমরা বড়ই নির-পরাধ এবং আমরা জোর করে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম।

দমিত অনুসারী যারা সত্যিকারার্থে একটু হালুয়া-রুটির জন্য এ সমস্ত নেতা-নেত্রীদের পা চাটাচাটি করতো এবং এদের ছত্র-ছায়ায় সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। সন্ত্রাস, রাহাজানি, মারামারি, চাঁদাবাজি ও জবরদখল করার পাশাপাশি খুনখারাপিও করতো। এদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে সমাজ বিভিষিকাময় অরাজকতা সৃষ্টি হতো। এদের খুঁটির জোর ছিল সে সমস্ত নেতা-নেত্রীরা, যারা এদেরকে মূলত: ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করতো। এ সমস্ত অনুসারীরা সেদিন আল্লাহর আদালতে কি বলবে, তা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে,"না বরং দিবারাত্রের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর সাথে কুফুরী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি। শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিলো তেমনি প্রতিদান পাবে, এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে?"(সুরা সাবা:৩৩) শেষ পর্যন্ত এই নেতা-নেত্রী ও তাদের অনুসারীরা দলে দলে জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাবে। দুনিয়ায় যারা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেদিন জাহান্নামের দিকে যাত্রার নেতৃত্বও তারাই দিবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"আর এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সে সময় এদের মধ্য যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করতো তাদেরকে বলবে,"দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো? তারা জবাব দিবে,"আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তি লাভের কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরও দেখিয়ে দিতাম। এখন তো সব সমান, কান্নাকাটি করো বা সবর করো-সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।"(সুরা ইবরাহিম:২১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"যেদিন তাদের চেহেরা আগুন ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে,"হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করতাম"। আরো বলবে, "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।"(সুরা আহযাব:৬৬-৬৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"তারপর একটু চিন্তা করে দেখো সে সময়ের কথা যখন এসব লোক দোযখের মধ্যে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোকদের বলবে যারা নিজেদের বড় মনে করতো, "আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন এখানে কি তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের কষ্টের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে?" বড়ত্বের দাবীদাররা বলবে: আমরা সবাই এখানে একই অবস্থায় আছি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন।"(সুরা মু'মিন:৪৭-৪৮)

অন্যদিকে যাদের নেতৃত্ব ছিল সৎ ও মানবতার কল্যাণের পক্ষে। রাত দিন নিজেদের সুখ-শান্তিকে পেছনে ফেলে তাদের সাধনাই ছিল কিভাবে মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়। এমন সমাজ গঠন করা যায় যেখানে সমাজের প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ জন্য তারা মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা দান করতেন এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য সামাজিক পরিশুদ্ধতার কাজ করতেন। তাদের নেতৃত্ব মানুষকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী করবে তাদের অনুসারীরার নিজেদের শুভ পরিণাম দেখে তাদের নেতাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের ওপর প্রশংসা ও শুভেচ্ছার পুস্প বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যাবে।

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু মুসলিমরা : পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সুবিধাবঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে লাখো মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি ময়লা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে চলেছেন আন্তু শেখ। জন্মসনদ, পরিচয়পত্র ও নানা সরকারি নথি নিয়ে দিনের পর দিন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, তিনি ভারতের বৈধ নাগরিক। ৪০ বছর বয়সি এই রেলওয়ে নির্মাণ শ্রমিকের জীবন কাটে এক প্রকল্প থেকে আরেক প্রকল্পে ছুটে বেড়িয়ে। কিন্তু এবার কাজের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে নিজের নামটি ফিরিয়ে আনার লড়াই। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়ার পর থেকেই তিনি আশঙ্কা করছেন, শুধু ভোটাধিকার নয়, একে একে হারিয়ে যেতে পারে তার সরকারি নানা অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাও। আন্তু শেখ একা নন। এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ নাম। বিতর্কিত ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে নাগরিক অধিকার, কল্যাণমূলক সুবিধা এবং বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। মঙ্গলবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার খবরে উঠে এসেছে এই তথ্য। গত মাসে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ক্ষমতায় আসার পরই পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার ঘোষণা দিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিরা আর ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য রেশন এবং কয়েকটি সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিত রাজ্য নির্বাচনের কয়েক দিন আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) কর্মসূচির আওতায় ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে। মৃত, ডুপ্লিকেট ও সন্দেহভাজন ভোটারদের শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে চালানো এই কার্যক্রমে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার দাবি করে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে 'অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী'দেরও শনাক্ত করা হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

অনিশ্চয়তার মধ্যেই বসবাস : ৪ জুন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর এসআইআরে বাদ পড়াদের রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করার নির্দেশ দেয়। তবে পরে সরকার জানায়, যারা (প্রায় ২৩ লাখ মানুষ) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিরুদ্ধে আপিল করেছেন, তাদের আপিলের শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কল্যাণমূলক সুবিধা পেতে থাকবেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আপিল করা প্রায় ২৩ লাখ ব্যক্তি শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুবিধা পাবেন। আন্তু শেখ তাদেরই একজন। তাকে নতুন করে নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। একই পরিস্থিতিতে রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাকিনা বানো। তিনি অভিযোগ করেন, কোনো শুনানি ছাড়াই তার আবেদন খারিজ করা হয়েছে। এদিকে নারীদের নগদ সহায়তা কর্মসূচি 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' থেকেও এসআইআরে বাদ পড়াদের অযোগ্য ঘোষণা করেছে সরকার। ধীরে ধীরে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রভাব শুধু ভোটাধিকারেই সীমাবদ্ধ নয়, বলছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাকিনা বানোর স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত। কয়েক বছর আগে সরকার প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ রুপি ব্যয়ে তার চিকিৎসা ও কার্ডিয়াক ডিভাইসের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এখন রেশন ও অন্যান্য সরকারি সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছে তার পরিবার। একই অভিযোগ হুগলির ইমতিয়াজ আহমেদেরও। সরকারি স্কুলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তার ও ভাইয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আপিল খারিজ হওয়ার পর এখন নতুন করে নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। ইমতিয়াজের আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত রেশনসহ সব সরকারি সুবিধাই হারাতে পারেন তারা। তিনি বলেন, 'প্রথমে ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা হলো, এখন রেশন কার্ড। ধীরে ধীরে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' সাংবিধানিক প্রশ্ন ও আইনি লড়াই : সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধার সঙ্গে ভোটার তালিকাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্তকে বিপজ্জনক নজির বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে ভারতের সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেছে। তাদের দাবি, এতে ৩৫ থেকে ৬০ লাখ মানুষের রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তবে সুপ্রিমকোর্ট জরুরি শুনানি না নিয়ে আবেদনটি কলকাতা হাইকোর্টে করার নির্দেশ দেন। আইনজীবী ও অধিকারকর্মী সঞ্জয় হেগড়ের মতে, ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ভোটার তালিকার সঙ্গে সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধার কোনো আইনি সম্পর্ক নেই। এ ধরনের সিদ্ধান্ত সমতার নীতির পরিপন্থি এবং ভবিষ্যতে সরকারকে ভোটারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ করে দিতে পারে। এদিকে ভোটার তালিকায় নাম পুনর্বহালের আবেদনকারীদের আইনজীবী আসিফ রেজার অভিযোগ, অনেক আবেদন যথাযথ শুনানি ছাড়াই নিষ্পত্তি হচ্ছে। প্রতিদিন মাত্র পাঁচ-ছয়টি মামলার শুনানি হওয়ায় লাখো মানুষের আবেদন নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে।

এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ ও সমালোচনা : এসআইআর প্রক্রিয়ার কড়া সমালোচনা করেছেন ভারতের বিশিষ্ট কল্যাণ অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ দ্রেজ। তার মতে, এটি একটি 'অদক্ষ, অবিশ্বস্ত ও কর্তৃত্ববাদী' উদ্যোগ, যার ফলে অন্যায়ভাবে লাখো মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। সেই একই তালিকার ভিত্তিতে রেশন ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা বন্ধ করা হলে তা 'তাদের ক্ষতের ওপর লবণ ছিটিয়ে দেওয়ার' মতো অবস্থা হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কাছে পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ-সদস্য সাগরিকা ঘোষও এ সিদ্ধান্তকে অমানবিক বলে মন্তব্য করেছেন। তার দাবি, ত্রুটিপূর্ণ ও তাড়াহুড়ো করে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে মানুষের খাদ্য ও কল্যাণমূলক সুবিধা কেড়ে নেওয়া যায় না। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা আবদুল বারির প্রশ্ন, যথাযথ যাচাই ছাড়াই নাম বাদ পড়লে মামলা জিতলেও তা আবার ভোটার তালিকায় ফিরবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? তার ভাষায়, 'ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা মানেই আমি নাগরিক নই, এমন নয়; আর ভোট দিতে না পারলে আমাদের না খেয়ে থাকারও কথা নয়।'

কেনো এতো নীল হুতাশন
মৌসুমি পুলেন

নৈঃশব্দ্যতার ভেতর বেজে ওঠে অন্য বিউগল মোৎজার্ট এর নীল সন্ধ্যা জীবনের অলীক উপাখ্যান
টুপ টাপ ঝরে পড়ে মাটির পাঁজরে পাঁজরে বৃষ্টি।
এতো পার্থিব জনরোল, মানুষেরা কখন যে রোবটের ছাঁচে ঢুকে ইস্পাত বনে গেলো,
নষ্ট বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে জানলা থেকে সরে যায় জ্যোৎস্নার ছায়া,
চেতনায় চমকায় ভয়ানক বিজলী।
বুকে গভীরে নির্গত হয় বিসুভিয়াস
অগ্ন্যুৎপাতের আঁচে অহর্নিশ পুড়ি
পুড়ে খাক হয় মানুষের মমত্ববোধ
কথা ভুলে যায় বেহালাবাদক।
চারদিকে নীরবে মিনার ভাঙ্গে
ভাঙ্গে সাধনার মায়া।

কবিতার মতো প্রিয়
শাহীন সুলতানা

কবিতার মতো প্রিয় তোমার ঐ মুখ
যেদিকে তাকাই আহা চোখে ভাসে ছবি,
তোমার প্রেমের টানে হয়ে যাই কবি
ও মুখ হৃদয়ে আনে অতলান্ত সুখ।
ভাবলে তোমার স্মৃতি ভরে যায় বুক
সে বুকে তোমার নামে গোলাপেরা ফোটে,
শ্বাশত প্রেমের বাঁশি ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে
ধরণী আলোয় ভাসে উবে যায় দুখ।
পৃথিবীতে ভালোবাসা জেনেছি অমৃত
প্রেমহীন হৃদয় তো হয়ে যায় মৃত।
চাঁদের জোছনা তুমি হীরামন পাখি
মনের সেতার জুড়ে অবিনাশী গান,
কবিতার সুর তুমি মনে ধরে রাখি
তোমার মায়াতে ডুবে এই মন-প্রাণ।

অটুট
মাহিন আলম

কোন কোন বিকেলে বিষণ্ণতা নেমে আসে
দুই বছর দুই হাজার আলোকবর্ষ মনে হয়।
হাঁটুর ক্ষয়ে যাওয়া তরুণাস্থিতে যন্ত্রণা
যীশুর ক্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণার স্মৃতি ডেকে আনে
থেমে থেমে খুঁড়িয়ে কিছুদূর হাঁটি, একটু জিরিয়ে নিই।
তারপর আমি মোহাম্মদপুরের হাঁটাবাবা হায়দারের মত
হাঁটতে থাকি, আমার চোখ ভিজে ওঠে ড়-
বাংলার পথে-ঘাটে সড়ক দুর্ঘটনায়
মানুষের অঙ্গহানির কথা মনে পড়েড়-
মুক্তিযুদ্ধের বছর কয়েক পরে আমার জন্ম,
গল্প কবিতা উপন্যাস সিনেমা পত্রিকায়
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণহানি, অঙ্গহানির কথা জেনেছি;
২৪-এর রক্তাক্ত জুলাইয়ের
হাত-পা, হারানো, চোখ হারানো,
মুখমণ্ডলে গর্ত হয়ে যাওয়া সেই বীভৎস রূপ
এমন কি কয়েকশত মানুষের মাথার খুলি উড়ে যাওয়া মানুষের
সেই সব কথা মনে করে
আমার ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা
নেহায়েত মামুলি মনে হয়।
আমি পড়ন্ত বিকেলের রোদ গায়ে মেখে
সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় বসিড়-
নিউ ইয়র্ক থেকে
প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার দূরের ঢাকা
আমার চোখে জ্বলজ্বল করে মধ্যাহ্নের সূর্যের মতড়-
সেই স্পষ্ট আলোয় স্মৃতির পাতায় পড়ে যাই
স্বজনের মুখ, বন্ধু, প্রিয়জন, শহর, নদী, গ্রাম
ভীষণ এলোমেলো নগরের চঞ্চলতা
রাজনীতিবিদের গালভরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মিছিল
তবুও অটুট মানুষের ধৈর্যের বাঁধ
তবুও অমর মানুষের স্বপ্ন ও সাধ!

জীবন দর্পণ
মোঃ রহমত আলী

এ সাজসজ্জা, এ জীবনযাপন,
এ চলাফেরা, সময়ের এক আয়না মাত্র;
যার ওপর ছায়া পড়তেই সব স্মৃতির অতীত।
এ জীবন সুখ-দুখ বয়ে প্রায় প্রান্তে,
প্রতি নিঃশ্বাসে.. শ্বাস,
প্রতি বিশ্বাসে.. দীর্ঘশ্বাস,
তবু আশ্বাসে.. বাঁচে আত্মবিশ্বাস।
এ লোক দেখানো হাসি, আর
মুখ লুকানো কান্নাও অবসান;
প্রাণ পাখি উড়ে যেতেই নিষ্ঠুর পরিণাম।

অযাচিত সম্পদ
এস এম মোজাম্মেল হক

প্রয়োজনহীন প্রাচুর্য যেথা মনে হয় অভিশাপ
সমন্বয়ের অভাবের দরুন হয় না তা সম্পদ।
বিস্তীর্ণমরু পাথুরে পাহাড় কঙ্কর ও ধুলাবালি
বইলে সেথা জলধারা শুধু ভরবে মাঠের ডালি।
মক্কা থেকে মদিনার পথে দু'ধারের পাহাড়ি ভূমি
যত্ন নিলেই হতে পারে যাহা সহজেই চাষি জমি।
এ সম্পদের মালিকানা যদি জনতাকে দেয়া হয়
সাথে অনুদান জল সিঞ্চন ফসল ফলবে নিশ্চয়।
চাষ হতে পারে আঙ্গুর আপেল রসে ভরা কমলা
সরকার পাবে রাজস্ব প্রচুর থাকবেনা ঝামেলা।
এ ছাড়াও পারে হতে লোকালয় মনুষ্য বসবাস
শুধু প্রয়োজন দরকারী পানি সরকারী আশ্বাস।
হতে পারে বড় নব্য শহর হতে পারে কারখানা
সবই হতে পারে স্বাচ্ছন্দ্য বাস এবাদত প্রার্থণা।
মানুষ যেখানে গড়বে আবাস থাকবেনা হতাশা
সবুজে শ্যামলে সুখী পরিবেশ মনে পাবে ভরসা।

কদম ঝরা আষাঢ়
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

আকাশে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরে,
বাতাসে কদম আর কামিনীর গন্ধে ভরে আছে চারদিক,
কথা ছিল আষাঢ়ের প্রথম প্রহরে তুমি আসবে,
হাতে থাকবে একগুচ্ছ কদম।
বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে,
কিন্তু,তুমি আর আসো না।
ফোনটা হাতে রেখেই আঙুলে অবশতা নেমে আসে,
বুকের ভেতর জন্ম নেয় এক গভীর শূন্যতা।
ঘরে আর থাকা হয় না,
ব্যাকুল হৃদয়ে আমি চলে আসি সেই কদমতলায়,
ঝরে পড়া ফুল
কাদার সঙ্গে মিশে কেমন নিশ্চুপ হয়ে আছে,
তবু,প্রকৃতি তার নিয়ম ভোলে না।
যে কদমফুল তোমার হাতে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল,
সন্ধ্যার আগেই চুপিচুপি সেটি ঝরে পড়ে
নীরবে আমার পায়ের কাছে।
চারপাশে নেমে আসে স্তব্ধতার ভার!
চোখের জল আর বৃষ্টিধারা এক স্রোতে মিশে যায়।

স্বাধীনতা
আবুল বাসার

স্বাধীনতা তুমি স্বপ্নে দেখা আকাশ ছোঁয়া।
স্বাধীনতা তুমি বদ্ধখাচা থেকে মুক্ত খোলা আকাশ দেখা।
স্বাধীনতা তুমি প্রেমিকের হাতে হাত রেখে পথ চলা।
স্বাধীনতা তুমি আনমনে গান গাওয়া।
স্বাধীনতা তুমি পতাকার সম্মান আকাশ পেরিয়ে মহাকাশে তোলা।
স্বাধীনতা তুমি অন্যের কণ্ঠরোধ না করে রকেট গতিতে এগিয়ে চলা।
স্বাধীনতা তুমি সকল বাধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলা।
স্বাধীনতা তুমি সন্ধ্যায় ঝড়ো হাওয়া প্রবল বর্ষণে অস্তমিত সুর্যের আলোকিত সকাল।
স্বাধীনতা তুমি একমুঠো ভাত নয় সৌরজগতের গতি পথ আবিষ্কার।
স্বাধীনতা তুমি মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের অস্তিত্বের আবির্ভাব।
স্বাধীনতা তুমি দিয়ে দাও ফিরিয়ে সবার অধিকার।
স্বাধীনতা তুমি ধনী-গরিব অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর।
স্বাধীনতা তুমি পিতামাতা হীন অসহায় বাচ্চার আর্তনাদ।
স্বাধীনতার জন্যে পার করবো আর কতো দিন রাত।
স্বাধীনতা তুমি মহান আজো তাই স্বরণ করি তোমার জন্যে দিল যারা প্রাণ।

বর্ষার অভিষেক
জহিরুল হক বিদ্যুৎ

ধূসর আকাশে কালো মেঘের কাজল,
ধরণীর সেই প্রতিক্ষিত অভিষেক ঘিরে
বর্ষা নেমে আসে রিমঝিম বৃষ্টির গানে,
জলধারার এক মায়াবী রূপকথা হয়ে।
বনের গভীরে শুরু হয় উৎসবড়-
কদম ফুলের ঝালরে বৃষ্টিভেজা হিন্দোল।
জবা আর কামিনী ফুলেরা
বৃষ্টি গায়ে মেখে লজ্জা রাঙা হয়;
বাতাস ভারী হয়ে ওঠে এক অদ্ভুত ঘ্রাণে।
পাখিদের গানে আজ এক অন্য সুর,
বৃষ্টিতে ভিজে ডানা ঝাপটিয়ে
ওরা গাছের ডালে ডালে আশ্রয় খোঁজে।
বর্ষা আসে, ধুয়ে দেয় জীবনের গ্লানি,
মুছে দেয় অহংকারের ধূসর চিহ্ন
প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে এক বিশুদ্ধ,
নবীন সবুজ কুমারীর অপরূপ বেশে।

লুকোচুরি
শারমিন নাহার ঝর্ণা

মাঝে মাঝে বিষাদগুলো লুকোচুরি খেলে
হৃদয়ের আনাচে-কানাচে সংগোপনে,
হয়তো কারো জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে
আবছা কারো মুখচ্ছবি হৃদয় ক্যানভাসে ভাসে
উথাল পাথাল ঢেউ বয়ে যায় সবার অগোচরে,
ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের আঘাতে
মনের অজান্তে চোখের পাতা ভিজে যায়।
পাওয়া না পাওয়ার গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন-
হৃদয়ের মাঝে এক অদৃশ্য তৃপ্তি।
কিছু অনুভূতি সারা জীবন লুকোচুরি খেলে-
অন্ধকার হৃদয় কুঠুরির দরজার সামনে,
অথচ কেউ শুনতে পায় না সেই চিৎকার।

নস্টালজিয়া ও অবক্ষয়ের এপিটাফ
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রঞ্জু

যৌবনের রঙিন ক্যানভাসে আজ ফ্যাকাসে নস্টালজিয়া,
মায়ের প্রসব বেদনা লীন শহরের যান্ত্রিক কোলাহলে।
রসবতী স্তন শুকিয়ে গেছে অযতনে আর অনাদরে,
শুকনো দুধেল স্রোতড়
যেন লাম্পি রোগাক্রান্ত গাভীর ওলান।
সম্পর্কের নদী আজ দূষিত সভ্যতার বর্জ্যের ভাগাড়,
একসময়ের তাজা পদ্ম ফুলড়প্যাঁচানো বিষাক্ত সর্পে।
স্নেহের সুতো কেটে গেছে স্বার্থের ধারালো কাঁচিতে,
প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হয় একাকীত্বের নিভৃত গহ্বরে।
নিঃসঙ্গ দহনের ক্ষত নিয়ে জরাজীর্ণ বিছানায়
পড়ে আছে মায়ের বিকৃত কঙ্কাল,
যেখানে পচা-গলা মাংসে এখনো কিলবিল করে
অগণিত কীট!
তবুও বাতাস খুঁজে ফেরে ফেলে আসা
মাতৃত্বের পবিত্র ঘ্রাণ।

বিবেকের অপমৃত্যু
আব্দুল কাদের

কাচের মতো অবহেলায় যখন হারায় আস্থা,
কুয়াশাতে ঢেকে যায় চেনা আলোর রাস্তা।
সহসা ওই চিড় ধরলেই মন ভেঙে যায় শেষে,
আশার প্রদীপ নিভে তখন নয়ন জলে ভাসে।
কোনো মানুষ বেঁচে থাকে বিশ্বাসের হাত ধরে,
তারা কেবল নিঃশ্বাস নেয় অন্যকে আপন করে।
সেই বিশ্বাসে আঘাত এলে হৃদয় শূন্য ভাগে,
মানুষ তখন আপন থেকে দূরে
সংশয়ে জাগে।
তবুও কিছু সুজন থাকে বুক পেতে দেয় ঝড়ে,
বিবেকটাকে সাক্ষী রেখে জীবন নতুন গড়ে।
সততা আর নিষ্ঠা নিয়ে যারা ন্যায়ের গান গায়,
শিরদাঁড়াটি সোজা রেখে তারাই তো জয় পায়।
শুধু কেবল বেঁচে থাকা জীবনের নাম নয়,
বিবেক বেচে বেঁচে থাকা মস্ত পরাজয়।
মেরুদণ্ড বাঁকা যাদের ছায়ার সনে চলে,
আসল মানুষ তারাই যারা সত্য কথা বলে।

তোমায় যদি প্রশ্ন করি
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

তোমায় যদি প্রশ্ন করি-
বলো তো চাঁদ কখন দেখা যায়?
তুমি বলবে শুক্লপক্ষে
নয়তো বলবে পূর্ণিমারই রাতে,
আমি বলবো না গো না
আমি দেখি প্রতিবারই শুধু তোমার সাক্ষাতে।
ওগো তাইতো চাচ্ছি হোকনা দেখা রোজই
শুধুই তোমার আমার সাথে।

তোমায় যদি প্রশ্ন করি-
বলো তো ফুল কখন হয় লাল?
তুমি বলবে পরিণত হলে।
নয়তো বলবে যখন ফাগুন হাওয়া বয়।
আমি বলবো না না না
ভোমর এসে কানে কানে যখন কথা কয়।
তাইতো মোদের চলুক কথা সারাবেলা
ওগো চাচ্ছি দিনে-রাতে।
তোমায় যদি প্রশ্ন করি-
বলো তো নদীর কখন মরণ হয়?
তুমি বলবে শীতে শুকনো মৌসুমে

কাছাকাছি
সফিউল্লাহ আনসারী

আরও একটু কাছাকাছি সহাবস্থান
চেয়েছিল ইচ্ছে গাঙচিল মন,
করোনাকালের দোহাইয়ে তা আর হয়ে ওঠেনি
অতঃপর নতুন এক ভোরের প্রতিক্ষা...

একটু ধৈর্য্য, আরও একটু অপেক্ষা
সেই ভোরের হাতছানি এলেও
তার নিঃশ্বাসের সুগভীর রোদের কাঁপুনি
মনের জানলা, কুয়াশার আড়াল কিংবা
কৃষ্ণচূড়া ছায়ায় আর নেই!
নিষিদ্ধ অভিমান আর খাম বন্দি চিঠি
প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছেনি,
এক বুক হাহাকার লুকিয়ে খোঁজে
কাক ডাকা ভোর; ফিরে আসুক কাঙ্খিত সেই ভোর।

শ্রাবণের নীল দীর্ঘশ্বাস
ইকবাল খান

ধূসর আকাশের সীমানায় আজো ওড়ে একলা মেঘ,
বাতাস ভারী হয়ে আছে ভেজা মাটির তীব্র ঘ্রাণে,
এখানে অনাদি এক আকুলতা আর উদাস সুর
একাকার হয়ে যায় চেনা কোনো দীর্ঘশ্বাসে।
জানলার ওপাশে অবাধ্য জলের কণা
লিখে যায় কোনো এক হারানো নামের প্রথম অক্ষর,
অথচ এই শূন্য ঘরে কেবলই একাকীত্বের বসবাস;
তুমিহীন এই চাদরে জড়িয়ে আছে
শুধু এক চিলতে শীত।
বৃষ্টির এই অবিরাম রিনঝিন শব্দ কোনো গান নয়,
এ তো এক অতৃপ্ত হৃদয়ের গোপন ক্রন্দন।
ভেজা কদম ফুলেরা আজ বড্ড একা,
যেমন একা নিস্পৃহ এই শ্রাবণের রাত;
বুকের ভেতর জমতে থাকা মেঘেরা
চোখের কোণ দিয়ে ঝরে পড়ে নিঃশব্দে।
সবুজ পাতা ভিজিয়ে নামলো যে ঘোর শ্রাবণ,
তা কেবলই বাড়িয়ে দিল
একলা মনের তীব্র খাঁ খাঁ ক্রন্দন।

অস্থায়ী অভিবাসীরা কি বিপদ পড়তে যাচ্ছে?

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) বা অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদায় যেসব অভিবাসী বসবাস করছেন, তাঁদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর তা সম্ভব না হলে তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়া উচিতযুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটিবিষয়ক মন্ত্রী মার্কওয়েন মোলেন রোববার এ মন্তব্য করেছেন। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একটি বিভক্ত রায়ের পর সিএনএনের 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' অনুষ্ঠানে রোববার এ মন্তব্য করেন মোলেন। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনকে হাইতি ও সিরিয়ার শত শত অভিবাসীর মানবিক সুরক্ষার মর্যাদা বাতিল করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই মর্যাদা তাদের সংঘাত ও চরম দারিদ্র্যে জর্জরিত নিজ দেশে ফেরত পাঠানো (নির্বাসন) থেকে সুরক্ষা দিয়ে আসছিল। মোলেন বলেন, 'হয় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং বৈধ স্থায়ী মর্যাদায় এখানে থাকুন, নয়তো আমরা আপনাকে নিজ দেশে ফিরে যেতে সহায়তা করব।'

কী কী সহায়তা দেওয়া হবে, তা নিয়ে মন্ত্রী মার্কওয়েন মোলেন বলেন, 'আমরা আপনাকে দেশে ফেরার জন্য উড়োজাহাজের টিকিট দেব। পাশাপাশি সেখানে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে প্রায় ২ হাজার ১০০ ডলারও দেওয়া হবে। আদালতের ব্যাখ্যা এবং এই কর্মসূচির নাম থেকেই স্পষ্ট, টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) কোনো স্থায়ী মর্যাদা নয়।' যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন দেশটির প্রশাসনকে যুদ্ধ, দুর্যোগ বা অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ী হিসেবে বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। এই মর্যাদা আগে বারবার পুনর্নবায়ন করা হতো। এখন এসব সুরক্ষা বাতিলের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বর্তমানে হাইতি বা সিরিয়ায় ভ্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে। এ দুই দেশে ব্যাপক সহিংসতা, অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ এবং অপহরণের ঘটনা ঘটছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১০ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হাইতির নাগরিকদের জন্য টিপিএস দেয়। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২০১২ সালে সিরীয়দের জন্যও এই সুবিধা দেওয়া হয়। অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদায় থাকা এসব অভিবাসীর বৃহৎ পরিসরে নির্বাসনের যে সম্ভাবনার কথা এখন ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, তা নিয়ে এমনকি নিজ দলের ভেতরই তারা বিরোধিতার মুখে পড়েছে। রোববার সিএনএনকে দেওয়া এক বক্তব্যে ওহাইওর গভর্নর মাইক ডিওয়াইন বলেন, হাইতিয়ানদের ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়, তা ছাড়া পরিশ্রমী কর্মীদের অপসারণ ওহাইওর অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হবে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা খাতে জনবল সংকট তৈরি করবে। ২০২৪ সালে নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প ওহাইওতে বসবাসরত হাইতিয়ানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, হাইতিয়ানরা অন্যদের গৃহপালিত প্রাণী খেয়ে ফেলেন। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের কিছু এলাকায় অর্থনীতিতে শিল্প-পরবর্তী পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। অভিবাসী হাইতিয়ানরা সেখানে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছেন। এর ফলে সেখানে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

ডিওয়াইন বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে হাইতিয়ানরাই আপনার মা বা বাবার দেখাশোনা করছেন, যাঁদের আলঝেইমার হয়েছে। তাঁরা এমন পরিবারের সদস্যদেরও যত্ন নিচ্ছেন, যাঁরা নার্সিং হোমে থাকেন। এখন যদি আমরা তাঁদের সবাইকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলি, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা সম্ভব হবে না।' যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে এমন একটি পথ খুলে দিয়েছে, যার মাধ্যমে শত শত হাইতিয়ান ও সিরীয় অভিবাসীর অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা বাতিল করার ক্ষমতা তারা পাবে। এই মর্যাদা এত দিন তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো (নির্বাসন) থেকে সুরক্ষা দিয়ে আসছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে অভিবাসন ইস্যুতে তার কঠোর অবস্থানে আরও একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

PCA & HHA

FREE TRAINING

আমরা বাংলায় কথা বলি

Bestcare
Home care, your care

ফ্রি প্রশিক্ষন এর বিস্তারিত জানতে কল করুন..

516-666-5802, 516-731-3770

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

Queens	Nassau	Bronx	Corporate	Brooklyn	Highbridge	Manhattan	Staten Island	Westchester	Suffolk	Eastern Suffolk
70-50 Austin Street, Suite 130 Forest Hills, NY 11375	50 Clinton Street, Suite 201 Hempstead, NY 11550	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	3000 Hempstead Turnpike, Suite 205 Levittown, NY 11756	1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210	1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452	260 West 36th Street, Suite 400 New York, NY 10018	60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301	35 East Grassy Sprain Road, Suite 203B Yonkers, NY 10710	97 West Main Street Bay Shore, NY 11706	630 Middle Country Road Selden, NY 11784

নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

ICNA
ISLAMIC CIRCLE of NORTH AMERICA

ICNA Summer School

166-26 89th ave Jamaica NY 11432

July 7- August 7, 2025

Monday to Thursday

10:00 A.M to 2:00 P.M

$170 fees & registration

Why choose ICNA summer school?

- Memorize a long Surah
- Go on picnics
- Do arts & craft
- Enjoy cooking some delicious recipes
- Arabic writing
- Learn about Islamic heroe!

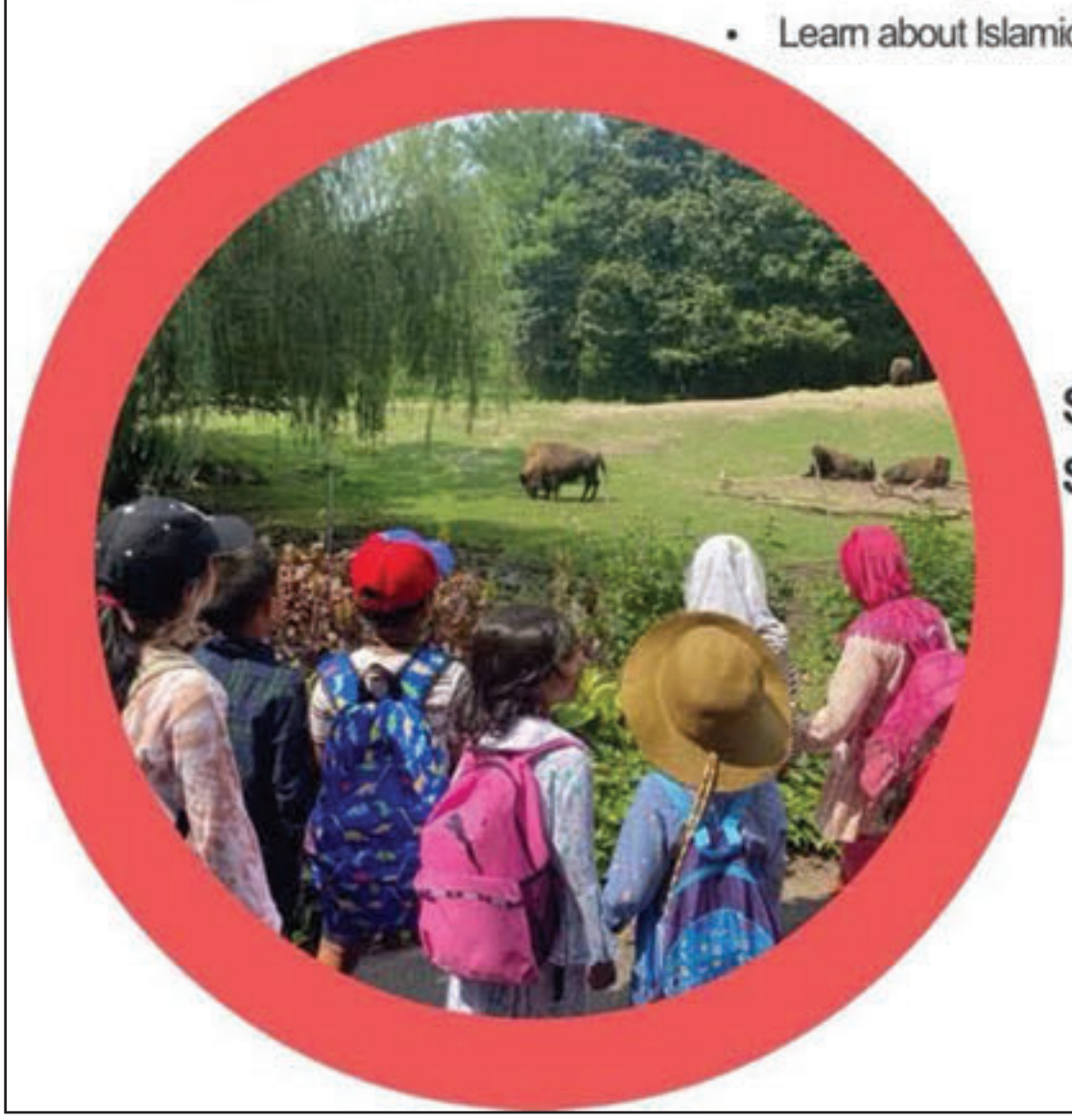

Enroll Now!

For inquiry call

Sr.Faiza Hussaini- (631)316-5387

Sr. Zahida Naheed- (347) 283-8577

Email

ICNA.sundayschool@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

জমজমাট তিন লড়াই দেখলো ফুটবল বিশ্ব

স্পোর্টস ডেস্ক : পেনাল্টি শুট-আউটেই ফয়সালা হলো এবারের বিশ্বকাপের একদিনের দু'টি লড়াই। চারবারের বিশ্বকাপজয়ী জার্মানি হেরে গেল প্যারাগুয়ের কাছে। এটাকে অনেকেই অঘটন বলছেন। দুর্ভাগ্যও বলা চলে। জার্মানি আউট। প্যারাগুয়ে থেকে গেল বীরদর্পে। যদিও জার্মানির গোল বাতিল নিয়ে বিশ্বকাপের আসরে কৌতুকপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। ভি-এআর গোল বাতিল না করলে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবেই লেখা হতো। যা নিয়ে বিতর্ক ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। জার্মানির এই আবেগপূর্ণ বিদায় দেখতে হতো না ফুটবল ভক্তদের। ওদিকে মরক্কো ট্যাকটিক্যাল ফুটবল খেলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। শক্তিশালী নেদারল্যান্ডসকে পেনাল্টি শুট-আউটে পরাজিত করে জায়গা করে নিয়েছে শেষ ষোলোয়। টানটান উত্তেজনার মধ্যে খেলাটি শেষ হয়। বলা চলে, মরক্কো প্রায় হেরেই গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তের গোলে আবার খেলায় ফিরে আসে।

এক অসাধারণ গোল করে গাকপো নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। যে গোলটা বিশ্বকাপের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। লিভারপুলের স্ট্রাইকার গাকপোর গোল খেলার গতিপথ বদলে দিয়েছিল। শেষ বাঁশি বাজার আগ মুহূর্তে মরক্কোর ইসা দিওপ গোল করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এরপর আবার নতুন করে লড়াই শুরু হয়। যার পরিণতিতে পেনাল্টি শুট-আউট এবং সেখানেই ফুটবলের এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার ইতি ঘটে। পেনাল্টি শুট-আউট অনেকটাই ভাগ্যের ব্যাপার। সুপারস্টাররাও পেনাল্টি মিস করেন। মরক্কোর অধিনায়ক হাকিমিও একই পথে পা বাড়ান। গোল করতে ব্যর্থ হন। দিনের অন্য খেলায় এশিয়ার অন্যতম ফুটবল-শক্তি জাপান হেরে যায় ব্রাজিলের সঙ্গে। লড়াইটা জমে উঠেছিল। প্রথমে জাপান গোল করে তাক লাগিয়ে দেয় সবাইকে। ব্যাপক চাপে পড়ে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। কিন্তু ব্রাজিল ধীরে ধীরে খেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কোচ আনচেলোত্তির দুই পরিবর্তনে দ্বিতীয়ার্ধে খেলার কৌশল বদলে যায়। ৫৫ মিনিটের মাথায় ক্যাসেমিরো জাপানকে রুখে দেয়। এরপর খেলার ভাগ্য অন্যদিকে মোড় নেয়। ধারণা করা হচ্ছিল, হয়তো বা পেনাল্টি শুট-আউটে যাবে খেলাটি। কিন্তু বিস্ময়ের আরও যে বাকি! জ্বলে উঠেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। শেষ মিনিটে তার গোলে জাপানের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

মেসির সমান গোলও করতে পারেনি ৩০ দেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে নেমে একের পর এক কীর্তি গড়ে চলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ এই গোলদাতার গ্রুপপর্ব শেষে গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৬এ। অথচ ফিফার এই মেগা ইভেন্টে অংশ নেওয়া ৪৮টির মধ্যে ৩০ দলই তার সমান গোলও করতে পারেনি। বিশ্বকাপে টানা সর্বোচ্চ ৭ ম্যাচে গোল করার বিশ্বরেকর্ডও নিজের দখলে নিয়েছেন মেসি। এর আগে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোলের দিনে টানা ৬ ম্যাচে গোল করে ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৯৫৮) ও ব্রাজিলের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

বিশ্বকাপে পেলের রেকর্ড ভাঙলেন হ্যারি কেইন

স্পোর্টস ডেস্ক :চলমান বিশ্বকাপে গোলদাতাদের শীর্ষস্থানে ওঠার লড়াইয়ে ফুটবল বিশ্বে নতুন রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দিচ্ছেন মেসি, এমবাপে ও হালান্ডদের মতো তারকারা। এরই ধারাবাহিকতায় কঙ্গোর বিপক্ষে হ্যারি কেইনের জোড়া গোল

ইংল্যান্ডকে নাটকীয় জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি তাকে বসিয়েছে অনন্য এক রেকর্ডের চূড়ায়।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের হয়ে এখন সর্বোচ্চ গোলদাতা হ্যারি কেইন। বিশ্বকাপে নিজের ১৩তম গোল পূর্ণ করে তিনি পেছনে ফেলেছেন ফুটবল সম্রাট পেলেকে। বর্তমানে ফ্রান্সের জ্যাঁ ফঁতেকে স্পর্শ করা কেইন এখন কিলিয়ান এমবাপে, লিওনেল মেসি ও মিরোস্লাভ ক্লোসার মতো কিংবদন্তিদের টপকে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে যত রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি বিশ্বকাপই শুরু হয়েছে রেকর্ড গড়ে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৪৮ দল অংশ নিয়েছে। ১৭ দিনে ৭২ ম্যাচ খেলে শেষ হয়েছে গ্রুপ পর্ব। এই সময়ে স্টেডিয়াম ধারণক্ষমতার ৯৯ শতাংশ পূর্ণ ছিল। লিওনেল মেসি হয়েছেন বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা, রেকর্ড হয়েছে আরও। ৭৮ বছর বয়সী কোচ, একজন গোলরক্ষক সেভ করেছেন ১৫টি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো তার ষষ্ঠ বিশ্বকাপে গোল করেছেন। এমন কিছু রেকর্ড দেখে নেওয়া যাক।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গ্রুপ পর্ব : ৪৮ দল অংশ নিয়েছে। ১৭ দিনে খেলা হয়েছে ৭২ ম্যাচ। অথচ এর আগে ৩২ দলের ফরম্যাটে গ্রুপ পর্বের খেলা হয়েছিল ১২ থেকে ১৩ দিনে, ম্যাচ ৪৮টি।

রেকর্ড সংখ্যক দর্শক : ৩২ বছর ধরে অক্ষত ছিল একটি রেকর্ড। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জার্সি বিক্রেতা হিল এখন প্যারাগুয়ের হিরো

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচ শেষে মাঠের মাঝখানেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ৬ ফুট ৬ ইঞ্চির এক দানবীয় গোলকিপার। অথচ কিছুক্ষণ আগেই কাই হাভার্টজ আর নিক ভল্টমেডের মতো বিশ্বমানের জার্মান তারকাদের টাইব্রেকারে রুখে দিয়ে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম বড় রূপকথা লিখেছেন তিনি। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শেষ ১৬-তে প্যারাগুয়ে! আর এই অবিশ্বাস্য মহাকাব্যের নায়ক ২৬ বছর বয়সী ওর্লান্দো দানিয়েল হিল নোলদিন। আজ ফুটবল বিশ্ব যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, মাত্র চার বছর আগের এক ডিসেম্বরের রাতে তার জীবনটা ছিল এক বি-ভীষিকা। ২০২২ সালের শেষের দিকে ক্লাব ফুটবলে হিলের ক্যারিয়ার তখনো অনিশ্চিত। সিনিয়র স্তরে খেলেছেন মোটে দু'টি ম্যাচ। ঠিক তখনই তার প্রিম্যাচিউর (অকালজাত) সন্তান ও স্ত্রী মেলিসা হাসপাতালের আই-সিইউতে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

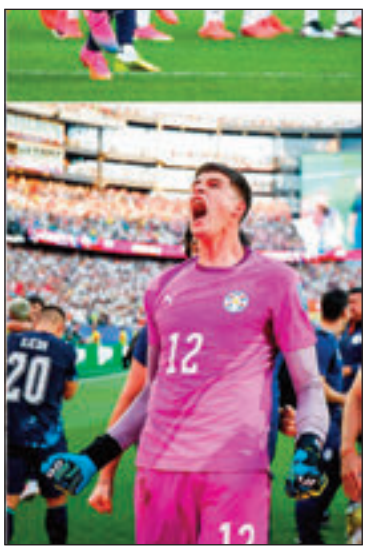

দীর্ঘ ৪০ বছর পর 'অভিশাপ' কাটিয়ে নকআউটে জয় পেল মেক্সিকো

স্পোর্টস ডেস্ক : ঝড়-বৃষ্টির বাগড়া বড্ড ভুগিয়েছে। আজতেকা স্টেডিয়ামে অপেক্ষা ফুরাচ্ছিল না। খেলাও শুরু হলো পাক্কা এক ঘণ্টা পর। কিন্তু ফল নির্ধারণ করতে মেক্সিকো সময় নিলো মোটে ৩১ মিনিট। ইকুয়েডরকে বিদায় করে তাতেই শেষ ষোলোর জায়গাও পাঁকা হয়ে গেছে স্বাগতিকদের। বুধবার (১ জুলাই) দ্য নিউ ওয়ার্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। এবারের বিশ্বকাপের আগে মেক্সিকো সর্বশেষ স্বাগতিক ছিল ১৯৮৬ আসরে। সেবার শেষ ষোলোয় বুলগেরিয়ার বিপক্ষে একই ব্যবধানে (২-০) জিতেছিল মেক্সিকো। এর আগে, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ এবং ২০১৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর প্রতিটি ম্যাচেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। ফলে মাঝের ৪০ বছরে বিশ্বকাপে কখনো নকআউট ম্যাচ জিততে না পারার 'অভিশাপ' এবার কাটালেন রাউল হিমিনেজুহুলিয়ান কিনিয়োনেসরা।

বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম জয়ের খোঁজে ছিল ইকুয়েডরও। কিন্তু মেক্সিকো প্রথমার্ধে ২ গোল করে ইকুয়েডরকে প্রায় 'নকআউট' করে দেয়। পরের অর্ধে সম্পন্ন হয় দক্ষিণ আমেরিকান দলটিকে বিদায় দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা। তবে অবাক করার বিষয় হলো, ম্যাচে ৫৫.৭ শতাংশ বল ইকুয়েডরের দখলেই ছিল। কিন্তু শট নিতে পেরেছে মাত্র ৫টি, এর মধ্যে ১টি পোস্টে। মেক্সিকো সে তুলনায় বেশি কার্যকর ফুটবল খেলেছে। ১৪টি শটের ৩টি পোস্টে রাখতে পেরেছে, এর মধ্য থেকে গোল এসেছে ২টি। প্রথমটি কিনিয়োনেসের। ২২ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে উঠে ডান পায়ের জোরালো শটের দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন মেক্সিকো উইঙ্গার। ৩১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি মেক্সিকোর বহু যুদ্ধের সেনানী রাউল হিমিনেজের। বক্সের ভেতর ঢুকে কিনিয়োনেসের ফিরতি পাস পেয়ে দারুণ শটে গোল করেন এই স্ট্রাইকার। ইকুয়েডর সমর্থকদের কষ্ট আরও বেড়েছে যোগ করা (৯৫ মিনিট) সময়ে। মেক্সিকোর এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় মুখ ঢেকে কথা বলেন ইকুয়েডরের সেন্টারব্যাক পিয়েরো হেনকাপিয়ে। ভিএআরের হস্তক্ষেপে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। এদিকে এদিন মেক্সিকোর জার্সিতে ইতিহাসও গড়েছেন ১৭ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার গিলবার্তো মোরা। তাকে প্রথম একাদশে রেখে মাঠে নামান কোচ। এর মাধ্যমে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে পেলের পর দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলার রেকর্ড গড়েছেন এই তরুণ ফুটবলার। ফলে এই জয়ে শেষ ষোলোতে মেক্সিকো মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের।

হলুদ সমুদ্রে ব্রাজিলের গর্জন

স্পোর্টস ডেস্ক : ইতালি এবার বিশ্বকাপে নেই। আরেক চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে চূড়ান্ত পর্বে সুযোগ পেলেও গ্রুপ খেলেই বিদায়। দুর্ভাগ্য চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিরও। গেল দুই আসরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল। সেই কুফা কাটিয়ে এবার নকআউটে জায়গা পেলেও বেশি দূর এগোতে পারেনি। টপ বক্রিশেই মিশন শেষ। জার্মানির বিদায়ে বিশ্বকাপের সৌন্দর্য কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে গেল। তবে বিশ্বকাপের উন্মাদনা যে এখনই শেষ হয়ে যায়নি ফুটবলপ্রেমীদের ভাগ্য বলতে হয়। এমনি শঙ্কা জেগেছিল হিউস্টন স্টেডিয়ামে। নকআউট পর্বে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল তাদের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল জাপানের বিপক্ষে। এ ম্যাচ ঘিরে কত তর্কবিতর্ক। কেউ বলছিল হলুদ জার্সিধারীরা নিশ্চিত হারবে। কেঁদে নেইমারদের দেশে ফিরতে হবে আরও কত কি? অন্যদিকে ব্রাজিল সমর্থকরাও টেনশনে ছিল কি যেন না ঘটে যায়। গ্রুপের শেষ দুই ম্যাচে ব্রাজিল সহজ জয়ই পেয়েছিল। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে তো সোনালি দিনের দেখা মিলেছিল। ব্রাজিলের ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে সত্যিই ব্রাজিল। ভিনিসাস যেভাবে খেলে দলকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন এক কথায় তা অসাধারণ।

পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ফর্মে ফিরেছে। তারপরও আবার বড় স্বস্তি আগের ম্যাচে দলের প্রাণভোমরা নেইমার জুনিয়ার মাঠে ফিরেছেন। ফল কি হবে তা পরের ব্যাপার। কিন্তু ব্রাজিলের খেলা হবে আর হলুদ উৎসব হবে না। তা কি মানায়। সত্যিই গোটা দুনিয়া যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য হলুদে পরিণত হয়েছিল। যে দিকে থাকায় শুধু হলুদ আর *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

কাঁপন ধরানো ম্যাচে কেইনের জোড়া গোলে শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচের শুরুতেই ব্রায়ান সিপেঙ্গার গোলে পিছিয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধজুড়ে একের পর এক সুযোগ তৈরি করেও সমতায় ফিরতে পারেনি থ্রি লায়নরা। তবে বিরতির পর আক্রমণের ধার বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দারুণ এক প্রত্যাবর্তন করেছে তারা। কেইনের জোড়া গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। আগামী ৬ জুলাই শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ মেক্সিকো। ৭৫তম মিনিটে অ্যাস্থনি গর্ডনের নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে সমতা ফেরান অধিনায়ক হ্যারি কেইন। বাম দিক থেকে অ্যাস্থনি গর্ডনের উঁচু করে বাড়ানো ক্রসে নিখুঁত হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন কেইন। ডিআর কঙ্গোর গোলরক্ষক লিওনেল এমপাসি-এনজাউ বলটি স্পর্শ করলেও সেটি ঠেকাতে ব্যর্থ হন। এই গোলের পর নতুন উদ্যমে জয়সূচক গোলের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে থ্রি লায়ন্সরা।

সমতায় ফেরার পরপরই কৌশলগত পরিবর্তন আনে ডিআর কঙ্গো। ৭৬তম মিনিটে দুটি বদলি করেন কোচ। মাঠ ছাড়েন নোয়া মুকাউ ও প্রথমার্ধে গোল করা বেনি সিপেঙ্গা। তাদের জায়গায় নামানো হয় থিও বংগোন্ডা ও এদো কায়েম্বেকে, যাতে মাঝমাঠ ও আক্রমণে নতুন গতি আনা যায়।

পরে ৮৬তম মিনিটে আবারও জালে বল জড়িয়ে ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি। বক্সের সামান্য বাইরে গর্ডনের কাছ থেকে বল পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন, এরপর ডান পায়ের জোরাল শটে পাঠিয়ে দিয়েছেন জালে। ১৫ মিনিট আগেও ১০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ড এখন ২১ ব্যবধানে এগিয়ে। ১১ মিনিটের মধ্যে দুটি গোলই করেছেন কেইন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

স্টেজে চোখ ধাঁধানো রূপের গোপন রহস্য জানালেন শাকিরা

বিনোদন ডেস্ক : ‘ওয়াকা ওয়াকা’র অবিশ্বাস্য সাফল্যের পর আবারও বিশ্বকাপের সুরে বিশ্ব মাতাতে ফিরলেন কলম্বিয়ান সুপারস্টার পপ তারকা শাকিরা। এবার তার কণ্ঠে সুর মিলিয়েছেন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সং ‘দাই দাই’। উন্মোচনের পর থেকেই গানটি সোশ্যাল মিডিয়ার রিলস ও শর্টসে ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে রয়েছে এবং কোটি ভক্তের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। শাকিরা শুধু তার কণ্ঠের জাদু আর দুর্দান্ত নাচের মুদ্রার জন্যই স্টেজে আলো ছড়ান না; পাশাপাশি তার নিখুঁত ও উজ্জ্বল ত্বকও দর্শকের নজর কাড়ে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে ভক্তরা তার সৌন্দর্যের রহস্য সম্পর্কে জানতে সব সময় আগ্রহী থাকেন। মঞ্চে ওঠার আগে, এই ৪৯ বছর বয়সী কলম্বিয়ান গায়িকা একটি সহজ কিন্তু কার্যকরী রুটিনের মাধ্যমে তার ত্বক প্রস্তুত করেন, যা তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পারফর্ম করার পরেও উজ্জ্বল দেখাতে সহায়তা করে। আর ভালো দিকটি হলো, এগুলোর বেশির ভাগ কাজই নিজে করেন।

স্টেজে ওঠার আগে শাকিরা ত্বকের প্রস্তুতি যেভাবে নেন রেড লাইট থেরাপি এবং লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ এর মাধ্যমে।

শাকিরার একটি গ্ল্যাম টিম থাকলেও তিনি তার ত্বকের যত্নের শুরুর কাজগুলো একাই করতে পছন্দ করেন। প্রথম ধাপের মধ্যে রয়েছে প্রদাহ কমাতে একটি রেড লাইট থেরাপি ডিভাইস ব্যবহার করা। এটি প্রদাহ কমানোর জন্য একটি লেজার বলা চলে। বিষয়টি তিনি একটি টিকটক ভিডিওতে ব্যাখ্যা করেন এবং দেখান কীভাবে মুখে এই ওয়্যারলেস গ্যাজেট ব্যবহার করেন। এরপর তিনি লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজের জন্য একটি ফেশিয়াল গুয়া শা করেন। এই কৌশল তার মুখের ফোলা ভাব কমাতে এবং অতিরিক্ত তরল বের করে দিতে সাহায্য করে। তিনি বরাবরই মাল্টিটাস্কিং করেন। ভোকাল ওয়ার্ম-আপ করার সময়ও এই গুয়া শা টুল ত্বকে ব্যবহার করেন। এতে দুটো কাজই চলে সমানতালে।

নিজের বায়োপিকে অভিনয়ে ফিরবেন পপি

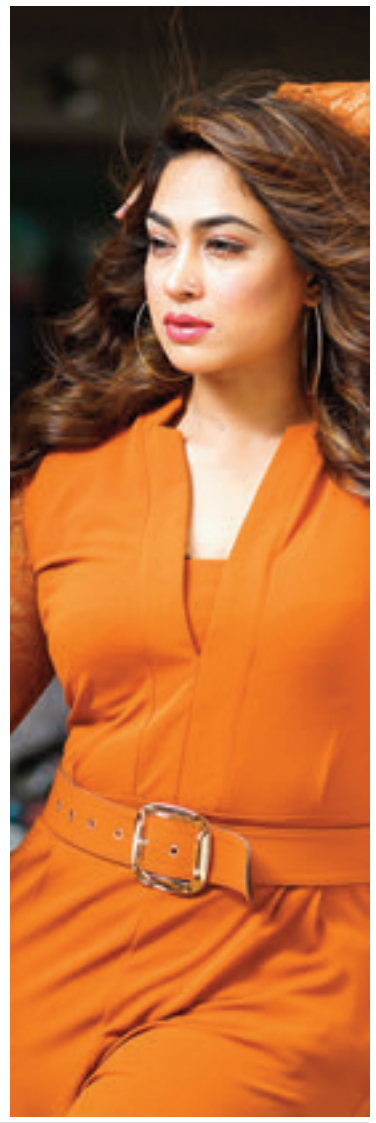

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিকা পারভীন পপি। তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এ অভিনেত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন নিজের জীবনভিত্তিক কোনো মানসম্মত বায়োপিক নির্মিত হলে ওই সিনেমায় অভিনয়ে আগ্রহী তিনি। গুণী নির্মাতা মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত ‘কুলি’ সিনেমাতে চিত্রনায়ক ওমর সানীর বিপরীতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঢাকাই সিনেমায় পা রাখেন পপি। প্রথম সিনেমাতেই তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক অসংখ্য ব্যবসাসফল সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পপি জানান নিজের বায়োপিক সিনেমায় অভিনয়ে আগ্রহী তিনি। চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় না করলেও নিজের জীবন নিয়ে যদি নিখুঁত ও গবেষণানির্ভর কোনো বায়োপিক তৈরি করা হয় তবে ওই সিনেমায় কাজ করতে চান অভিনেত্রী। এ প্রসঙ্গে পপি বলেন, স্বামী ও একমাত্র সন্তান আয়াতকে নিয়ে পারিবারিক জীবনেই সময় দিতে চাই। সুখী দাম্পত্য জীবনই এখন আমার প্রধান অগ্রাধিকার। তাই অসংখ্য কাজের অফার পেলেও তা গ্রহণ করার ইচ্ছা নেই। তবে নিজের জীবন নিয়ে যদি নিখুঁত ও গবেষণানির্ভর কোনো বায়োপিক নির্মাণ করা হয় তাহলে ওই সিনেমায় অভিনয় করতে আমার আপত্তি নেই।

বিবাহিত পুরুষের প্রেমে না জড়ানোর পরামর্শ প্রভার

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিকমাধ্যমে নিয়মিত নিজের নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ভাগ করে নেন অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। এবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি মেয়েদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরামর্শ দিয়েছেন- কোনোভাবেই যেন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে না জড়ায়। প্রভার কথায়, মেয়েরা শোনো, আমার ছোট-বড় প্রত্যেককে একটা অনুরোধ করি, যত কিছুই হোক, কোনোভাবেই একটা বিবাহিত ছেলের প্রেমে পড়া যাবে না। যতই ছেলে বলুক, ‘বউ ভালো না, সমাজের জন্য, সন্তানের জন্য সংসার রাখতে হচ্ছে’; এদের স্ক্রিপ্ট একই। এসব শুনবে না, বিশ্বাসও করবে না। এই অভিনেত্রী বলেন, বিশ্বাস করে যদি এরকম কোনো কিছুতে জড়িত হও, তাহলে সারাজীবন নিজেকে মাফ করতে পারবা না। সুতরাং কখনো কোনো বিবাহিত ছেলের প্রেমে পড়বে না, যতই ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করুক না কেন। প্রভা জানান, তিনি নিজেও কিছুদিন আগে এমনই এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। সেটার উদাহরণ টেনে বলেন, ‘তোমাকে (মেয়েদের) অনেক কথা শুনতে হবে, কিছু দিন আগে আমাকেও শুনতে হয়েছে এরকম কথা; আমার অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে, এরা কী কী বলে। আমি তাকে সোজা বলে দিয়েছি, আপনার যদি ওই সংসারে এত সমস্যা থাকে, ডিভোর্সের প্রসেসিং যদি চলতেই থাকে, তাহলে সেটা আগে শেষ করে আসেন। তারপর ভেবে দেখব, আমরা একে-অন্যের জন্য মানানসই কিনা। এখন সে লোক বলে বেড়ায়, আমি নাকি সাইকো! আই অ্যাম হ্যাপি টু বি আ সাইকো। আই অ্যাম গ্ল্যাড, ওই সংসারে ঢুকিনি। সংসারে অশান্তির অজুহাত দেখিয়ে ওইসব ব্যক্তি মেয়েদের সঙ্গে সখ্য করার চেষ্টা করে বলে মনে করেন প্রভা। সে জন্য এরকম ছেলের সঙ্গে প্রেম তো দূর, বন্ধুত্ব করতেও বারণ করেছেন এই অভিনেত্রী।

হোয়াইট হাউজকে গান ব্যবহার না করার আহ্বান অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডের

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন প্রশাসনের অভিবাসন নীতি প্রচারে নিজের গান ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জনপ্রিয় পপ তারকা অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডে। সম্প্রতি হোয়াইট হাউজের টিকটক অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে তার ২০২৪ সালের গান ‘বাই’ ব্যবহার করা হয়। ভিডিওটিতে আইসিই এজেন্টসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাকে মানুষ গ্রেপ্তার ও হাতকড়া পরাতে দেখা যায়। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘বাই-বাই, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইতিহাসের সবচেয়ে নিরাপদ সীমান্ত নিশ্চিত করেছেন।’

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গ্র্যান্ডে ভিডিওটির মন্তব্য ঘরে লেখেন, ‘দয়া করে আমার সংগীত এই বর্বর, অমানবিক ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ব্যবহার করবেন না।’ পরে ভিডিওটি থেকে গানটির অডিও সরিয়ে ফেলা হয়। গ্র্যান্ডের মন্তব্যের জবাবে হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন বলেন, ‘অপরাধী অবৈধ অভিবাসীরাই প্রকৃতপক্ষে অমানবিক ও জঘন্য কাজের জন্য দায়ী।’ রাজনৈতিক বিষয়ে বরাবরই সরব অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডে চলতি বছরের গোল্ডেন গ্লোবস অনুষ্ঠানে ‘আইচ আউট’ লেখা একটি ব্যাজ পরেছিলেন। এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণায় গান ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবিবিএ, অ্যাডেল ও জন ফগার্টির মতো শিল্পীরাও। সম্প্রতি গায়িকা অলিভিয়া রদ্রিগোও অভিবাসনবিষয়ক একটি সরকারি ভিডিওতে তার গান ব্যবহারের বিরোধিতা করেন।

সিনিয়রদের পর্দা বদলে আদৌ কি খুলছে নতুনদের ভাগ্য?

বিনোদন ডেস্ক : আফরান নিশো, চঞ্চল চৌধুরী, জিয়াউল ফারুক অপূর্ব বা মেহজাবীন চৌধুরীর মতো ছোটপর্দার এক সময়ের একচ্ছত্র রাজারা এখন আর ঈদের গড়পড়তা নাটকে সহজে ধরা দিচ্ছেন না। তাদের পুরো মনোযোগ এখন ওটিটির প্রিমিয়াম কনটেন্ট ও বিগ-বাজেট থিয়েটার রিলিজের দিকে। এই স্টারডম শিফট নিয়ে সিনেমা ও ওটিটির শীর্ষ অভিনেতা আফরান নিশো নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন, ‘শিল্পীর কাজের ক্যানভাস বড় হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। ওটিটি বা সিনেমায় আমরা যে বাজেট, সময় এবং স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্টের সুযোগ পাই, তা এখনকার টেলিভিশনের খণ্ড নাটকে সম্ভব নয়। ১০-১৫টি নাটকে গতানুগতিক কাজ করার চেয়ে একটি মানসম্পন্ন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ করা অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক।

তবে হ্যাঁ, এর ফলে ছোটপর্দায় একটা বড় শূন্যতা তৈরি হয়েছে এবং দর্শকরা টিভি স্ক্রিন থেকে ডিজিটাল স্ক্রিনের দিকে শিফট করছেন।’ তবে এই নতুন মাধ্যমেও নিজের দাপট বজায় রেখেছেন ছোটপর্দার রোমান্টিক কিং জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। নিজের কাজ নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা ওটিটিতে কাজ করছি মানে এই নয় যে, টেলিভিশন নাটককে ছোট করে দেখছি। যুগের প্রয়োজনে যেখানে ভালো বাজেট ও আন্তর্জাতিক মানের গল্প তৈরি হচ্ছে, শিল্পীরা সেখানেই যাবেন। তবে ঈদের নাটকের যে চিরচেনা আমেজ বা ফ্যামিলি অডিয়েন্স, সেটা ওটিটির ক্রাইম-থ্রিলারের ভিড়ে যেন হারিয়ে না যায়, আমাদের সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমি নাটকেও কাজ করছি, আবার ওটিটির বড় প্রজেক্টেও ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছি।’ প্রথমসারির তারকারা ওটিটি ও বড়পর্দায় পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ছোটপর্দার নাটক ও টেলিফিল্মগুলোর হাল ধরার চেষ্টা করছেন এক-ঝাঁক নতুন ও সম্ভাবনাময় তরুণ তারকা। এরইমধ্যে তৌসিফ, জোভান, মুশফিক আর ফারহান, খাইরুল বাসার, সাদিয়া আয়মান, কেয়া পায়েল, তটিনী, নাজনীন নিহা, কিংবা আইশা খানরা দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

গোপনে শিশুর ক্ষতি করছে যে ৫ খাবার

বাংলাদেশ ডেস্ক : শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনে খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক পুষ্টি ভবিষ্যতে তাদের যে রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে তা প্রতিরোধ করতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তবে, আপনি যে খাবারগুলোকে ক্ষতিকারক নয় বা স্বাস্থ্যকর বলে মনে করেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু খাবার নীরবে শিশুর স্বাস্থ্যের করতে পারে। রঙিন প্যাকেজিং এবং আকর্ষণীয় বিপণনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিছু খাবার আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। এখানে পাঁচটি খাবারের তালিকা দেওয়া হলো, যা নীরবে আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে-

ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল এবং পানীয় : হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল সুবিধাজনক, বিশেষ করে যদি আপনার সবকিছু রুটিন অনুযায়ী থাকে। কিন্তু সেই সুবিধা কি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? উজ্জ্বল রঙের এবং মিষ্টি সিরিয়াল ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। কিছু সিরিয়ালে মিষ্টির চেয়ে বেশি চিনি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং শক্তি কমাতে কাজ করে। এতে মেশানো রঙ অন্ত্রের স্বাস্থ্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে, চিনিযুক্ত পানীয় খালি ক্যালোরি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোল্ড ড্রিংকস এবং কৃত্রিম মিষ্টির কোনো পুষ্টিকর উপকারিতা নেই।

স্বাদযুক্ত দই : দই আজ নতুনভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। প্রোটিনের পরিমাণের কারণে স্বাস্থ্যকর হিসাবে বাজারজাত করা স্বাদযুক্ত দই শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ এতে চিনি এবং কৃত্রিম রঙ মেশানো থাকে। বাবা-মায়েরা এই দইকে স্বাস্থ্যকর ভেবে তাদের শিশুকে বেশি বেশি খেতে দেন। শিশুদের অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ স্থূলতা, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং দাঁতের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চিনিযুক্ত দইয়ের বদলে টক দই বেছে নিন। মিষ্টি স্বাদ যোগ করতে মধু এবং বেরি মিশিয়ে খেতে দিতে পারেন।

মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন : আমরা সবাই পপকর্ন পছন্দ করি। শিশুরাও পপকর্ন খেতে পছন্দ করে। তবে দোকান থেকে কেনা এই পপকর্ন শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাতে এমন পদার্থ থাকে যা শরীরের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। অনেক ব্র্যান্ডের ব্যাগের আস্তরণে পলিফ্লুরোঅ্যালকাইল পদার্থ (চখঅঝ) থাকে, যা ফরেভার কেমিক্যাল নামেও পরিচিত। গবেষণায় চখঅঝ-কে বিকাশগত সমস্যা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই শিশুকে বাড়িতে চুলায় তৈরি পপকর্ন খেতে দিন।

প্রক্রিয়াজাত মাংস : প্রক্রিয়াজাত মাংস প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। হট ডগ, ডেলি মিট এবং সসেজ অনেক শিশুরই টিফিনের প্রধান খাবার। কিন্তু এগুলো সোডিয়াম, নাইট্রেট এবং প্রিজারভেটিভের মতো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) প্রক্রিয়াজাত মাংসকে গ্রুপ ১ কার্সিনোজেন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। এই প্রক্রিয়াজাত মাংস নিয়মিত খেলে তা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ সোডিয়ামের মাত্রা শিশুদের রক্তচাপ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ায়।

ডিপ ফ্রাই খাবার : শিশুরা ভাজা সব জিনিসই পছন্দ করে। তবে এধরনের খাবার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। এই ভাজা খাবারে ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, এমনকী শিশুদের ক্ষেত্রেও। ভাজা খাবারে ক্যালোরি বেশি থাকে এবং এর পুষ্টিগুণ কম। এছাড়াও দোকান থেকে কেনা চিকেন নাগেট, ফ্রাই এবং এই জাতীয় রান্নার জন্য প্রস্তুত অন্যান্য স্ন্যাকসে অ্যাডিটিভ থাকে। শিশু যদি ভাজা খাবার পছন্দ করে তাহলে তাজা উপাদান দিয়ে বেকিং বা এয়ার-ফ্রাই করার চেষ্টা করুন।

সকালের নাশতায় যেসব খাবার রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমরা সবাই জানি, সকালের খাবার আমাদের শরীরে শক্তি আনে। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে সকালের নাশতার ঠিক করে দেয়। কিন্তু আপনি জানেন কি? সকালের নাশতা স্বাস্থ্যকর মনে করে খাচ্ছেন, কিন্তু এতে আপনার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে? এ বিষয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সঞ্জয় ভোজরাজ বলেছেন, সকালের কিছু 'হেলদি' খাবার, যেমনড় হোল গ্রেইন টোস্ট, প্যাকেটজাত ওটমিল বা গ্র্যানোলাড়আসলে আমাদের হার্টের জন্য ভালো না-ও হতে পারে। কারণ এসব খাবারে থাকতে পারে লুকানো সোডিয়াম ও পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, যা আপনার অজান্তেই রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আপনি যেসব খাবারকে স্বাস্থ্যকর মনে করছেন, হয়তো সেগুলোই বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনার বিপদ। ডা. ভোজরাজ বলেন, প্যাকেটে হোল গ্রেন, লো ফ্যাট বা হার্ট হেলদি লেখা থাকলেই সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। এসব খাবারেই লুকিয়ে আছে অতিরিক্ত লবণ (সোডিয়াম) কিংবা এমন কার্বোহাইড্রেট, যা দ্রুত রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন, সকালে এ ধরনের খাবার খেয়ে আপনি নিজের অজান্তেই আপনার ইনসুলিন ও রক্তচাপ বাড়িয়ে ফেলছেন।

এবার জেনে নিন কেন এসব খাবার ক্ষতিকর?

১. লুকানো সোডিয়াম শরীরে পানি ধরে রাখে। সে কারণে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।
২. পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, যা আপনার ইনসুলিন ও স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়। আর এই দুইয়ের মিশ্রণে দেখা যায়, আপনার শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং হার্টের ওপর চাপ ফেলে। আর নিয়মিত এমন খাবার খাওয়া হার্টের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ডা. ভোজরাজ।

এখন জেনে নিন সকালের জন্য উপযুক্ত কোন খাবার?

সকালের উপযুক্ত খাবার নির্বাচন করলেই আপনি সকালে ভালোভাবে দিন শুরু করতে পারবেন। খাবার এমন হওয়া উচিত, যা রক্তে শর্করার ভারসাম্য রাখে। প্রদাহ কমিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। যেমনড় ঘরে তৈরি ওটস বা দুধ-চিড়া, ডিম ও সবজি দিয়ে অমলেট, ফল ও বাদাম বা পানির সঙ্গে একটি লেবু বা সামান্য আদা।

'হেলদি' শব্দটা দেখে নয়, উপাদান দেখে খাবার নির্বাচন করুন। অনেক খাবারে 'হেলদি' লেখা থাকলেও আসল উপাদান দেখে না খেলে তা হতে পারে আপনার শরীরের জন্য বিপদ। তাই নাশতার সময় আরেকটু সচেতন হোন। দিন শুরু হোক এমন খাবার দিয়ে, যেটা সত্যিই আপনার শরীর ও হার্টকে সুস্থ রাখবে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায়
এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী

এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0112
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেস গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

চব্বিশের মানবতাবিরোধী অপরাধ

হাসানুল হক ইনুর ১০ বছর কারাদণ্ড

ঢাকা : চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাঁকে পৃথক দুই অভিযোগে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ অর্থদণ্ড হিসেবে দিতে বলা হয়েছে রায়ে। বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-২ এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। মামলার একমাত্র আসামি ইনুর বিরুদ্ধে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শ্রমিক আশরাফুল ইসলাম, সুরুজ আলী বাবু, শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মুস্তাকিন, উসামা, ব্যবসায়ী বাবলু ফরাজী, চাকরিজীবী ইউসুফ শেখকে হত্যাসহ অভ্যুত্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে উসকানি, ষড়যন্ত্র, আন্দোলনকারীদের ওপর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার, নিপীড়নমূলক কৌশলে সমর্থনসহ মানবতাবিরোধী

অপরাধের আট অভিযোগ আনা হয়েছিল। এর মধ্যে তাঁকে তিনটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে বাকি পাঁচ অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার আগে ইনুকে ট্রাইব্যুনালে তোলা হয়। রায় ঘোষণা শেষ হলে তিনি হেসে ওঠেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

রায় ঘোষণার সময় ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম, গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম, বি এম সুলতান মাহমুদসহ অন্যান্য প্রসিকিউটর ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা। হাসানুল হক ইনুর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী। ৩০ বছর সাজা হলেও ইনুকে খাটতে হবে ১০ বছর : মামলার ৩ নম্বর অভিযোগের কথা উল্লেখ করে রায়ে ট্রাইব্যুনাল বলেন, 'এই অভিযোগের সাক্ষী রাইসুল হকসহ অন্য ভুক্তভোগীদের গুরুতর আহত তথা নির্যাতন, রাজনৈতিক নিপীড়ন করার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর ৩(২) (ক) (জ), ৪(১) ৪(২), ২০(২) ও ২০(ক) ধারায় আসামি হাসানুল হক ইনুকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো।' এ ছাড়া ষড়যন্ত্র, সংঘটিত অপরাধে প্ররোচনা ও সহযোগিতার দায়ে ৬, ৭ নম্বর অভিযোগে ১ লাখ করে মোট ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণসহ ১০ বছর করে মোট ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১, ২, ৪, ৫ ও ৮ নম্বর অভিযোগ থেকে ইনুকে খালাস দেওয়ার কথা উল্লেখ করে রায়ে বলা হয়, 'আসামির বিরুদ্ধে আরোপিত সব সাজা যুগপৎভাবে (একসঙ্গে) চলবে।' ফলে তিনটি অভিযোগে ১০ বছর করে মোট ৩০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হলেও ইনুকে ১০ বছর সাজা খাটতে হবে।

এটা প্রহসনের বিচার-ইনু : রায় ঘোষণা শেষে ট্রাইব্যুনালের এজলাস থেকে নামিয়ে সেলে নিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের দেখে গলার স্বর চড়িয়ে কথা বলতে শোনা যায় জাসদ সভাপতিকে। তিনি বলছিলেন, '১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান সাজা দিয়েছিল, আজ তাঁর ছেলে সাজা দিল। প্রহসনের আদালতে তারেক জিয়ার ফরমায়েশি রায়। এটা প্রহসনের বিচার।' এরপর তিনি এও বলেন, 'যাক, বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি হলো।' যে তিন অভিযোগে সাজা : তৃতীয় অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০ জুলাই দুপুরে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপারকে ফোন দিয়ে আন্দোলনকারীদের ভিডিও দেখে শনাক্ত করে আন্দোলন দমন ও আন্দোলনকারীদের আটক, নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশ দেন ইনু। ষষ্ঠ অভিযোগে বলা হয়েছে, আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য ২০২৪ সালের ২৯ জুলাই ১৪-দলীয় জোটের সভায় উপস্থিত থেকে আন্দোলনকারীদের জামায়াত, সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক ট্যাগ দেন। একই সভায় জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তিনি মূলত আন্দোলনকারীদের ওপর চালানো হত্যাকাণ্ড-নির্যাতনের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর দোষী সাব্যস্ত করা সপ্তম অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বিকালে আন্দোলনকারীদের জঙ্গি তকমা দিয়ে কারফিউ জারির মাধ্যমে গুলিবর্ষণের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে অধস্তনদের নির্দেশনা দেওয়া।

এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই, আপিল করা হবে-চিফ প্রসিকিউটর : রায়ের পর সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। যে তিনটি অভিযোগে ১০ বছর করে তাঁকে সাজা দেওয়া হয়েছে, সেই সাজা বাড়াতে এবং যেসব অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে, সেই খালাসের বিরুদ্ধে আমরা আপিল করব।'

নিকৃষ্টতম অবিচার-ইনুর স্ত্রী : রায়ের পর সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন দণ্ডিত হাসানুল হক ইনুর স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য আফরোজা হক রীনা। ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা মনে করি আইনের নিকৃষ্টতম অপব্যবহার এবং নিকৃষ্টতম অবিচার। আমরা এ রায় প্রত্যাখ্যান করি। এটি একটি ফরমায়েশি রায়। মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে মতবাদ, সেই মতবাদের প্রতিফলন এ রায়ের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। এ মতবাদের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সাল থেকে আমাদের যুদ্ধ। আইনজীবী এবং দলের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

মামলার বৃত্তান্ত : গত বছর ২৫ মার্চ এ মামলার তদন্ত শুরু হয়। সাড়ে পাঁচ মাস তদন্তের পর ১১ সেপ্টেম্বর চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। যাচাইবাছাইয়ের পর ২৫ সেপ্টেম্বর 'আনুষ্ঠানিক অভিযোগ' হিসেবে তা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হয়। ওই দিনই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। পরে অভিযোগ গঠন নিয়ে শুনানি শুরু হয়। গত বছর ২ নভেম্বর ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। অভিযোগ গঠনের পর ৩০ নভেম্বর মামলার সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করে প্রসিকিউশন। ১ ডিসেম্বর শুরু হয় সাক্ষ্য গ্রহণ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তাসহ ১০ জন সাক্ষী এ মামলায় সাক্ষ্য দেন। আসামির পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেন দুজন। ১৩ এপ্রিল থেকে বিচারের তৃতীয় ধাপ। এদিন শুরু হয় যুক্তিতর্ক। তা শেষ হয় ১৪ মে। এদিন প্রসিকিউশন ও আসামিপক্ষের চূড়ান্ত যুক্তিতর্ক শেষ হলে মামলার রায় ঘোষণা অপেক্ষমাণ রাখেন ট্রাইব্যুনাল। ২২ জুন মামলাটি ফের ট্রাইব্যুনালের কার্যতালিকায় তোলা হয়। সেদিন আদালত ৩০ জুন রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য করে দেন। সে অনুযায়ী রায় ঘোষণা করলেন ট্রাইব্যুনাল। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ছয়টি মামলার রায় ঘোষণা করা হলো। এর আগে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচ মামলার রায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৬ আগস্ট রাজধানীর উত্তরা থেকে হাসানুল হক ইনুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই থেকে তিনি কারাগারে আছেন।

হাসিনার বক্তব্য প্রচার নিষেধ
গণমাধ্যমকে আদালতের নির্দেশনা মানতে হবে

ঢাকা : দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষেধ এবং এ সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশনা দেশের গণমাধ্যমগুলোকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কিছু গণমাধ্যমে তার বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে, যা একেবারেই অনুচিত। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার না করার বিষয়ে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, কিছু গণমাধ্যম সম্প্রতি তার বক্তব্য প্রচার করছে, এর মানে তারা আদালতের নির্দেশনা মানছেন না। তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা প্রাথমিকভাবে তাদের এই কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। আমরা এখনই খুব কঠোর কোনো অবস্থানে যাচ্ছি না, তবে গণমাধ্যমগুলোকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, আমাদের মিডিয়াগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। তবে আদালতের নির্দেশনা অমান্য করার এই ধারা চলতে থাকলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে আইনগত করণীয় ঠিক করা হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সরকারের নীতি প্রসঙ্গে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সবসময় গণমাধ্যমকে তার বন্ধু মনে করে। গণমাধ্যমের সমালোচনা ও জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সরকার যেকোনো সিদ্ধান্ত পরিমার্জন বা পরিবর্তন করে থাকে। সামপ্রতিক বাজেট ও ব্যাংকিং খাতের কিছু বিষয়ে সমালোচনার পর সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সরকার সবসময় গণমাধ্যমের সঙ্গে এই দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ রয়েছে। যতদিন আদালত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিচ্ছেন, ততদিন আওয়ামী লীগ 'রিফর্মড' বা অন্য যেকোনো নামেই আসুক না কেন, তাদের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। ব্রিফিংয়ে তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

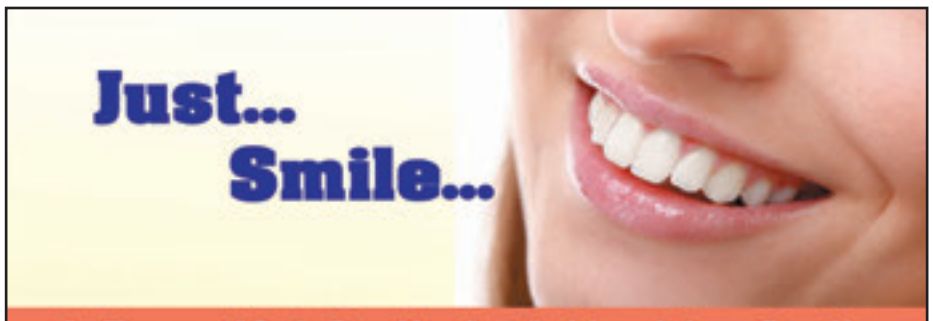

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

দেশের রাজনৈতিক পালাবদল দুই বছরে তিন আমল

ঢাকা : গত দুই বছরেরও কম সময়ে দেশ প্রত্যক্ষ করেছে তিনটি ভিন্ন শাসনপর্ব-আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ অধ্যায়, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারকাল এবং নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিএনপি সরকারের নতুন যাত্রা। ইতিহাসের বিচারে এমন দ্রুত রাজনৈতিক রূপান্তর বাংলাদেশের জন্য বিরল অভিজ্ঞতা। এই রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রপাত ২০২৪ সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। সেই আন্দোলনেরও ছিল এক প্রেক্ষাপট। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূনর্বহালের এক রায়কে ঘিরে জুলাইয়ের এক তারিখে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন সাড়ে ১৫ বছরের জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা এক সরকারের পতন ঘটিয়ে দেয়। তবে এই পরিবর্তন খুব সহজ ছিল না। ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর ফলে সাধারণ জনগণ এই আন্দোলনে এসে শরিক হয়। অনেক রক্তক্ষয় আর হতাহতের মধ্যে দিয়ে তীব্র আন্দোলনের মুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় স্বৈরাচারী সরকার ও তার দোসররা। ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করা আওয়ামী লীগ সরকার একটানা চার বার ক্ষমতা আসলেও শেষটা তার ভালো হলো না। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা বসার সাত মাসের মাথায় ৫ আগস্ট দেশ ছাড়তে হয় তৎকালীন সরকারপ্রধান শেখ হাসিনাকে। তিনটা দিন দেশ চলে কোনো সরকার ছাড়াই। ৮ আগস্ট ছাত্রদের আহ্বানে দেশে ফিরে ক্ষমতা মসনদে বসেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছাত্রপ্রতিনিধি ও দেশের প্রবীন এক ঝাঁক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠন করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। 'রাষ্ট্র মেরামতের' প্রত্যয় ও জুলাই আন্দোলনের চেতনাকে সামনে রেখে সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয় সেই সরকারের পথ চলা। তবে নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতিতে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। রাজপথে একের পর এক আন্দোলন, শিল্পখাতে বিনিয়োগের স্থবিরতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্যের ঘাটতিসহ বিভিন্ন কারণে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য নির্বাচনের আলোচনা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। চূড়ান্ত সংস্কারের অভাবে কিছুটা দেরি হলেও ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এসে নির্বাচনের পথে পা বাড়ায় অন্তবর্তী সরকার। ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একই সঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। আর এত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ২০ বছর পর ক্ষমতায় আসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।

জুলাই আন্দোলনে সরকার পতন : তবে রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই- আগস্টের আন্দোলনের সেই দৃশ্য এখনও অনেকের স্মৃতিতে অম্লান। রাজধানীর রাজপথে ছাত্র-জনতার ঢল, দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বিস্ফোরণ এবং পরিবর্তনের দাবিতে উত্তাল জনসমুদ্র যেন এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিচ্ছিল। বছরের পর বছর ধরে ভোট-াধিকার সংকট, বিরোধী মতের ওপর দমন-পীড়ন, গুম-খুনের অভিযোগ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, আর্থিক খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। সেই ক্ষোভই শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। টানা ৩৬দিনের আন্দোলনে ক্ষমতা ছাড়তে হয় আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যায় : সরকার পতনের পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিলড়এরপর কী? রাজনৈতিক শূন্যতা, প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক উদ্বেগের মধ্যেই দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন

অন্তর্বর্তী সরকার। সে সময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে জনগণের প্রত্যাশা ছিল রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় দেড় বছরের শাসনামলে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জোরদারের প্রচেষ্টা, দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার আলোচনা জনপরিসরে গুরুত্ব পায়। যদিও সব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্য আসেনি, তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল-বাংলাদেশ আবার ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে ফিরছে। দীর্ঘদিন পর সাধারণ মানুষের আলোচনায় ফিরে আসে ভোটের মূল্য এবং জনমতের সরকার। সেই প্রত্যাশার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে। ভোটকেন্দ্রে দীর্ঘ সারি, তরুণ ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং ভোটগ্রহণ শেষে ফলাফলের জন্য সাধারণ মানুষের আগ্রহ অনেককে অতীতের প্রাণবন্ত নির্বাচনের স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করে এবং তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটি কেবল একটি সরকার পরিবর্তন ছিল না; বরং দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতার পর সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ধারায় ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়ার জীবনাবসান : দীর্ঘ ১৭ বছরের বেশি সময় লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটানোর পরও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের দেশে ফেরা হবে কি না, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় তা নিয়েও সংসয় দেখা দিচ্ছিল রাজনৈতিক এই দলটির নেতাকর্মীদের মধ্যে। এমন কি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ্য হয়ে পড়লেও তারেক রহমানের দেশে ফেরার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অনেক বছর পর চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান বিএনপির তৎকালীন চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তবে দেশে ফিরে আসার পর ২০২৫ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে অনেকটা অসুস্থ্য হয়ে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া। এখানেই কাটে তার শেষ দিনগুলো।

দেশে ফেরার মাত্র ৫৫ দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী : এর মধ্যে সকল বাধা কাটিয়ে ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসেন তারেক রহমান। তাকে এক নজর দেখতে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে কুড়িল সংলগ্ন তিনশ ফুটের রাস্তা পরিণত হয় এক বিশাল জনসমুদ্রে। সেখানেই তার জন্য তৈরি করা হয় মঞ্চ। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে দেশবাসীকে তার পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান।' বক্তব্যের শেষে আবার বলেন, 'উই হ্যাভ এ প্ল্যান, ফর দ্য পিপল, ফর দ্য কান্ট্রি।' অবশ্য এর কয়েকদিনের মাথায় ৩০ ডিসেম্বর জীবনাবসান ঘটে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার। ৩১ ডিসেম্বর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে পরম যত্নে তাকে দাফন করা হয়। এর মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে দ্বাদশ নির্বাচনের প্রস্তুতি। রাজ-সিক প্রত্যাবর্তনের পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এখন দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশে ফেরার মাত্র ৫৫ দিনে বাংলাদেশের রাজনীতির সমীকরণ বদলে দেন তিনি।

তিন সরকারের শপথ পড়িয়েছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধানমন্ত্রী এবং তার নতুন মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত এই নতুন মন্ত্রিসভায় সর্বমোট ৪৯ জন সদস্য ছিলেন। গত দুই বছরে যে সরকারগুলো গঠিত হয়েছে অর্থাৎ তিনটি শাসনপর্বে সবগুলোর প্রতিনি-ধিরাই রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছেই শপথ গ্রহণ করেছেন। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ মোট ১৪ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। বঙ্গভবনে তাদের সকলকেই শপথবাক্য পাঠ করার রাষ্ট্রপতি। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভারও শপথ পড়িয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবু-দ্দিন। তবে এর মাত্র কয়েক মাস পর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। ২০২৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে এখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তারেক রহমান। নতুন সরকার কিছু পদক্ষেপ দ্রুত জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের তুলনামূলক সাদামাটা জীবন-যাপন, সরকারি ব্যয়ে সংযম, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং সময়ানুবর্তিতার ওপর জোর সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সহায়তা এবং কৃষক কার্ডের মাধ্যমে কৃষি খাতে সরাসরি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পররাষ্ট্রনীতিতেও নতুন সরকারের অবস্থান বিশেষভাবে আলোচিত। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কৌশল এবং সীমান্ত ইস্যুতে দৃঢ় অবস্থান জনগণের একটি বড় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। একই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাও সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। শেষ কথা, বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সরকার পরিবর্তন নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন। কারণ জনগণ আর শুধু নতুন মুখ চায় না; তারা চায় নতুন ধারা। এমন একটি বাংলাদেশ, যেখানে ভোট হবে উৎসব, বিরোধিতা হবে অধিকার, রাষ্ট্র হবে সবার এবং ক্ষমতা হবে জনগণের অর্পিত আমানত।

দেশে আরও নতুন ৩ উপজেলা ও ১ থানার অনুমোদন

ঢাকা : নতুন তিনটি উপজেলা এবং একটি নতুন থানা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)। নতুন উপজেলা তিনটি হলোড়চট্টগ্রামের 'ফটিকছড়ি উত্তর', কুমিল্লার 'বাঙ্গরা' এবং ময়মনসিংহের 'দক্ষিণ গফরগাঁও।' এ ছাড়া চট্টগ্রামের হাটহ-াজারী থানাকে বিভক্ত করে 'হালদা' নামে একটি নতুন থানা গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভা কক্ষে নিকারএর ১২১তম বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। নিকার প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠন করা হয়েছে নতুন 'ফটিকছড়ি উত্তর' উপজেলা। কুমিল্লা জেলার বর্তমান মুরাদনগর উপজেলাকে বিভক্ত করে গঠন করা হয়েছে 'বাঙ্গরা' উপজেলা। আর ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয়েছে 'দক্ষিণ গফরগাঁও' উপজেলা। এ ছাড়া প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) আওতাধীন 'পূর্বাঞ্চল নতুন শহর প্রকল্প' এলাকার নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা প্রকল্পের অংশগুলোকে ঢাকার অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিকার এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনড়স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ ও নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আবদুস সাত্তারসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবেরা।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

চট্টগ্রাম-৪ সংসদ নির্বাচন : ঋণ খেলাপের দায়ে আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বাতিল

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিকীর আপিল মঞ্জুর করেছেন সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ রায় দেন। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা জানান, প্রার্থী হিসেবে আসলাম চৌধুরী অযোগ্য হওয়ায় রায়ে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আসনটিতে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত আসলাম চৌধুরীকে হারাল বিএনপি। আদালতে জামায়াতের প্রার্থীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন ও যায়েদ বিন আমজাদ। আসলাম চৌধুরীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন ও মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী রোকন উদ্দিন মো. ফারুক। এ ছাড়া ব্যাংক এশিয়ার পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কামাল উল আলম এবং যমুনা ব্যাংকের পক্ষে আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির শুনানি করেন। রায়ের পর আইনজীবী শিশির মনির সাংবাদিকদের বলেন, 'এই রায়ের মাধ্যমে ঋণখেলাপি হিসেবে নির্বাচনে আসলাম চৌধুরীর অংশগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রার্থী হিসেবে ডিসকোয়ালিফাইড (অযোগ্য) হলেন।'

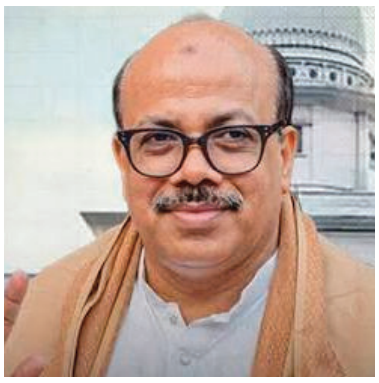

ওই আসনে এখন কী হবে, সে বিষয়ে এই আইনজীবী বলেন, 'সাধারণ নিয়ম হচ্ছে কোনো আসনে প্রথম ব্যক্তি (যিনি সর্বোচ্চ ভোট পান) ডিসকোয়ালিফাইড হলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া ব্যক্তিকে নির্বাচিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর বাইরেও আপিল বিভাগ বিশেষ কোনো নির্দেশনা দেন কি না, তা পূর্ণাঙ্গ রায় পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।' আপিল বিভাগের এ রায়কে নজিরবিহীন উল্লেখ করে শিশির মনির বলেন, 'এ রায় একটি নজির হয়ে থাকবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই রায় একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।'

গত ৩ জানুয়ারি আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। পরে তাঁর বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির অভিযোগ এনে ইসিতে আপিল করেন একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিকী ও দুইটি ব্যাংক। শুনানি নিয়ে ১৮ জানুয়ারি আপিল খারিজ করে দেয় ইসি। ফলে আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল থাকে। পরে ইসির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আনোয়ার সিদ্দিকী ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে পৃথক রিট আবেদন করা হয়। শুনানির পর ২৭ জানুয়ারি হাই কোর্ট রিট খারিজ করে দেন। ফলে আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা আবারও বহাল থাকে। হাই কোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি চেয়ে (লিভ টু আপিল) আবেদন করেন আনোয়ার সিদ্দিকী। নির্বাচনের আগে ৩ ফেব্রুয়ারি সেই আবেদন মঞ্জুর করে আনোয়র সিদ্দিকীকে আপিল করার অনুমতি দেন আপিল বিভাগ। আদেশে বলা হয়, আসলাম চৌধুরী নির্বাচনে জয়লাভ করলেও আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত থাকবে। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে নির্বাচন হয়। সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ মেনে ইসি আসলাম চৌধুরীর ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখে। তবে বেসরকারি ঘোষণায় আসলাম চৌধুরী ১ লাখ ৪২ হাজার ৬৭৪ ভোট পেয়েছেন বলে জানা যায়। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিকী পান ৮৯ হাজার ২৬৮ ভোট। নির্বাচনের পর ৩১ মার্চ আনোয়ার সিদ্দিকী আপিল করেন। অন্যদিকে হাই কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি একটি লিভ টু আপিল (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। যমুনা ব্যাংক পিএলসিও হাই কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে একটি আবেদন করে। এসব আপিল ও আবেদনে শুনানির এক পর্যায়ে ১০ জুন আপিল বিভাগ দুইজন অ্যামিচি কিউরি (আইনি মতামতদানকারী) হিসেবে নিয়োগ দেন। তাঁরা হলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম কামরুল হক সিদ্দিকী ও প্রবীর নিয়োগী। ১৫ জুন তাঁরা আদালতে মতামত দেন। ওই দিনই আদালত ৩০ জুন রায় ঘোষণার জন্য রেখেছিলেন। এদিকে চট্টগ্রাম-৪ আসন নিয়ে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

গণভোটের রায় বাস্তবায়নে চাপ বাড়াতে চায় ১১ দলীয় ঐক্য

ঢাকা : জুলাই বিপ্লবের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে ফের সোচ্চার হচ্ছে জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় ঐক্য। বুধবার থেকে ঘোষিত সভা-সমাবেশ, মতবিনিময়, দোয়া মাহফিলসহ নানা কর্মসূচি নিয়ে একটানা ৩৬ দিন মাঠে থাকবে জোটটি। এছাড়া আলাদাভাবেও ব্যাপক কর্মসূচি পালন করবে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) শরিক দলগুলো। ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোও সক্রিয় থাকবে মাঠে। ইসলামী ছাত্রশিবির ইতোমধ্যে ৩৬ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে জাগ্রত করা, গণহত্যার বিচার এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোটের রায় কার্যকরে সরকারকে চাপ বাড়াতে চায় তারা। এমনকি জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করতে প্রয়োজনে আরো কঠোর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ১১ দলীয় ঐক্য। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমাদের মূল টার্গেট জুলাই সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়ন। এজন্য ১১ দলীয় ঐক্যের পাশাপাশি জামায়াতের পক্ষ থেকেও কর্মসূচি দিয়ে আমাদের দাবিকে জোরদার ও সরকারকে চাপ সৃষ্টি করা হবে। অন্য দলগুলোও জোটের পাশাপাশি আলাদা কর্মসূচি পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১১ দলীয় ঐক্যের ৩৬ দিনের কর্মসূচি শুরু : গত ২৫ জুন লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলন করে ৩৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে ১১দলীয় ঐক্য। লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ এই ঘোষণা দেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-১ থেকে ১৫ জুলাই গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে সব জেলা ও মহ-ানগরীতে সেমিনার, ৬ জুলাই জাতীয় সংসদের সামনে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে মানববন্ধন এবং স্পিকারকে স্মারকলিপি পেশ, ৮ জুলাই রাজধানীতে জাতীয় সেমিনার, ২০ জুলাই নারীদের অংশগ্রহণে রাজধানীতে আলোচনা সভা, ২৩ থেকে ২৫ জুলাই চিত্রপ্রদর্শনী, ৩১ জুলাই সারা দেশের মসজিদগুলোতে দোয়া ও অন্যান্য ধর্মমতের অনুসারীদের নিজ নিজ উপাসনালয়ে প্রার্থনা এবং ৫ আগস্ট রাজধানীসহ সারা দেশে উপজেলা পর্যন্ত সমাবেশ। এ ছাড়া রাজধানীসহ সারা দেশে জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিবিজড়িত ঘটনাস্থলে স্মৃতিচারণামূলক সমাবেশ এবং সারা দেশে গ্রাফিতি অঙ্কন করবে ১১ দল। এর পাশাপাশি আগের ঘোষণা অনুযায়ী চলমান বিভাগীয় সমাবেশও অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১১ জুলাই রংপুর, ১৮ জুলাই বরিশাল ও ২৫ জুলাই সিলেটে সমাবেশ করবে জোটটি। এছাড়া পূর্বঘোষিত ৪ জুলাইয়ে রাজধানী বাদে সারা দেশে গণমিছিল হবে।

জামায়াতের মাসব্যাপী কর্মসূচি : জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পর-ওয়ার। তিনি বলেন, গণভোটের গণরায় ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, জুলাইয়ের খুনি ও মানবতাবিরোধী অপর-াধীদের বিচার ত্বরান্বিত করা এবং শহীদ ওসমান বিন হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে ৫ আগস্ট পর্যন্ত এসব কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়া ১১ দলীয় ঐক্য ঘোষিত কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। সংবাদ সম্মেলন ও জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জামায়াতের কর্মসূচি শুরু হয়। অন্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছেড়২ থেকে ৯ জুলাই রাজধানীতে জুলাই শহীদ, আহত ও পঙ্গু পরিবারের সঙ্গে মতবিনিময়, জুলাই স্মৃতি-বজড়িত স্থানে স্মৃতিচারণ, আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান; ১৬ জুলাই 'জুলাই শহীদ দিবস'উপলক্ষে ঢাকার দুই মহানগরের উদ্যোগে আলোচনা সভা; ১৮ থেকে ৩১ জুলাই সারা দেশে জুলাই শহীদ, আহত ও পঙ্গু পরিবারের সঙ্গে মতবিনিময়, জুলাই স্মৃতিবিজড়িত স্থানে স্মৃতিচারণ, আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান। এছাড়া ১ আগস্ট সারা দেশে গণমিছিল (মহানগর, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে), ২ থেকে ৪ আগস্ট শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে কর্মসূচি পালন এবং ৫ আগস্ট 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস' উপলক্ষে ১১ দলের উদ্যোগে রাজধানীসহ দেশের জেলা, মহানগর ও উপজেলায় সমাবেশ ও মিছিলে ১১ দলের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ও অংশগ্রহণ করবে জামায়াত। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের কথা বলে বিএনপি সরকার জাতির সঙ্গে প্রতারণা করছে। আসলে তারা মৌলিক ১০টি বিষয়ে দেয়া নোট অব ডিসেন্টের বিষয়গুলো বাদ দিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিল আনতে চান। অথচ গণভোটে প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ 'হ্যাঁ' এর পক্ষে ভোট দিয়ে নোটঅব ডিসেন্ট খারিজ করে দিয়েছে। তাই জনগণকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তিতে না ফেলে গণভোটের রায় বাস্তবায়নের জন্য বিএনপি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

৩৬ দিনের কর্মসূচি এনসিপির : জুলাই বিপ্লব স্মরণে 'দেশ গড়তে জুলাই জাগরণ'শীর্ষক ৩৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) । গত সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। বুধবার রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে ৫ আগস্ট বিজয় উল্লাসের মধ্য শেষ হবে ৩৬ দিনের এ কর্মসূচি। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, হাজারো শহীদের আত্মত্যাগ এবং ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অর্জিত নতুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ইতিহাসে জুলাই একটি অনন্য অধ্যায়। এই ঐতিহাসিক মাসকে যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ এবং গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা নতুন প্রজন্ম ও দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মাসব্যাপী এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১ জুলাই রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে কবর জিয়ারত, ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর সংহতি সভা এবং উপজেলা পর্যায়ে মাসব্যাপী পদযাত্রার রোডম্যাপ ঘোষণা; ২ থেকে ৮ জুলাই দেশব্যাপী গ্রাফিতি, দেয়াল লিখন ও ব্যানার-ফেস্টুনের মাধ্যমে 'জুলাই জাগরণ'কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়া ফুটবল টুর্নামেন্ট, নারী সমাবেশ, কৃষকদের প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা, কফিন মিছিল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্যান্স ডেসহ উত্তরার রক্তাক্ত জুলাই, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদান, আহতদের স্মৃতিচারণ, যুব কনভেনশন, শ্রমিক সমাবেশসহ মাসজুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করা হবে। পাশাপাশি এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে প্রবাসেও মাসব্যাপী কর্মসূচি চলবে। দলটির নেতারা জানান, মাসব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে শহীদদের অবদান স্মরণ, গণঅভ্যুত্থানের চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দেশ গঠনের অঙ্গীকার আরো সুদৃঢ় করাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

ঢাকা মহানগর জামায়াতের কর্মসূচি : ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে মাসব্যাপী আলাদা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল এমপির উপস্থিতিতে সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এমপি এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাদের কর্মসূচিতে রয়েছে-আহত ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের জন্য দোয়া, আলোচনা সভা; শহীদদের কবর জিয়ারত; শহীদ পরিবার ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ; জুলাই বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ও গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, শহীদ আবু সাঈদের স্মরণে আলোচনা সভা; ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ, মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তদান কর্মসূচি; মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দোয়া অনুষ্ঠান। এছাড়া শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা; শাহাদাতবরণের স্পটভিত্তিক সমাবেশ এবং আগস্টে গণমি-ছিল হবে । কালচারাল বিভাগের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী নাট্য উৎসব ও প্রচার বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হবে জুলাই বিপ্লবের বুলেটিন। এর আগে ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের পক্ষ থেকে শাখা আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন কর্মসূচি ঘোষণা দেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-জুলাই গ্রাফিতি অঙ্কন; শহীদ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভা; শাহাদাতের ঘটনাস্থলভিত্তিক আলোচনা সভা ও চিত্র প্রদর্শনী; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানকে স্মরণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সমাবেশ; দোয়া মাহফিল; ওলামা, শ্রমিক ও মহিলা সমাবেশ এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে রাজধানীতে ঐতিহাসিক গণমিছিল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইনশা আল্লাহ। আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কানিংহ্যাম পার্কে রেজিলিয়েন্স ইয়ুথ ওয়াক অ্যান্ড রান

নিউইয়র্ক : রেজিলিয়েন্স ইউএসএ ফাউন্ডেশন ইনক. ২৮ জুন রোববার কানিংহ্যাম পার্কের ইউনিয়ন টার্নপাইক প্রবেশপথে আয়োজন করে 'রেজিলিয়েন্স ইয়ুথ ওয়াক অ্যান্ড রান ২০২৬'। অনুষ্ঠানে অংশ নেন পরিবার, তরুণ অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। বিনামূল্যের এই যুবস্বাস্থ্য ও কমিউনিটি-বিল্ডিং অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, যুব নেতৃত্ব, সহমর্মিতা, দয়া, মাদকমুক্ত জীবন এবং পরিবারভিত্তিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। সকাল শুরু হয় রেজিস্ট্রেশন, স্বাগত বক্তব্য, কমিউনিটি স্বীকৃতি, ওয়ার্ম-আপ কার্যক্রম, যুব হাঁটা ও দৌড় এবং শেষে মেডেল ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রতিটি নিবন্ধিত তরুণ অংশগ্রহণকারীকে বিজয়ী হিসেবে সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রেজিলিয়েন্স ইউএসএ ফাউন্ডেশন ইনক.-এর ডিস্টিংগুইশড বোর্ড চেয়ারম্যান ও স্ট্র্যাটেজিক লিড আফতাব উদ্দিন মান্নান। তিনি পরিবারগুলোকে স্বাগত জানান এবং কমিউনিটিকে ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, উন্নয়ন ও ঐক্যবদ্ধ করার ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য তুলে ধরেন। স্বীকৃতি পর্বে রেজিলিয়েন্স ইউএসএ ফাউন্ডেশন ইনক. কমিউনিটি নেতা, পার্টনার ও সমর্থকদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল আজিজ ভূঁইয়া, জেএমসির সাবেক প্রেসিডেন্ট; ড. ওয়াহিদুর রহমান, আল-মামুর স্কুলের চেয়ারম্যান ও দীর্ঘদিনের কমিউনিটি অ্যাডভোকেট; জেএমসির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আল-মামুর স্কুলের চেয়ারম্যান ড. সিদ্দিকুর রহমান; জেএমসি সেন্টারের চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. মাহামুদুর রহমান তুহিন; জেএমসির জেনারেল সেক্রেটারি ফখরুল ইসলাম দেলওয়ার।

অনুষ্ঠানের সফল সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আই-টিভি ইউএসএ ইনক. ও এলহাম একাডেমির ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রফেসর শহীদুল্লাহ; কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, যিনি পুরস্কার বিতরণ ও যুব স্বীকৃতি পর্বে সহায়তা করেন; এবং যুব কার্যক্রমকে আরও প্রচার ও দৃশ্যমান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আরশাদ মোহাম্মদ, চিকিৎসক ডা. সালমা, ডা. জি. জি., জেএমসির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মোজাফফর, জেএমসির ইয়ুথ ডিরেক্টর আরেফ চৌধুরী, আন্তধর্মীয় নেতা, লেখক, জেএমসির ডিরেক্টর ও নুসান্তারা ফাউন্ডেশন ইউএসএ-এর চেয়ারম্যান ড. ইমাম শামসি আলী, ম্যারাথন রানার, ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও আল-মামুর স্কুলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. আবীর তাহের, কমিউনিটি নেতা ও এনএবিআইসি বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য কর্নেল মাহবুব রহমান এবং মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এ আরমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্পনসর ও কমিউনিটি পার্টনারদেরও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃতি জানানো হয়। অফিসিয়াল ইভেন্ট ব্যানারে যেসব সংগঠনের নাম ও লোগো ছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে জেএমসি, আল-মামুর স্কুল, মুনা, হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার, এমএএ, এলহাম একাডেমি, সেভ দ্য পিপল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক., নিউইয়র্ক এবং গাইডেন্স রেসিডেন-শিয়াল। পাশাপাশি রেজিলিয়েন্স ইউএসএ ফাউন্ডেশন ইনক.-এর স্বেচ্ছাসেবক, অভিভাবক, তরুণ অংশগ্রহণকারী ও সব শুভানুধ্যায়ীকেও ধন্যবাদ জানানো হয়।

অংশগ্রহণকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মেডেল ও সনদ, যা সাহস, স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত, কমিউনিটি স্পিরিট, নেতৃত্ব এবং রেজিলিয়েন্সের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। স্বীকৃতি অনুষ্ঠানে দিনের মূল বার্তাটি ছিল পরিষ্কারড় এই আয়োজন প্রতিযোগিতার জন্য নয়; এটি স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব, কমিউনিটি এবং মানসিক দৃঢ়তার জন্য।অনুষ্ঠানের শেষে রেজিলিয়েন্স ইউএসএ ফাউন্ডেশন ইনক. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী, অভিভাবক, স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর, অতিথি ও পার্টনারকে ধন্যবাদ জানায়। ফাউন্ডেশন জানায়, যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন, পরিবারকে শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্যকর কমিউনিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা ভবিষ্যতেও স্পনসর, স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি পার্টনার ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীদের স্বাগত জানাবে।

এনআইডির এক ভুল সংশোধনে ৫ বছর পার ব্রিটিশ বাংলাদেশির!

ঢাকা : একটি মাত্র ভুল। জন্ম সাল ১৯৭৮, করা হয়েছে ১৯৮৭। অর্থাৎ '৭৮' হয়ে যায় '৮৭'। ৭ আর ৮ সংখ্যার এদিক-সেদিকে বয়স কমে যায় ৯ বছর। এতেই বেধে যায় বিপত্তি। সংশোধন করতে গিয়ে প্রবাসী ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সাবুল মিয়ার জীবন জেরবার। জাতীয় পরিচয়পত্রের এই একটি ভুলে দীর্ঘ পাঁচ বছর তাঁকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে বারবার বাংলাদেশে ছুটে আসা, চারবার আবেদন করা, একগাদা কাগজপত্র জমা দেওয়া, অফিস থেকে অফিসে ছোটাছুটিড়এসব চক্করে দুর্ভোগ পোহান সাবুল মিয়া। তাঁর ভাষ্য, একের পর এক আশ্বাসের পর আশ্বাস মিলেছে, তবু মেলেনি সমাধান। পাঁচ বছর পর অবশেষে চলতি বছরের ২৪ মে ওই ভুল সংশোধনের মাধ্যমে ভোগান্তির অবসান ঘটে। সাবুল মিয়া পেয়েছেন তাঁর সংশোধিত জাতীয় পরিচয়পত্র। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে গিয়ে জানা যায়, পুরো জটিলতার পেছনে ছিল সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের ভুল প্রক্রিয়া। ২০০৮ সালে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সময় ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও প্রবাসী বাংলাদেশি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাবুল মিয়ার বয়স ভুল করে ৯ বছর কম লেখা হয়। দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যে ব্যস্ত কর্মজীবনের কারণে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সংশোধন করা হয়নি, কিন্তু দেশে নিজের জমিজমাসংক্রান্ত কাজে জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন দেখা দিলে ২০২১ সালের শেষ দিকে তিনি দেশে গিয়ে সংশোধনের আবেদন করেন। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর দুর্ভোগের অধ্যায়। দু-একবার নয়, মোট চারবার আবেদন করেন তিনি। প্রতিবারই নতুন নতুন কাগজপত্র চাওয়া হয়। তিনি জমা দেন আদালতের হলফনামা, আগের ভুল জাতীয় পরিচয়পত্র, ইউ-নিয়ন পরিষদের প্রত্যয়নপত্র, জন্ম নিবন্ধন, স্কুলের সনদ, বিয়ের কাবিননামাড়এমনকি বাংলাদেশি ও ব্রিটিশড়দুটি পাসপোর্ট। এর পরও মোবাইলে খুদে বার্তা আসেড়মাত্র ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আরো কাগজপত্র জমা দিতে হবে। হতাশ সাবুল মিয়া আবার ছুটে যান সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে। সেখানে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা নুরুল আলম তাঁকে আশ্বস্ত করেন, 'কোনো সমস্যা নেই, আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন হয়ে যাবে।'

কিন্তু তখন দেশে থাকার সময় প্রায় শেষ। সাবুল মিয়া কর্মকর্তাকে জানান, দুই দিনের মধ্যেই তাঁকে যুক্তরাজ্যে ফিরে যেতে হবে। উত্তরে তাঁকে বলা হয়, পরে কোনো প্রতিনিধি পাঠালেই সংশোধিত কার্ড বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেই আশ্বাস নিয়ে যুক্তরাজ্যে ফিরে যান সাবুল মিয়া। কিছুদিন পর সিলেট থেকে নুরুল আলম বদলি হয়ে যান। সাবুল মিয়াকে আবার নতুন করে ভোটার আইডি কার্ড সংশোধনীর জন্য ২০২৫ সালের ২ অক্টোবর আবেদন করতে হয়। এ ব্যাপারে কালের কণ্ঠকে দেওয়া সাবুল মিয়ার ভাষ্য, আবেদনের কয়েক দিন পর তাঁর চাচাতো ভাই সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ে গেলে সেখানে তাঁকে জানানো হয়, জাতীয় পরিচয়পত্রে ৯ বছরের ব্যবধান সংশোধন করতে হলে 'মোটা অঙ্কের টাকা' লাগবে। অন্যথায় এটি সম্ভব নয়। সাবুল মিয়া সিদ্ধান্ত নেন, কোনো ধরনের অনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে তিনি নিজের নাগরিক অধিকার আদায় করবেন না। অপেক্ষা চলতে থাকে। অবশেষে চলতি বছরের ২২ মে আবার বাংলাদেশে আসেন তিনি। একজন আই-নজীবী বন্ধুর সহযোগিতায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিবন্ধন অনুবিভাগে সাক্ষাতের সময় নেন। এক দিন পর সিলেট থেকে ২৪ মে সকালে যান আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে। সাবুল মিয়ার অভিযোগ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিবন্ধন শাখায় পরিচালক পর্যায়ের এক কর্মকর্তার কক্ষে গেলে তিনি তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং আইনজীবী বন্ধু কামরুল ইসলামসহ তাঁকে কক্ষ থেকে বের করে দেন। এ ব্যাপারে কথা বলতে ওই কর্মকর্তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি সাড়া দেননি।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

●

আমরা কোনো ফি নেই না।

●

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

●

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

এবিআই'র বৈঠকে মধ্যপন্থার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

(৫০ পাতার পর)

সাতটি পয়েন্টে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, মধ্যপন্থার রাজনীতি বিষয়ক আড্ডায় যা আলোচনা হতে পারে- .তাত্ত্বিক ধারণা - বিশ্বব্যাপী বর্তমান লিবারেল ডেমোক্রেসি এবং অতীতের উম্মাতান ওয়াসাতান বা ইনক্লুসিভ মদিনা রাষ্ট্রের ধারণার প্রয়োগ সম্ভাবনা; খ)ব্যবহারিক ধারণা- আমেরিকা ও মালয়েশিয়া রাষ্ট্র ধারণার প্রয়োগ এবং সচেতন ভাবে ব্রিটিশ ইউরোপীয় ও ভারতীয় মডেল থেকে রিভার্স করা; গ) প্রায়োগিক ধারণায় বাংলাদেশ মডেল এর উপযুক্ততা বিচার-বিদ্যমান ডান-বাম রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শে প্রভাব মুক্ত হওয়া , নৈতিক বোধযুক্ত, মতাদর্শিক ও ধর্মীয় বিতর্ক মুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন ধারা গড়ে তোলার কৌশল পত্র তুলে ধরা। ঘ) আওয়ামী লীগ, বিএনপি ,জামাত কেন মধ্যপন্থার আদর্শিক দল নয়? সেটা ব্যাখ্যা করা। ঙ) এনসিপি'র মধ্যপন্থার দর্শন ও কৌশল কি হবে? মানুষ কেন উপরের প্রধান তিনটি দলের পরিবর্তে এনসিপিতে যোগদান অথবা সমর্থন দেবে ? এই চতুর্থ পয়েন্টে এসে এনসিপিকে নিচের সাতটি পয়েন্টে তাদের বক্তব্য বা লিখিত লিটারেচার স্পষ্ট করতে হবে।

তারা বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে আওয়ামী লীগ এবং বাম চিন্তাধারার সংগঠন এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদকে তারা কিভাবে মোকাবেলা করা হবে সেই কৌশল বের করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী রাজ-নীতির দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা চালাতে হবে। বিভাজনের রাজনীতি মুক্ত করা দেশের একক জাতীয় চেতনা বিকাশের পূর্ব শর্ত। আর তার জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিতর্কের তাই অবসান করে ; বাংলাদেশে নাগরিকতা ভিত্তিক নতুন জাতি চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। নতুন দল নতুন রাজনীতি কিভাবে সে বিষয়টি হ্যান্ডেল করবে তা স্পষ্ট করতে হবে। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে জনাব নিজামুল শাহির, নুমায়ের হোসাইন, মাহমুদা জাহানারা, মোঃ এমদাদ উল্লাহ, সালাহউদ্দিন আহমেদ, কাউসার মুমিন, কবি আব্দুল হামিদ সোহেল, কবি আবুল বাশার, রাকিব উদ্দিন, সানজিদা নওশীন, মোহাম্মদ রশিদ, আবু ফারুক রানা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মোটিভেশন স্পীকার আলমাসুর রহমান, ব্যবসায়ী নুরুল খান, পেশাজীবী লিসানুর রাসুল প্রমুখ।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও সোনালী এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যানের সফল যুক্তরাষ্ট্র সফর

(৫০ পাতার পর)

গত পাঁচ মাসের শাখাভিত্তিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম, রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি, ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, নতুন ব্যবসা উন্নয়ন, ডিজিটাল উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপনা করেন। তিনি গ্রাহকসেবার উৎকর্ষ নিশ্চিত করা, সমন্বিতভাবে কাজ করা এবং ২০২৬ সালের ব্যবসায়িক ও রেমিট্যান্স লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, উন্নত গ্রাহকসেবা, সুশাসন, কঠোর কমপ্লায়েন্স এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনের মাধ্যমে সোনালী এক্সচেঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বিশ্বস্ত রেমিট্যান্স প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

তিনি ২০২৫ এর সার্বিক সফলতা ও ২০২৬ এর গত পাঁচ মাসের সন্তোষজনক ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য তিনি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকল ব্যবস্থাপক এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান এবং এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

সভায় প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবির-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক.-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালক জনাব মো. আতাউর রহমান। তিনি ২০২৬ সালের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা ও দলগতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন যে, চেয়ারম্যানের এই সফল সফরের মাধ্যমে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক.-এর রেগুলেটরি সক্ষমতা, ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ, ডিজিটাল রেমিট্যান্স সেবা, গ্রাহকসেবার মান এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য রেমিট্যান্স সেবা আরও শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে আরও ইতিবাচক অবদান রাখা সম্ভব হবে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ড নাম ঘোষণা করা হয় গত ২৬ জুন সংগঠনের যৌথসভায়। সভায় উপস্থিত ট্রাস্টিবৃন্দকে কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও উপদেষ্টাবৃন্দ ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন একেএম শহিদ উল্যাহ, সালামত উল্যাহ, মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ রব মিয়া, নাজমুল হাসান মানিক, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশরাফ ও আবুল কালাম। নবগঠিত এই ট্রাস্টি বোর্ড জুলাই ২০২৬ থেকে জুন ২০৩০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সদস্যরা বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন- নবনির্বাচিত ট্রাস্টি সালামত উল্যা, নাজমুল হাসান মানিক, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশারফ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নাজির ভান্ডারি, মমিনুল ইসলাম, শাহ আলম, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, শাহ নাসের স্বপন, মালেক খান, কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক রুদ্র মাসুদ, সদস্য মাহমুদুল হক প্রমুখ।সভায় বাংলাদেশ সেমিট্রির কার্যক্রমের মূল্যায়ন, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির আগামী সময়ের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের বিষয়ে উপস্থিত সবাই মতামত ব্যক্ত করেন।

লাখো মানুষকে সতর্ক করেছে গুগল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভেনেজুয়েলার লাখ লাখ মানুষ তাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে একটি সতর্কবার্তা পেয়েছিলেন মাটি কেঁপে ওঠার ঠিক আগমুহূর্তে। দেশটিতে ভূমিকম্প আঘাত হানার মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে এ সতর্কবার্তা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীদের কছে পৌঁছে যায়। তবে ওই কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানই বিশ্বজুড়ে একটি প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনেছে, প্রকৃতি যখন কোনো আগাম আভাস ছাড়াই আঘাত হানে, তখন প্রযুক্তি কি মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর উত্তর হলো হ্যাঁ, পারে। তবে এর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। গুগল ভূমিকম্পের কোনো পূর্বাভাস দেয়নি। বরং, গুগলের অ্যান্ড্রয়েড ভূমিকম্প সতর্কতা ব্যবস্থা প্রাথমিক ভূকম্পন শনাক্ত করে এবং আরও বিধ্বংসী কম্পন কাছাকাছি ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানোর আগেই তাদের কাছে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেয়। এইচআর আনেক্সির বটস ডট এআইয়ের পরিচালক নিখার অরোরা বলেন, ভেনেজুয়েলার এ ঘটনাটি দেখিয়ে দিয়েছে, ভূমিকম্পের আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার ব্যবস্থা কতটা উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন, অনেকে যেমনটা ভাবছেন বিষয়টি তেমন নয়। গুগল ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়নি, বরং এটি কম্পনের একেবারে প্রাথমিক লক্ষণগুলো শনাক্ত করেছিল এবং তীব্র ঝাঁকুনি শুরু হওয়ার বেশ আগেই একটি সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল। -এনডিটিভি

নিউইয়র্কে মেয়ে ও চার নাতি-নাতনি হত্যার পর বৃদ্ধার আত্মহত্যা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক স্টেটের আপস্টেট এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একই পরিবারের ছয় সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, নানি অ্যামি স্টেডম্যান নিজেই তার কন্যা এবং চার নাতি-নাতনিকে বিষপ্রয়োগে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করার পর আত্মহত্যা করেছেন। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পেছনে শিশুদের বাবার কাছে তাদের হেফাজত বা কাস্টডি চলে যাওয়ার ক্ষোভ কাজ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

আপস্টেটের মেকানিকভিলের পুলিশ প্রধান বিল র‍্যা বিট জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পাওয়া একটি হাতে লেখা সুইসাইড নোট এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এই মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে নানির সরাসরি সম্পৃক্ততার দিকেই শক্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিহতরা হলেন: ৪৪ বছর বয়সী সারাহ মায়ার্স এবং তার চার সন্তান –১৩ বছরের হার্পার হারমন, ১১ বছরের হাডসন হারমন এবং ১০ বছর বয়সী যমজ গ্যাভিন ও গ্রেসলিন। চ্যানেল ১৩-এর সূত্রমতে, নানির বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সিরিঞ্জ এবং বিপুল পরিমাণ প্রেসক্রিপশন ও সাধারণ ওষুধের উপস্থিতিতে বোঝা যায় যে শিশুদের ইচ্ছাকৃতভাবে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে এর মধ্যে একজনকে ছুরিকাঘাতও করা হয়েছে। প্রতিবেশীরা বেশ কয়েকদিন ধরে তাদের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দিলে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পচন ধরা লাশগুলো উদ্ধার করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিশুদের বাবা ব্র্যাডি হারমন সম্প্রতি আদালতের মাধ্যমে দুই মাসের জন্য সন্তানদের নিজ হেফাজতে নেয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, যা আগামী বুধবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। ২০১৯ সালের পর থেকে সন্তানদের কাছে না পাওয়া এই বাবা ইউতাহ স্টেটে তার বাড়িতে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ঠিক এমন সময় পুলিশের কাছ থেকে এই ভয়াবহ খবর পেয়ে তিনি মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েন। সংবাদমাধ্যম টাইমস ইউনিয়নকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানান, সন্তানদের ফিরে পাওয়ার আনন্দ মুহূর্তেই তাদের চিরতরে হারানোর শোকে পরিণত হয়েছে। তিনি সাবেক স্ত্রীর বিরুদ্ধে সন্তানদের তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অভিযোগ আনেন এবং মৃতদেহগুলো উটাহতে সমাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মেকানিকভিলের পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন, ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত এখনও চলছে এবং পুরো বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। তবে পুলিশ নিশ্চিত যে এই হত্যাকাণ্ড অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরেই সংঘটিত হয়েছে এবং বাইরের কোনো ব্যক্তির এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই। সম্পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন, টক্সিকোলজি রিপোর্ট এবং মেডিকেল পর্যালোচনা শেষে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত কারণ ও দায়বদ্ধতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় যে পরিবর্তন আসছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) একটি প্রস্তাবিত বিধিমালাকে হোয়াইট হাউস অনুমোদন দিয়েছে, যার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থা বাতিল করে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের থাকার নিয়ম চালু করা হবে।মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন নিয়ম অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অনুমোদিত থাকার মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছরে সীমাবদ্ধ করা হতে পারে।এই পরিবর্তন এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসা, জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসাসহ অন্যান্য কিছু ভিসাধারীদের ওপর প্রভাব ফেলবে। ফলে যেসব শিক্ষার্থীর পড়াশোনা চার বছরের বেশি সময় ধরে চলবে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে অবস্থান অব্যাহত রাখতে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আলাদা অনুমতি বা মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করতে হবে।

বর্তমানে 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থার আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তি থাকা এবং ভিসার শর্ত মেনে চলার ক্ষেত্রে পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন, বিষয় পরিবর্তন, স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তরে অগ্রসর হওয়া এবং অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং সম্পন্ন করার সুযোগ পান।

নতুন নিয়ম কার্যকর হলে এই সুবিধা আর থাকবে না। এর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকার অনুমতি দেয়া হবে। যদিও চূড়ান্ত বিধিমালা এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবে আগের খসড়া অনুযায়ী অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ চার বছরের অনুমোদিত থাকার মেয়াদ দেয়া হতে পারে।

প্রতিবেদন মতে, যেসব শিক্ষার্থীর কোর্স চার বছরের বেশি সময় ধরে চলবে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার অনুমোদন নিতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত কাগজপত্র, বায়োমেট্রিক তথ্য জমা, বাড়তি যাচাই-বাছাই এবং দীর্ঘসূত্রতার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এরইমধ্যে প্রস্তাবিত বিধিমালাটি হোয়াইট হাউসের অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট-এর পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছে। সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে।

সৌদিতে হেলিকপ্টার, ফ্রান্সে বিমান বিধ্বস্তে নিহত ২৫

বাংলাদেশ ডেস্ক : সৌদি আরবের রাস তানুরা শহরে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত ২৮ জুন সকালে তেল উৎপাদন সংস্থা আরামকোর এ হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, হেলিকপ্টারে ১৪ আরোহী ছিলেন। সবাই প্রাণ হারিয়েছেন। যার মধ্যে সৌদির নাগরিকও আছেন। কী কারণে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হলো তা নিরূপণে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন সৌদির জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা। এক বিবৃতিতে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয়। সেই সঙ্গে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তারা যেন শহীদি মর্যাদা পান সেজন্য প্রার্থনা করেন। এদিকে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় তোম্বলেইন শহরের কাছে বেসামরিক একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ দুর্ঘটনায় বিমানের অন্তত ১১ যাত্রী নিহত হয়েছেন। ২৮ জুন স্থানীয় সময় সকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তোম্বলেইন শহরের বিমানবন্দরের কাছে বেসামরিক বিমান বিধ্বস্তে অন্তত ১৩ আরোহীর প্রাণহানি ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ বলেছে, উদ্ধারকারী বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছেন। দুর্ঘটনার পর তোম্বলেইন বিমানবন্দরের আশপাশ এলাকা কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। স্থানীয় একাধিক গণমাধ্যম বলছে, বিমানটি আকাশ থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাওয়া একদল মানুষকে বহন করছিল। তবে বিমানটি উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বিমান হলো, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি বলে জানিয়েছে তোম্বলেইন পুলিশ। এ ঘটনার বিস্তারিত জানতে ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সূত্র : আল আরাবিয়া, এএফপি

MEDICAL OFFICE SPACE FOR RENT

IN JACKSON HEIGHTS AREA

PRIME LOCATION!

40-24 78th. STREET.
SUITE# 1A & 1B.
ELMHURST, NY 11373.

- 900 SQ/FT.
- 5 EXAM ROOMS.
- ALL FURNISHED.
- READY TO MOVE.

PLEASE CONTACT:
917 981 7204

মুনা সোস্যাল সার্ভিসের কমিউনিটি ফেস্ট

(৪০ পাতার পর)

মোশাররফ মওলা সুজন প্রমুখ। ড. জাহাঙ্গীর কবির এবং ব্রুকলিন ইয়ুথের সভাপতি মুসাব্বির হুসাইনের সঞ্চালনায় কমিউনিটি ফেস্টের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন, নিউইয়র্ক সাউথ জোনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা এমদাদুল্লাহ,সদস্য সচিব ছিলেন বেলাল উদ্দিন।

ইমাম দেলোয়ার বলেন, প্রতিটি পাড়া মহল্লা থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বে আজ যুদ্ধাবস্হা বিরাজ করছে। কোথাও আজ শান্তি নেই। কোনও কারণ ছাড়াই আজ মুসলমানদের উপর হামলা করা হচ্ছে। সারা বিশ্বে আজ যুদ্ধের দামামা বাজছে। এ অবস্থা চলতে পারে না। মানুষ আজ শান্তি চায়। এজন্য সবাইকে ইসলামের ছায়া তলে আসতে হবে। এজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, ইসলামের অনুশাসন না থাকার কারণে আমাদের পরিবার গুলো ভেঙে যাচ্ছে। পারিবারিক জীবনে শান্তির জন্যই কাজ করছি। এই জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। মুনা একটি পরিবার উল্লেখ তিনি করে বলেন, আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। সমাজ সেবার মাধ্যমে কাজ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।তিনি আরও বলেন, আমরা উন্নত জীবনের জন্য আমেরিকাতে এসেছি। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমাদের রবের দরকারে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সকল কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমরা যদি দুনিয়ার মহতে আটকে যাই তাহলে দুনিয়া আখেরাত দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের যুব সমাজকে বাঁচাতে হবে। তাদের ইসলামের ছায়া তলে আনতে হবে। তা না হলে আমাদের পরিবার গুলো ভেঙে যাবে। আর এ জন্য মুনা কাজ করছে। মুনা একটি পরিবার উল্লেখ করে তিনি বলেন,এই গোটা পরিবারকে বাঁচাতেই কাজ করছি। এজন্যই সবার সহযোগিতা লাগবে।

উল্লেখ্য নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে গ্লেনমোর এভিনিউ, বিটুইন পাইন এবং ক্রিসেন্ট স্ট্রীটে ১ । বিনামূল্যে বিতরণের জনে ১ নানা রকমের বইয়ের স্টল বসানো হয়। কোমল পানীয়, রকমারি জুস, তরমুজ,লিচু, আইসক্রিম সহ নানা রকমের খাবার পরিবেশন ছিল অনুষ্ঠানে সকাল থেকেই । দুপুর ২ টা থেকে চলে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানী ইস্টাইলে মজাদার খাবার। এতে খাবার গ্রহণ করে প্রায় তিন হাজার লোক। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও এতো লোকের আয়োজনের অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ।

জার্মানিতে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত ৬

বাংলাদেশ ডেস্ক : জার্মানির উত্তরাঞ্চলীয় শহর স্টাডের একটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে বন্দুকধারীর হামলায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। তিন মাস বয়সী কন্যাসন্তানের কাস্টডি বা অভিভাবকত্ব নিয়ে বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে জার্মান পুলিশ। এ খবর দিয়েছে বিবিসি। নিহতদের মধ্যে চারজন নারী ও দুজন পুরুষ রয়েছেন। তারা সবাই ডংকারস্ট্রাসে অবস্থিত ওই শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। হামলার সময় ওই কার্যালয়ে তিন মাস বয়সী শিশুটি এবং তার মা উপস্থিত থাকলেও তারা অলৌকিকভাবে অক্ষত রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মূল বন্দুকধারীসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। লোয়ার স্যাক্সনির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড্যানিয়েল বেরেনস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক কারণে ঘটা একটি সহিংসতা। কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের দিকে প্রথম গুলির খবর পায় পুলিশ।

পরে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয় এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। হামলায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। লুনেনবার্গের পুলিশ প্রধান ক্যাথরিন শুওল জানান, প্রধান সন্দেহভাজন ৪৫ বছর বয়সী এক তুর্কি নাগরিক, যিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে হ্যানোভারে বসবাস করেন। সোমবার নিজের মেয়ের কাস্টডি নিয়ে আলোচনার জন্য ওই কেন্দ্রের কর্মীদের সঙ্গে তার একটি নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর সন্দেহভাজন ব্যক্তি এক নারীর চালিত একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুলিশ গাড়িটিকে থামার নির্দেশ দিলে তারা অমান্য করে, যার ফলে পুলিশ গাড়িটির চাকা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। পরবর্তীতে একটি গ্রামীণ রাস্তায় মার্সিডিজ গাড়িটির টায়ার পাংচার হওয়া অবস্থায় দুই আরোহীকে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনার পর নিকটবর্তী একটি ডে-কেয়ার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নিরাপদে তাদের অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গরুর মাংস রান্না করায় ভারতে বাড়ি থেকে তিন নারী গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ডেস্ক : গরুর মাংস রান্না করায় ভারতের উত্তরপ্রদেশে বাড়ি থেকে তিন নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গতকাল শনিবার (২৭ জুন) জানায়, গত বুধবার তারা একজনের কাছ থেকে তথ্য পান একটি বাড়িতে রান্নার জন্য গরুর মাংস আনা হয়েছে। এরপর তারা সেখানে যান। ওই সময় বাড়িতে থাকা চার পুরুষ সরে যান দাবি করে পুলিশ বলেছে, ওই নারীরাও চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ওই সময় তাদের আটক করা হয়। ওই সময় বাড়ি থেকে একটি পাতিলে রান্না করা মাংস এবং পলিথিন ব্যাগে কাঁচা মাংস পাওয়া যায়। পুলিশের এসপি অভিষেক সিং বলেছেন, "আমরা তিন নারীকে গ্রেপ্তার করেছি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা জানান মাংসগুলো গরুর ছিল এবং রাজ্যের বাইরে থেকে পরিবারের অন্য এক সদস্য এগুলো এনেছেন। আমরা মাংসগুলো পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছি এবং ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি।"

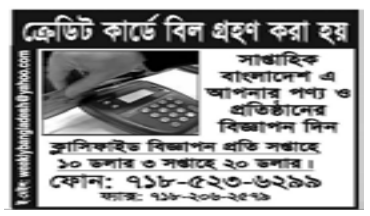

ইউরোপে বাংলাদেশীদের অবৈধ অভিবাসনের ঝুঁকি বাড়ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সম্প্রতি বাংলাদেশকে 'নিরাপদ উৎস দেশ' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় বা অ্যাসাইলাম আবেদন আরো কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের মুখে পড়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ইউরোপে প্রবেশের পর তুলনামূলক সহজে বৈধ হওয়ার সুযোগের কারণে স্পেনের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বাংলাদেশীদের। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অ্যাসাইলামের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ এবং পরবর্তীতে স্পেনে গিয়ে বৈধ হওয়ার কৌশল এখন অনেক অভিবাসীর কাছে আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। অভিবাসন বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশকে নিরাপদ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার অর্থ হলো বাংলাদেশী নাগরিকদের অধিকাংশ অ্যাসাই-লাম আবেদনকে প্রাথমিকভাবে দুর্বল দাবি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ফলে আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াও দ্রুত হবে। এর ফলে ইউরোপে অবস্থান বৈধ করার নতুন পথ খুঁজছেন অনেক বাংলাদেশী। আর সেই সুযোগের কারণেই আলোচনায় উঠে এসেছে স্পেন। সম্প্রতি স্পেন সরকার নথিহীন অভিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ বৈধকরণ কর্মসূচি অনুমোদন করেছে। দেশটির সরকার জানিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে স্পেনে বসবাসরত এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী প্রায় পাঁচ লাখ অ-নিয়মিত অভিবাসী বৈধতার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে স্পেনে প্রায় ৭৫ হাজার বাংলাদেশী বসবাস করছেন। এর মধ্যে প্রায় ১৫ হাজারের মতো ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই অবস্থান করছেন। নতুন কর্মসূচির কারণে তাদের একটি বড় অংশ আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। অভিবাসন খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্পেন দীর্ঘ দিন ধরেই অভিবাসীবান্ধব দেশ হিসেবে পরিচিত। ইউরোপের অনেক দেশের তুলনায় সেখানে বসবাস, কাজের সুযোগ এবং নির্দিষ্ট সময় পর বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া তুলনামূলক সহজ। এ কারণে ইতালি, গ্রিস কিংবা ফ্রান্সে অবস্থানরত অনেক বাংলাদেশীও পরবর্তীতে স্পেনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশকে নিরাপদ উৎস দেশ হিসেবে বিবেচনা করার ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন আগের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। ইউরোপীয় দেশগুলো এখন আশ্রয় নীতিকে আরো কঠোর করছে। ফলে যারা অ্যাসাইলামের ওপর নির্ভর করে ইউরোপে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য পরিস্থিতি আগের মতো থাকবে না। তিনি বলেন, স্পেনে বৈধ হওয়ার কিছু সুযোগ থাকলেও সেটিকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ার কারণ নেই। অনেক সময় দালালচক্র ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ পথে ইউরোপে পাঠানোর চেষ্টা করে। বাস্তবতা হলো বৈধতা পেতে হলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় এবং বিভিন্ন আইনি শর্ত পূরণ করতে হয়। এ দিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, স্পেনে বৈধ হওয়ার সুযোগ থাকলেও বিষয়টি যতটা সহজ মনে করা হয়, বাস্তবে ততটা নয়। আবেদনকারীদের দীর্ঘ সময় ধরে দেশটিতে বসবাসের প্রমাণ, কর্মসংস্থানের তথ্য এবং অপরাধমূলক রেকর্ড না থাকার মতো শর্ত পূরণ করতে হয়। তবুও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় স্পেনে বৈধ হওয়ার পথ অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত থাকায় অভিবাসীদের আগ্রহ বাড়ছে।

অভিবাসন ও উন্নয়নবিষয়ক গবেষক ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশী তরুণদের একটি অংশ এখনো মনে করেন ইউরোপে পৌঁছাতে পারলেই কোনো না কোনোভাবে বৈধ হওয়া সম্ভব। এই ধারণা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশকে নিরাপদ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত সেই পরিবর্তনেরই অংশ। তিনি বলেন, স্পেনের বৈধকরণ কর্মসূচি মূলত দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে। এটি নতুন অভিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত আমন্ত্রণ নয়। কিন্তু দালালচক্র এই বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইউরোপের শ্রমবাজারে এখনো দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে। নির্মাণ, কৃষি, পরিচর্যা, পর্যটন ও সেবাখাতে কর্মী সঙ্কট রয়েছে অনেক দেশে। কিন্তু বৈধ কর্মসংস্থানের পরিবর্তে অনেকে অ্যাসাইলামভিত্তিক অভিবাসনের পথ বেছে নিচ্ছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ। তারা বলছেন, সরকারিভাবে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, ভাষা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ইউরোপে বৈধ কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ আরো জোরদার করা প্রয়োজন। এতে একদিকে অনিয়মিত অভিবাসন কমবে, অন্যদিকে প্রবাসী আয়ও বাড়বে। স্পেনে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতারা বলছেন, গত কয়েক বছরে দেশটিতে বাংলাদেশীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। বিশেষ করে যারা অ্যাসাইলাম আবেদন করে ইউরোপে প্রবেশ করেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীতে স্পেনে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের চেষ্টা করেন। কারণ স্পেনে দীর্ঘমেয়াদে বৈধতা পাওয়ার সম্ভাবনা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি বলে তারা মনে করেন। স্পেনে বসবাসরত আব্দুস সাত্তার বলেন, নতুন বৈধকরণ কর্মসূচির খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ থেকে অনেকেই তাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। কেউ জানতে চাইছেন কীভাবে স্পেনে যাওয়া যায়, আবার কেউ অ্যাসাইলাম আবেদন করে পরে স্পেনে বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইছেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত অনেক তথ্যই বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, ইউরোপে অভিবাসন নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ভুল তথ্যের বিস্তার। অনেকেই মনে করেন ইউরোপে পৌঁছাতে পারলেই শেষ পর্যন্ত বৈধতা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে অনিয়মিত অভিবাসীরা বছরের পর বছর অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করেন। অনেক ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সীমিত থাকে, সামাজিক সুরক্ষা পাওয়া যায় না এবং বহিষ্কারের ঝুঁকিও থেকে যায়। স্পেনে বসবাসরত অপর বাংলাদেশী মরিয়ম রহমান বলেন, ইইউর নতুন অবস্থান স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে ভবিষ্যতে অ্যাসাইলামের পথ আরও সঙ্কুচিত হবে। বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশকে নিরাপদ উৎস দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, এসব দেশের নাগরিকদের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, ইউরোপে যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাসাইলামকে স্থায়ী সমাধান হিসেবে না দেখে বৈধ কর্মসংস্থান, শিক্ষাভিত্তিক অভিবাসন কিংবা সরকার অনুমোদিত অন্যান্য পথকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। অন্যথায় অনেক মানুষ দালালচক্রের প্রলোভনে পড়ে জীবন ও সম্পদ ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্পেনের বৈধকরণ কর্মসূচি বর্তমানে সেখানে বসবাসরত অনেক বাংলাদেশীর জন্য ইতিবাচক সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এটিকে নতুন করে অনিয়মিত অভিবাসন উৎসাহিত করার কারণ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং ইইউর কঠোর আশ্রয়নীতি এবং বাংলাদেশকে নিরাপদ দেশের তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করছে যে ভবিষ্যতে ইউরোপে বৈধ পথেই অভিবাসনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি টেকসই ও নিরাপদ হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আহমেদ এইচ. খানের ‘ঐশী উপলব্ধির সন্ধানে’ আত্মাঅন্বেষণ, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতার বার্তা

(৩৮ পাতার পর)

সন্ধান করেন, ঐশী সত্য তাদের কাছেই ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে। লেখকের মতে- সত্যের সন্ধান কোনো সংকীর্ণ চিন্তা, অহংকার বা পূর্বধারণার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং, এর জন্য প্রয়োজন বিনয়, ধৈর্য, আত্মসমালোচনা এবং মুক্তচিন্তার সাহস।

আহমেদ এইচ. খান তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কোনো হঠাৎ প্রাপ্ত বিষয় নয়। এটি দীর্ঘ আত্মঅন্বেষণের ফল। মানুষের জীবনে সাফল্য যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি ব্যর্থতা, বেদনা, একাকিত্ব ও সংগ্রামও মানুষকে গভীর উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে সেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুসন্ধিৎসু মন ও সংবেদনশীল হৃদয়।

লেখকের মতে- জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই একটি বার্তা থাকে। মানুষ যখন নিজের অভিজ্ঞতাকে কেবল সুখ-দুঃখের ঘটনা হিসেবে না দেখে শিক্ষা ও উপলব্ধির উৎস হিসেবে বিবেচনা করে, তখন তার ভেতরে আত্মিক পরিপক্কতা তৈরি হয়। এই পরিপক্কতাই মানুষকে সত্য, ন্যায়, ভালোবাসা ও মানবিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে আলোচকরা বলেন, বইটিতে আধ্যাত্মিকতার ধারণাকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়নি। বরং আধ্যাত্মিকতাকে মানবজাতির সার্বজনীন অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সহমর্মিতা, সততা, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমাশীলতা এবং মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসাকে লেখক ঐশী সত্যের পথে গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হিসেবে দেখিয়েছেন।

বইটিতে আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, প্রযুক্তির অতিনির্ভরতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব নিয়েও চিন্তাশীল আলোচনা রয়েছে। লেখক মনে করেন, মানুষ আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সংযুক্ত হলেও অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভেতরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। বাইরের শব্দ, প্রতিযোগিতা ও স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা মানুষের নীরব আত্মকণ্ঠকে ঢেকে দেয়। অথচ সত্য অনেক সময় উচ্চকণ্ঠে নয়, নীরবতা ও গভীর মননের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছে ধরা দেয়।

লেখক ও সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণের সভাপতিত্বে এবং সিমেন্স ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিজ সফটওয়্যারের সিনিয়র ডিরেক্টর ড. আবু মাহমুদুল হাসানের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব আলাবামার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের পরিচালক এবং বার্মিংহাম ইসলামিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. নাসিম উদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পরিচালক ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম শামসি আলী।

আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, লেখক ও কলামিস্ট মাহমুদ রেজা চৌধুরী, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক সৈয়দ জাকি হোসেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমোডর (অব.) ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কালিম উল্লাহ এবং আল মামুর স্কুল বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নির্বাহী পরিচালক সামি উর রব। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আল মামুর স্কুল বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. পাটোয়ারী, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এমাদ চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন, সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রধান নির্বাহী মোশাররফ হোসেন, লেখক ও সাংবাদিক মনিজা রহমান, সাংবাদিক জাবেদ খসরু, কবি রওশন হাসান, লেখক ড. রফিকুন ইসলাম, লেখক ম. আমিনুল হক চুন্নু, সাংবাদিক এমদাদ দিপু, কমিউনিটি লিডার জয়নাল আবেদিন, ডা. সৈয়দ আল আমীন রাসেল, জাহাঙ্গীর হোসেন, শাহীন আফজাল, এনায়েত হোসেন জালাল এবং আফজুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত পাঠক ও অতিথিরা বলেন, বর্তমান সময়ে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, সামাজিক বিভাজন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আত্মবিশ্বাস, সহনশীলতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে আধ্যাত্মিক আলোচনা ও আত্মঅন্বেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আলোচনায় আরও উঠে আসে, মুক্তচিন্তা মানে ধর্মহীনতা বা মূল্যবোধহীনতা নয়; বরং মুক্তচিন্তা হলো সত্যকে জানার সাহস, প্রশ্ন করার মানসিকতা এবং সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর মানবিক উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া। বক্তারা বলেন, আহমেদ এইচ. খানের বই পাঠককে এমন এক চিন্তার ভুবনে নিয়ে যায়, যেখানে বিশ্বাস, যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং মানবিকতা পরস্পরের সঙ্গে সংলাপে যুক্ত হয়। লেখক আহমেদ এইচ. খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষের ভেতরে সত্যের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে মনকে উন্মুক্ত রাখতে হয়। নিজের ভুল, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই আত্মশুদ্ধির পথ শুরু হয়। তিনি বলেন, মানুষ যখন অহংকার ও সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, তখন তার সামনে নতুন উপলব্ধির দুয়ার খুলে যায়।

ঠিকানা হাবে আয়োজিত এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে চিন্তা, দর্শন, মানবিকতা এবং আত্মিক বিকাশ নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের ক্ষেত্র তৈরি করে। উপস্থিত অতিথিরা এমন মননশীল বই ও আলোচনার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসী সমাজে জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা ও মুক্ত আলোচনার ধারাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

লেখক আহমেদ এইচ. খান একজন ইসলামি জ্ঞানঅন্বেষী, গবেষক ও লেখক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একাধিক ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াহভিত্তিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সুইডেনে প্রকাশিত প্রথম সুইডিশ–বাংলা অভিধান-এর রচয়িতা।সম্প্রতি তিনি প্রকৌশল পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে ইসলামি শিক্ষা, গবেষণা ও লেখালেখিতে অধিক সময় ব্যয় করছেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং সুইডেনের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (KTH) থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি এরিকসন ইন্ক, টি-মোবাইল, ভেরাইজন, ওয়াশিংটন মিচ্যুয়েল এবং আপেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট ও উচ্চপ্রযুক্তি সফটওয়্যার শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান Anti-Islamite.com-এর প্রতিষ্ঠাতা। গঠনপ্রক্রিয়াধীন এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ ও বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের জন্য আইনি, সামাজিক ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

ইসরায়েল থেকে যুদ্ধাস্ত্র কিনেছে সৌদি আরব ও কাতার

বাংলাদেশ ডেস্ক : কূটনৈতিক ও কোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও দখলদার ইসরায়েলের কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনেছে মধ্যপ্রাচ্যের দুই প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব ও কাতার। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজ রোববার (২৮ জুন) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই দুই দেশ ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের জন্য কম্পিউটারাইজড হেলমেট সংগ্রহ করেছে।

হারেৎজের তথ্য অনুযায়ী, কাতারের রাজ পরিবারের ব্যবহৃত ১১টি বিমানের মধ্যে তিনটিতে ইসরায়েলি কোম্পানি ‘এলবিটের’ তৈরি ‘সি-মিউজিক’ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বসানো হয়েছে। ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিমানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদেশ সফরের সময় এই প্রযুক্তিগুলো স্থাপন করা হয়। এছাড়া ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যে এফ-১৫কিউএ যুদ্ধবিমান ক্রয়ের চুক্তি হয়। সেই চুক্তির আওতায় অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য ইসরায়েলি কোম্পানি প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলারের সাব-কন্টাক্ট পায়। এর অংশ হিসেবে কাতার ১৬০টি জেএইচএমসিএস (ঔঐগঈঝ) হেলমেট সংগ্রহ করে, যার প্রতিটির মূল্য দুই লাখ ডলার। পাশাপাশি ইসরায়েল থেকে এএন/এভিএস-৯ নাইট ভিশন গ্লাসও সরবরাহ করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

হতে হবে। বন্ধুদের, মুরুব্বিদের পরামর্শ আমি মন দিয়ে শুনি, পছন্দ না হলেও কাউকে কিছু বলি না। তবে আমি কী করবো তা আমিই ঠিক করি, আমার নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে না মিললে আমাকে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না। যেহেতু আমি সকলের কথাই শুনি এবং শেষ পর্যন্ত আমি যা করি তা কারো না কারো পরামর্শের সঙ্গে মিলে যায়, অনেকেই মনে করেন আমি খুব সহজেই সেই মানুষটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে আমি প্রভাবিত হইনি, আমার চিন্তার সঙ্গে সেই মানুষটির পরামর্শ মিলে গেছে।

আমার সিদ্ধান্ত আমিই নেই, একথা ঠিক কিন্তু অন্তত একজন কেউ আমার সঙ্গে একমত না হলে কাজটি করে শান্তি পাই না। সমস্ত জীবন আমি কখনো সচেতনভাবে কখনো নিজের অজান্তেই সেই একজন ঠিক করে রাখি। এই সময়টাতে আমার সেই বিশেষ একজন সমর্থক হচ্ছেন আমার আম্মা। আম্মাকে বলি, আম্মা কোথায় ভর্তি হবো, ঢাকা কলেজ নাকি তিতুমীর কলেজ? আম্মা বলেন, তিতুমীর। মনে মনে আমিও এই সিদ্ধান্তই নিয়ে রেখেছি। আম্মা ঢাকা কলেজ বললে তাকে কী বলে তিতুমীরে রাজী করাবো তাও ঠিক করে রেখেছি। ঢাকা কলেজ দূরে, দুইবার বাস, টেম্পু বদল করে যেতে হবে, তিতুমীর কলেজ কাছে, গুলশান থেকে ৬ নম্বর বাসে উঠলে এক স্টপেজ পরেই। ভাড়া মাত্র ত্রিশ পয়সা। যাচাই করার জন্য আম্মাকে প্রশ্ন করি। ঢাকা কলেজ তো সবচেয়ে ভালো, তিতুমীরে কেন যাবো? তিতুমীর বাড়ির কাছে, এতো দূরে যাওয়ার দরকার নেই। ভালো করে লেখাপড়া করলে তিতুমীর থেকেই তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবা। আমি আর কোনো কথা বলি না। যেসব যুক্তি আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, আম্মা সেগুলোই আমাকে শোনাচ্ছেন।

কলেজে ভর্তি হবার পর আমার দুটো নেশা হয়। সারাদিন কমন রুমে পড়ে থাকি, টেবিল টেনিস খেলি আর কিছুটা সময় থাকি লাইব্রেরিতে। এতো এতো বই একসঙ্গে আমি কখনোই দেখিনি। স্কুলে পড়ার সময় আমি বড়ো কোনো পাঠাগারে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যেসব ধনী লোকদের বাড়িতে গিয়েছি তাদের কারোর বাসায়ই সমৃদ্ধ কোনো পাঠাগার ছিল না। হয় আমি সেইরকম একটি আলোকিত সমাজের খোঁজ পাইনি অথবা ঢাকা শহরে তখনও ঘরে একটা বইয়ের আলমারি রাখার মত সমাজ গড়ে ওঠেনি। আসলে এখনো, এই ২০২৫ সালেও কি তা হয়েছে? তিতুমীর কলেজের পাঠাগারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে আমি বাংলা সাহিত্যের অনেক ক্লাসিক বই পড়ে ফেলেছি। মধ্যযুগের কবিতা পড়েছি, কবি জসীম উদদীনের গদ্যগুলো পড়েছি, তার কাব্যনাটক পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু বই পড়েছি, ময়মনসিংহ গীতিকা পড়েছি, ভানুসিংহের পদাবলী পড়েছি।

কলেজের প্রথম দিনের ঘটনা বলি। ছিপছিপে তরুণী শিক্ষয়িত্রী, ইংরেজির ক্লাস নিতে শ্রেণিকক্ষে ঢোকেন। এমন অপূর্ব সুন্দরী আমাদের শিক্ষয়িত্রী? পরণে গোলাপী রঙের জামদানী শাড়ি, ছিপছিপে একহারা গড়ন, ফর্শা গায়ের রঙ, শাদা স্লিভলেস ব্লাউজে ঢাকা অনিন্দ্য দুটি স্তন, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে গোলাপী রঙের লিপস্টিক পরেছেন। কপালের মাঝখানে একই রঙের বড়ো একটা টিপ। ম্যাডাম কী বলছেন তা কেউ শুনছে বলে মনে হয় না, ছেলেরা হা করে শুধু তাকে দেখছে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পাঠপুস্তকে গিফট অব ম্যাজাই বলে একটা গল্প ছিল। তিনি ক্লাসের সবচেয়ে সুদর্শন ছাত্র, যার লম্বা চুল ঘাড়ের নিচে দোল খায়, গায়ে লাল শার্ট, খুব মিষ্টি করে হাসে, হাসলে ওর একটা বাঁকা দাঁত বেরিয়ে পড়ে, যার কারণে ওকে আরো সুদর্শন লাগে, যার নাম পলাশ, তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ম্যাডাম বলেন, গল্পটার নাম বলে প্রথম প্যারাটা পড়ো। পলাশ দাঁড়ায় এবং ফ্যালফ্যাল করে ম্যাডামের দিকে চেয়ে থাকে, মুখে কিছুই বলে না। সম্ভবত ম্যাডামও এই অবস্থাটি উপভোগ করছেন। তিনি পলাশকে বেশ খানিকটা সময় দেন তারিয়ে তারিয়ে দেখার জন্য। শুধু তাই না, তিনি স্টেজ থেকে নেমে ওর কাছে চলে আসেন, যেন তার গা থেকে ভেসে আসা ভারী পারফিউমের গন্ধে পলাশ আরো খানিকটা মুগ্ধ হতে পারে। পলাশ তখনো বাকরহিত। ম্যাডাম একেবারে ওর কাছে গিয়ে বলেন, হ্যালো হ্যান্ডসাম, বইটা হাতে নাও এবং পড়ো।

পলাশ পড়তে শুরু করে, গিফট অব দ্য...পরের শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে থেমে যায়। অন্য ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন। কেউ বলছে, ম্যাগি, কেউ বলছে মাগি। ম্যাডাম হাইহিলে আওয়াজ তুলে, তারা শরীরের বাঁকে বাঁকে কামনার ঢেউ তুলে স্টেজে উঠে আসেন এবং খুব মিষ্টি করে বলেন,

থামো। শুধু তোমরাই এই ভুলটা করোনি। প্রতি বছর যারাই ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম ক্লাসে আসে এই ভুলটা করে। শব্দটা মাগি কিংবা ম্যাগি নয়, এটা হবে ম্যাজাই। ম্যাডাম কী অবলীলায় 'মাগি' শব্দটা উচ্চারণ করলেন, যা শুনে আমরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও হেনরির বিখ্যাত ছোটোগল্প গিফট অব দ্য ম্যাজাই এর নায়িকা ডেলা। সেদিন থেকে ম্যাডামের নাম আমরা দিয়ে দিই ডেলা। তার নিজের নাম কেউ জানে না, সকলেই তাকে ডেলা বলে ডাকে এবং কেউ তাকে ম্যাডাম বলে না, শুধুই ডেলা বলে ডাকে। ক্লাস শেষ হলে ছেলেরা সবাই পলাশকে ঘিরে ধরে, দোস্ত, ডেলা তোর প্রেমে পড়ে গেছে।

পলাশ গর্বে কলার ঝাকায় এবং ক্লাসের হিরো হয়ে যায়। আমাদের বাণিজ্য শাখায় প্রায় দু'শ ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে মাত্র ৫টি মেয়ে। একটি মেয়ে কালো এবং খুব লম্বা, ছেলেরা ওর নাম দিয়েছে তল্লাবাঁশ। একটি মেয়ে খাটো, ফর্শা এবং মোটা, ওকে বলে বয়ম। একটি মেয়ের খুব বড়ো বড়ো চোখ, দীর্ঘ কালো চুল, যা সে কখনোই বেঁধে রাখত না। হাঁটলে ওর চুল বাতাসে উড়ত। গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারাটা ছিল বেশ মিষ্টি। ওর নাম সুলতানা। অন্য দুটি মেয়ের ছিল ছোটো চুল, ফ্লাট বুক, অনেকটা ছেলেদের মত। মোটের ওপর কিছুটা দেখার মত ছিল সুলতানাই। ছেলেদের মধ্যে যারা কিছুটা বয়সে বড়ো, ড্যাশিং, জিমে যেত, ইংরেজি বলতে পারত, ধনী পরিবারের, গাড়ি নিয়ে আসত, ওরা সবাই সুলতানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সুলতানা কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না। ক্লাসের সেরা সুন্দরী সে, কাজেই বেছে নেবার একটা সহজ সুযোগ ওর ছিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সুলতানার সঙ্গে জুটি বেঁধে ফেললো পলাশ। ওদের মধ্যে গভীর প্রেম, চিপায়-চাপায় ওদের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত অনেকেরই চোখে পড়ছে। মজার ব্যাপার হলো যারা সুলতানাকে পাবার জন্য লাফালাফি করেছিল তারাসহ পুরো ক্লাসই এই জুটিকে বাহবা দিতে লাগলো, উৎসাহ দিতে লাগল। ওদের কোনো কিছু দরকার হলে সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। ক্লাসের এমন অভূতপূর্ব সহযোগিতা পেয়ে ওরা দুজন চুটিয়ে প্রেম করতে লাগল।

এই সময়টাতে আমার আলাতুন নেসা স্কুলের বন্ধু মিজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে খুব সখ্য গড়ে ওঠে। মিজান আমাকে বলে, দোস্ত আমরা ঢাকা কলেজে যায় নাই কিন্তু আমাদের যেসব বন্ধু ঢাকা কলেজে গেছে তাদের চেয়ে আমাদের ভালো রেজাল্ট করতে হবে।আমি বলি, ঠিক, আম্মাও এই কথাই আমাকে বলেছে।

কিন্তু কীসের কী। মিজান আর আমি সারাদিন টেবিল টেনিস খেলি একটাও ক্লাস করি না। প্রথম বর্ষের পরীক্ষা হয়ে যায়। দু'শ ছাত্রের মধ্যে মাত্র চারজন ফেইল করেছে, দ্বিতীয় বর্ষে উঠতে পারেনি। সেই চারজনের দুজন আমি আর মিজান। আমরা দুজন দুজন জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করি। সবাই টাকা পয়সা জমা দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু করে দিয়েছে, আমরা বারান্দায় বসে থাকি। আমরা কী কলেজের বখাটেদের তালিকায় পড়ে গেলাম? একদিন মিজানকে বলি, চল পরীক্ষা কমিটির হেড হাবিবুর রহমান স্যারের কাছে যাই, গিয়ে স্যারের হাতে পায়ে ধরে বলি, দ্বিতীয় বর্ষে আমরা ভালো ছাত্র হয়ে যাবো। মিজান বলে, ফেইল করলাম কেমনে? পরীক্ষা তো ভালোই দিলাম। চল যাই।

স্যারের দরোজার সামনে যে চিকনা মামু বসে থাকে সে আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। মিজান মামুর কলার ধরে হ্যাচকা একটা ধাক্কা দেয়, ওর শার্টের বোতাম ছিঁড়ে যায়। মামু ভয় পেয়ে যায়। শব্দ পেয়ে হাবিবুর রহমান চিৎকার করে ওঠেন, এই কে ওখানে, কী হয়েছে? আমি বলি, কিছু না স্যার, মামু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল, এখন ঠিক আছে। কথাটা বলেই মামুকে তার টুলে বসিয়ে দিয়ে আমরা দুজন দরোজা ঠেলে, ভারী পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ি। কী চাও তোমরা? মিজান বলতে শুরু করলে আমি ওর হাত চেপে ধরি। আমি বলি,

স্যার আমরা দুজন সেকেন্ড ইয়ারে প্রোমোশন পাইনি কিন্তু স্যার আমরা নিশ্চিত, খাতা দেখায় কোনো একটা ভুল হয়েছে। আমরা খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি। আপনি স্যার আমাদের খাতাগুলো পুনরায় একটু দেখার ব্যবস্থা করেন। স্যার মন দিয়ে কথাটা শোনেন। তারপর টেবুলেশন শিট বের করে বলেন, কই তোমরা তো পরীক্ষায় ভালো নম্বরই পেয়েছ, আবার খাতা দেখতে হবে কেন? দেখি তো সমস্যা কী। ও, এই কথা? তোমাদের তো অ্যাটেন্ডেন্সই নেই, কী করেছ সারা বছর? ক্লাস করোনি কেন?

আমি বলি, স্যার, আমাদের দুজনেরই অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ, অনেকগুলো টিউশনি করে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু স্যার আমরা বাসায় মন দিয়ে পড়ালেখা করি। সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি, সব বিষয়েই ভালো নাম্বার পেয়েছ। ঠিক আছে, আমি তোমাদের প্রোমোশন দিয়ে দিচ্ছি, সেকেন্ড ইয়ারে একদম ফাঁকি দেবে না। হাবিবুর রহমান স্যার দুজনের জন্য দুটো চিরকুট লিখে দেন। সেগুলো নিয়ে কেরানির কাছে যাই। কেরানি ফি নিয়ে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি করে নেয়। এরপর মিজান আর আমি ঠিক করি, অনেক হয়েছে, আর না। এবার পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিদিন বিকেলে রামপুরা ব্রিজ টু শাহজাদপুর ব্রিজ আমরা দুবার করে হাঁটি। আগে থেকে একটা চ্যাপ্টার ঠিক করে নেই, আমি পুরো চ্যাপ্টারটা ওকে বোঝাই, ফেরার পথে ও কী বুঝলো তা আমাকে বলে। পরের দিন মিজান আমাকে একটা নতুন চ্যাপ্টার ব্যাখ্যা করে বোঝায়, ফেরার পথে আমি কী বুঝলাম তা ওকে বলি। এভাবে আমরা পড়ালেখার একটা নতুন কৌশল বের করে অধ্যায়ন করতে থাকি।

এক বছর পর যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। আমাদের কলেজের বাণিজ্য শাখা থেকে মাত্র ৪জন প্রথম বিভাগ পায়। সেই চারজনেরও দুজন আমি আর মিজান। মার্কশিট তোলার জন্য যখন হাবিবুর রহমান স্যারের কাছে যাই, তিনি আমাদের ঠিক চিনে ফেলেন। তিনি বলেন, তোমরা সেই দুষ্টু দুই বন্ধু না, আমার পিয়নকে মেরেছিলে? আমরা মাথা নিচু করে থাকি। স্যার মার্ক শিটের দিকে তাকিয়ে বলেন, ব্রাভো, দুজনই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছ। ওয়েল ডান মাই বয়েজ। কিপ ইট আপ।

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA

ENROLLED AGENT

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

e-file We Accept

37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইউরোপে তাপপ্রবাহজনিত কারণে ১৩০০ মৃত্যু

(শেষ পাতার পর)

এমনটাই মনে করেছেন। তীব্র এই তাপপ্রবাহ ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর প্রভাবে রোববার মহাদেশটিতে আবারও তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে। জার্মানি, পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্রে তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ডব্লিউএইচওর প্রধান বলেন, ২১ জুন থেকে ইউরোপের এই উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত ১ হাজার ৩০০টির বেশি অতিরিক্ত মৃত্যু রেকর্ড হয়েছে। তেদরোস আধানোম বলেন, তাপমাত্রাজনিত চাপকে অনেক সময় 'নীরব ঘাতক' বলা হয়। ইউরোপের ঘরবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও স্কুলগুলো এমন তাপমাত্রার উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি। রোববার সকালে ফ্রান্সের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, দেশটিতে গত বুধবার থেকে প্রায় এক হাজার বাড়তি মৃত্যু হয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, এসব অতিরিক্ত মৃত্যুর একটি বড় অংশই ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষের। বাড়িতে মানুষের মৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ বেড়েছে। ডব্লিউএইচও প্রধান সতর্ক করে বলেন, বিশ্বে মহাসচিব হিসেবে ইউরোপই সবচেয়ে দ্রুত গতিতে উষ্ণ হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মহাদেশটির লাখ লাখ মানুষ এখন তীব্র গরমের মধ্যে বসবাস করছে। শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বিদ্যুতের গ্রিডগুলো বিকল হয়ে পড়ছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রোববার টানা তৃতীয় দিনের মতো জার্মানি ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম দিন পার করেছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলে তাপমাত্রা ৪১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে পূর্ব ব্র্যান্ডেনবার্গের কোশেনের একটি আবহাওয়া স্টেশনে স্থানীয় সময় বিকেল চারটার দিকে এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। চেক প্রজাতন্ত্রের আবহাওয়া ইনস্টিটিউট সিএইচএমআই জানিয়েছে, দেশটিতে টানা দুই দিনে দুই দফায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। প্রাগের উত্তরে ডোকসানি অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। সংস্থাটি আরও জানায়, রোববার এই তাপপ্রবাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। তবে পরে পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে ভারী ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। পোল্যান্ডেও সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে। রোববার দেশটির সলুবিস শহরে ৪০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। পোল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব মেটিওরোলজি অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের (আইএমজিডব্লিউ) এক মুখপাত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানান। এই চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন ডব্লিউএইচওর প্রধান। তিনি আবারও সতর্ক করে বলেন, বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে উষ্ণ হচ্ছে ইউরোপ। তেদরোস আধানোম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। প্রজন্মে একবার দেখা দেওয়ার মতো এমন তাপপ্রবাহ এখন প্রায় প্রতিবছরই ঘটছে।

বদলে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতা

(শেষ পাতার পর)

বিষয়টিও স্পষ্ট করেছে। সব মিলিয়ে এসব পরিবর্তন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিনিধিত্ব এবং ইসরাইল ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিতর্কের সীমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারণাগুলো বদলাতে শুরু করেছে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ইসরাইলের প্রতি সমর্থন এক ধরনের বিশেষ সুরক্ষিত অবস্থান। যেসব প্রার্থী ইসরাইলকে দেয়া সামরিক সহায়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, ইসরাইলি নীতির সমালোচনা করতেন অথবা প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিতেন, তারা প্রায়ই রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়তেন।আমেরিকান ইসরাইল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (আইপ্যাক) মতো সংগঠনগুলো তহবিল সংগ্রহের নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে সেই সীমারেখা কার্যকর রাখত, যা সারা দেশে নির্বাচনের ফলাফলকেও প্রভাবিত করত। কিন্তু নিউইয়র্কের প্রাইমারি নির্বাচন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সেই রাজনৈতিক বাস্তবতা এখন বদলাতে শুরু করেছে। গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধের সমালোচক এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের সমর্থক কয়েকজন প্রগতিশীল প্রার্থী ডেমোক্রেটিক পার্টির মূলধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।

তাদের এই জয় ডেমোক্রেট ভোটারদের মধ্যে একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের প্রতিফলন, বিশেষ করে তরুণ আমেরিকানদের মধ্যে, যাদের ইসরাইল ও ফিলিস্তিন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি আগের প্রজন্মের তুলনায় স্পষ্টভাবে ভিন্ন। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি দ্রুতই ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্যতম প্রভাবশালী উদীয়মান নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন, শ্রমিক জোট, ডিজিটাল প্রচারণা, স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগী প্রগতিশীল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মামদানি দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রগতিশীল রাজনীতিকে কার্যকর নির্বাচনী শক্তিতে রূপ দেয়া যায়। জুনের এই প্রাইমারি নির্বাচন সেই প্রভাবকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। ব্র্যাড ল্যান্ডার কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী ইসরাইলপন্থী সদস্য ড্যান গোল্ডম্যানকে পরাজিত করেছেন। দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ের দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সদস্য আদ্রিয়ানো এসপাইয়াতকে হারিয়েছেন। ক্লেয়ার ভালদেজ ইসরাইলকে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা পুনর্মূল্যায়নের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজের মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন। আর সবচেয়ে প্রতীকী বিজয় এসেছে ফিলিস্তিনি-আমেরিকান প্রার্থী আবের কাওয়াসের কাছ থেকে। তিনি নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেট-এর একটি আসনে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে জয়ী হয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়া এখন আর আগের মতো রাজনৈতিক দায় নয়। এই বিজয়গুলোর মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে, তা শুধু মতাদর্শ নয়; বরং সংগঠিত রাজনৈতিক কার্যক্রম।

এসব প্রচারণা ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক যন্ত্রের ওপর নির্ভর না করে মূলত তৃণমূলের আন্দোলন, স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক এবং ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করেছে। তাদের এই সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির আরেকটি দীর্ঘদিনের ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ করেছে- যে ধারণা অনুযায়ী, কেবল অর্থই নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে। আইপ্যাক এখনো ওয়াশিংটনের সবচেয়ে প্রভাবশালী লবিং সংগঠনগুলোর একটি এবং তাদের হাতে বিপুল আর্থিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু নিউইয়র্কের ফলাফল দেখিয়েছে, বিপুল অর্থ ব্যয় করলেই সব সময় বিজয় নিশ্চিত করা যায় না; বিশেষ করে যখন একটি শক্তিশালী তৃণমূল আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ভোটাররা কোনো বিষয়কে স্পষ্ট নৈতিক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করেন। অনেক তরুণ আমেরিকানের কাছে গাজা এখন ঠিক এমনই একটি নৈতিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষের মৃত্যু, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইলি বসতি সম্প্রসারণ এবং দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের সামরিক অভিযান- সব মিলিয়ে ইসরাইলি সরকারের নীতির ওপর ক্রমবর্ধমান সমালোচনা তৈরি হয়েছে। ক্রমেই আরও বেশি তরুণ ভোটার এসব বিষয়কে দূরবর্তী বৈদেশিক নীতির প্রশ্ন হিসেবে নয়, বরং মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে দে তে শুরু করেছেন।

নিউইয়র্কে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তার তাৎপর্য শুধু এই অঙ্গরাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ডেমোক্রেটিক পার্টিকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো, সেগুলো একই সঙ্গে মুসলিম ও আরব-আমেরিকানদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকেও ত্বরান্বিত করছে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই সম্প্রদায়গুলো যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাদের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এখন সেই ভারসাম্য বদলাতে শুরু করেছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনী চক্রে যুক্তরাষ্ট্রের সব স্তরের সরকারি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রেকর্ডসংখ্যক মুসলিম ও আরব-আমেরিকান প্রার্থী মাঠে নেমেছেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের অনেকেই সফল হচ্ছেন। কারণ তারা শুধু নিজ নিজ জাতিগত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর নির্ভর না করে বিস্তৃত ভোটার জোট গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। নিউ জার্সিতে মিশরীয়-আমেরিকান চিকিৎসক ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তা অ্যাডাম হামাওয়ি আরব ও মুসলিম ভোটারদের বাইরে আরও বিস্তৃত সমর্থন গড়ে তুলে কংগ্রেসের জন্য ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন।

অন্যদিকে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর আয়েশা ওয়াহাব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে জয় পেয়েছেন। এই ফলাফল দেখাচ্ছে, মুসলিম-আমেরিকান প্রার্থীদের এখন ক্রমেই মূলধারার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেখা হচ্ছে, যারা নানা ধরনের জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। নিউইয়র্কের বাইরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবত চলছে মিশিগানে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ আরব-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর বসবাস। সেখানে চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং ডেট্রয়েটের সাবেক স্বাস্থ্য পরিচালক ড. আবদুল এল-সাইয়েদ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার, অর্থনৈতিক ন্যায্যতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত তার প্রচারণা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য গতি পেয়েছে। অনেক পর্যবেক্ষক তাকে এই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করছেন। যদি তিনি বিজয়ী হন, তবে তা শুধু আরব-আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেই নয়, বরং জাতীয় পর্যায়ে প্রগতিশীল রাজনীতির জন্যও একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে। নিউইয়র্কে দেখা পরিবর্তনের সঙ্গে এসব প্রার্থিতার যে মিল রয়েছে, তা হলো- রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে শুধু দাবিদাওয়া উত্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস। মুসলিম ও আরব-আমেরিকানরা এখন ক্রমেই নির্বাচনী রাজনীতিকে শুধু প্রতিনিধিত্বের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের কার্যকর উপায় হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন।

গাজার যুদ্ধ এই পরিবর্তনের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সারা দেশে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন জানিয়েছে, ভোটার নিবন্ধন, তহবিল সংগ্রহ, নতুন প্রার্থী খুঁজে বের করা এবং তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের (৯/১১) হামলার পরবর্তী সময় এবং এখন গাজার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা একটি নতুন প্রজন্ম রাজনৈতিক হতাশাকে ক্রমশ নির্বাচনী প্রভাব ও রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। মুসলিম ও আরব-আমেরিকান প্রার্থীদের এখনো তাদের ধর্ম, পরিচয় এবং পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে অতিরিক্ত নজরদারি ও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। একই সঙ্গে হয়রানি এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য (ডিসইনফরমেশন) ছড়িয়ে দেয়াও তাদের জন্য এখনো স্থায়ী বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। তবে এখন আর এই চ্যালেঞ্জগুলোই পুরো গল্পকে সংজ্ঞায়িত করে না। বরং বড় গল্পটি হলো রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির। নিউইয়র্কের বিজয়, প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং মুসলিম ও আরব-আমেরিকান প্রার্থীদের বাড়তে থাকা সাফল্য- সবই একই দিকে ইঙ্গিত করছে। এসব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, এমন নতুন ভোটারগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটছে, যারা আর ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু দাবি জানিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না; বরং তারা ক্ষমতার ভেতরে প্রবেশ করে সরাসরি তা প্রয়োগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এসব পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে কতটা রূপান্তরিত করবে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট- যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যেসব কণ্ঠস্বর একসময় রাজনৈতিক প্রান্তিকতায় ঠেলে রাখা হয়েছিল, তারা এখন ধীরে ধীরে মূলধারার কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে আসছে।

একই সঙ্গে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মার্কিন রাজনীতিকে পরিচালিত করা বহু প্রচলিত ধারণা নতুন এক ভোটারগোষ্ঠীর সামনে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে।

সিটির হাউজিং ভাউচার বিরোধ নিস্পত্তির পথে

(শেষ পাতার পর)

স্পিকারের বিরোধের কারণে নিউইয়র্ক সিটির ১২৫ বিলিয়ন ডলারের বাজেট পাস আটকে ছিল। মেয়র মামদানির সমর্থকরা হাউজিং ভাউচারকে ব্যয়বহুল বিবেচনা করে এ কর্মসূচি অনুমোদন করার বিরোধিতা করে আসছিলেন। তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থী কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন হাউজিং ভাউচার কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে শুধু স্বল্প আয়সম্পন্ন সিটিবাসীর জন্য নয়, উচ্ছেদের মুখে থাকা ভাড়াটিয়াকেও সহায়তা করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সোস্যালিস্ট ডেমোক্র্যাট মামদানি সিটি বাজেটে ব্যয় সংকোচন নীতির পক্ষে বক্তব্য রেখে আসছেন।

গত সোমবার রাতে প্রায় ১২৫ বিলিয়ন ডলারের বাজেট পাসের নির্ধারিত সময়সীমার মাত্র একদিন আগে এই বিরোধ সমাধানের পথে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে, যার ফলে মাধ্যমে মেয়র-স্পিকার দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। উভয় পক্ষ সিটি কাউন্সিল ফ্লোরে বিরোধ নিস্পত্তির চেষ্টার পরিবর্তে মামদানি ও মেনিনের পাশাপাশি মেয়র ও স্পিকারের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসার পক্ষে। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিল সদস্যরা ইতোমধ্যে মেয়রের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, মেয়রের এই বিরোধিতা কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে হতে পারে। তবে মামদানি নিজেকে এমন একজন বাস্তববাদী হিসেবেও তুলে ধরেছেন। কারণ তিনি ভালোভাবে জানেন যে দেশের বৃহত্তম সিটির প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান সংশয়বাদীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে রয়েছে। তাঁদের অনেকে এখনও সন্দিহান যে, ৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিস্ট মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনৈতিক রাজধানী কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন কি না। এ পরিস্থিতিতে গত উইকএন্ড বাজেট নিয়ে বিরোধে এক ধরনের ভূমিকাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে সাশ্রয়ী বাজেটের নামে মেয়র মামদানিকেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। অন্যদিকে কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন হাউজিং ভাউচার কর্মসূচির সম্প্রসারণের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

হাউজিং ভাউচার কর্মসূচি সিটির বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে, যার মাধ্যমে হোমলেস নিউইয়র্কবাসীদের জন্য প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা বাড়িভাড়ার চাপ কমাতে সহায়তামূলক হাউজিং ভাউচার, যেটি 'সিটি ফাইটিং হোমলেসনেস অ্যান্ড ইভিকশন প্রিভেনশন সাপ্লিমেন্ট', যে কর্মসূচির আওতায় যোগ্য নিউইয়র্কবাসীদের ভাড়ার একটি অংশ সিটি কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। 'সিটিজেনস বাজেট কমিশন' এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে হাউজিং ভাউচার কর্মসূচির ব্যয় ২৫ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। সিটি কাউন্সিল প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন ডলার সিটির ব্যয় বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল। অন্যদিকে, মেয়রের অফিস ১৭৫ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে, যার মধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলার আসবে সিটি কাউন্সিলের স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে। সোমবার রাত পর্যন্ত উভয় পক্ষ এমন একটি সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছায়, যাতে মামদানির প্রশাসন বছরে ১২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে।

গ্রিনকার্ড আবেদনের নিয়মে পরিবর্তন আনলো যুক্তরাষ্ট্র

(শেষ পাতার পর)

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, অধিকাংশ আবেদনকারী আর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে সরাসরি গ্রিনকার্ডের আবেদন করতে পারবেন না। তাদের নিজ দেশে ফিরে মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা (ইউএসসিসআইএস) প্রকাশিত নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, এতদিন যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস পদ্ধতিতে অনেক অস্থায়ী ভিসাধারী যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই গ্রিনকার্ডের আবেদন করতেন, সেটি আর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বিবেচিত হবে না। এর পরিবর্তে কনস্যুলার প্রসেসিং হবে আবেদন নিস্পত্তির প্রধান প্রক্রিয়া।

এর আগে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষে চাকরি পেলে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াই ভিসার ধরণ পরিবর্তন করে গ্রিনকার্ডের আবেদন করতে পারতেন। এতে তারা আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালেও দেশটিতে বৈধভাবে বসবাস ও কাজ করার সুযোগ পেতেন। নতুন নীতির ফলে সেই সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়েছে।ইউএসসিসআইএস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে গ্রিনকার্ডের আবেদন এখন কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবেচিত হতে পারে। অধিকাংশ অস্থায়ী ভিসাধারীকে নিজ দেশে ফিরে কনস্যুলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসাধারীদের ওপর। এতদিন তারা অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি) কর্মসূচির আওতায় কাজ করে পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে গ্রিনকার্ডের আবেদন করার সুযোগ পেতেন। নতুন নিয়মে সেই প্রক্রিয়া আগের তুলনায় আরো জটিল হয়ে উঠবে।নতুন নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, বিদেশে কর্মরত মার্কিন কনস্যুলার কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদন কেসভিত্তিক এবং তাদের বিবেচনাধিকার অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। ফলে আবেদন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বাড়বে বলে মনে করছেন অভিবাসন আইন বিশেষজ্ঞরা।বর্তমানে কর্মসংস্থানভিত্তিক গ্রিনকার্ডের প্রধান বিভাগগুলো হলো, ইবি-১ বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, ব্যবসা বা ক্রীড়ায় অসাধারণ দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য, পাশাপাশি নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধ্যাপক, গবেষক ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কিছু নির্বাহীর জন্য। ইবি-২ উচ্চতর ডিগ্রিধারী পেশাজীবী, বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা জাতীয় স্বার্থে কাজ করছেন এমন আবেদনকারীদের জন্য। এবং ইবি-৩ দক্ষ কর্মী, পেশাজীবী এবং নির্দিষ্ট কিছু অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাকে প্রথমে অভিবাসন আবেদন দাখিল করতে হয়। এরপর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গ্রিনকার্ডের আবেদন করা যায়। তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আবেদনকারী নিজ উদ্যোগেও আবেদন করার সুযোগ পান।ইউএসসিসআইএস বলছে, নতুন নীতির উদ্দেশ্য হলো অভিবাসন ব্যবস্থাকে আইনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং আবেদন প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর ও নিয়ন্ত্রিত করা। একই সঙ্গে সংস্থাটি অন্যান্য অভিবাসনসংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিতে আরো বেশি সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে অভিবাসন আইনজীবী ও অধিকারবিষয়ক সংগঠনগুলোর দাবি, এই পরিবর্তনের ফলে অনেক বৈধ অভিবাসীর কর্মজীবন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, নতুন নীতির বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জও আসতে পারে। তবে জাতীয় স্বার্থ বা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে ইউএসসিসআইএস। যদিও অধিকাংশ অস্থায়ী ভিসাধারীর জন্য কনস্যুলার প্রসেসিংই এখন গ্রিনকার্ড আবেদনের প্রধান পথ হিসেবে বিবেচিত হবে।

শেষ ষোলোর টিকিট কনফার্ম করলেন যারা

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিটি ম্যাচ এখন 'করো অথবা মরো'। একটি হার মানেই বিশ্বকাপ অভিযান শেষ। ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের মতো ইউরোপের দুই ফুটবল পরাশক্তি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০টি দল নিশ্চিত করেছে শেষ ষোলোর টিকিট। এখনও বাকি রয়েছে আরও ৬ ফাঁকা জায়গা।

কানাডা

রাউন্ড অব ৩২-এর প্রথম ম্যাচেই চমক দেখিয়েছে সহ-আয়োজক কানাডা। লস অ্যাঞ্জেলসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে তারা। শৃঙ্খলাবদ্ধ রক্ষণ এবং সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতাই তাদের জয়ের মূল চাবিকাঠি।

ব্রাজিল

জাপানের বিরুদ্ধে ২-১ গোলের জয় তুলে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরের পর্বে উঠেছে ব্রাজিল। কার্লো আনচেলত্তির দল ধীরে ধীরে নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরছে, যা প্রতিপক্ষের জন্য বড় সতর্কবার্তা।

প্যারাগুয়ে

রাউন্ড অব ৩২-এর সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটিয়েছে প্যারাগুয়ে। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ সমতার পর টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় করে দিয়েছে তারা।

মরক্কো

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে আরও একবার নিজেদের লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে মরক্কো। টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে জিতে তারা শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করেছে।

নরওয়ে

আর্লিং হালান্ডের শেষ মুহূর্তের গোলে আইভরি কোস্টকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে নরওয়ে। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এটিই তাদের প্রথম জয়। এবার তাদের সামনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

ফ্রান্স

কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল এবং ব্র্যাডলি বারকোলার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সুইডেনকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ফ্রান্স। দুরন্ত ছন্দে থাকা লে ব্লুদের অনেকেই শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে দেখছেন।

মেক্সিকো

জুলিয়ান কুইনোনেসের এক গোল ও এক অ্যাসিস্টে ইকুয়েডরকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে মেক্সিকো। ১৯৮৬ সালের পর বিশ্বকাপের নকআউটে জয় পেয়ে নতুন ইতিহাসও গড়েছে উত্তর আমেরিকার দেশটি।

ইংল্যান্ড

ম্যাচের শুরুতেই ব্রায়ান সিপেঙ্গার গোলে পিছিয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধজুড়ে একের পর এক সুযোগ তৈরি করেও সমতায় ফিরতে পারেনি থ্রি লায়নরা। তবে বিরতির পর আক্রমণের ধার বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দারুণ এক প্রত্যাবর্তন করেছে তারা। কেইনের জোড়া গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। আগামী ৬ জুলাই শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ মেক্সিকো।

বেলজিয়াম

নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকের জোড়া গোল এবং অতিরিক্ত সময়ের একেবারে অন্তিম মুহূর্তের পেনাল্টিসহ মিলিয়ে সিয়াটলে এক রোমাঞ্চকর জয়ের দেখা পেল বেলজিয়াম। শুরুতে দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত সেনেগালকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে ইউরোপের এই দেশ।

ম্যাচের বড় একটা সময় পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয়ের পথেই ছিল সেনেগাল। তবে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা বেলজিয়াম অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ম্যাচের ৮৬ মিনিটে। এ সময় রোমেলু লুকাকুর গোলে ব্যবধান কমায় তারা। এর ঠিক তিন মিনিট পর, ৮৯ মিনিটে ইউরি টিলেমান্স বল জালে জড়ালে ২-২ সমতায় শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা। ফলাফল নির্ধারণে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেও সমতা বজায় ছিল। তবে যোগ করা সময়ে, অর্থাৎ ১২৫তম মিনিটে পেনাল্টি পায় বেলজিয়াম। ডান প্রান্ত থেকে টিমোথি কাস্তানিয়ের নিচু ক্রসের সময় ডি-বক্সের ভেতর ইউরি টিলেমান্সকে ফাউল করেন সেনেগালের লামিনে কামারা। ভিডিও সহকারী রেফারির (ভিএআর) সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করে দলকে ৩-২ ব্যবধানের জয় এনে দেন টিলেমান্স নিজেই।

যুক্তরাষ্ট্র

বসনিয়াকে ২০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০০২ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে ম্যাচ জিতল তারা। ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল পেয়েছে স্বাগতিকেরা। প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে প্রথম গোলটি করেন ফোলারিন বালোগান।

এরপর ১০ জনের দল নিয়ে ম্যাচের ৮২ মিনিটে ফ্রিকিক থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন মালিক টিলম্যান। এই দুই গোলের মাঝে ৬৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন প্রথম গোলের নায়ক বালোগান। তবে একজন কম নিয়েও খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয়নি যুক্তরাষ্ট্রকে। দারুণ এই জয়ে শেষ ষোলোয় বেলজিয়ামকে পেল যুক্তরাষ্ট্র। আগামী মঙ্গলবার ভোরে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

বেলজিয়াম

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

চার রায়ের তিনটিতেই হার

(প্রথম পাতার পর)

রায় গেছে ট্রাম্পের বিপক্ষে এবং মাত্র একটি তার পক্ষে এসেছে।স্বাধীন সরকারি সংস্থার ওপর প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব, ফডারেল রিজার্ভ গভর্নরকে অপসারণ, ডাকযোগে ভোটাধিকার এবং যৌন নিপীড়ন ও মানহানির মামলা নিয়ে সোমবার এই রায়গুলো দেওয়া হয়।

স্বাধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের বরখাস্তের ক্ষমতা বৃদ্ধি:

আদালতের প্রথম রায়টি ট্রাম্পের পক্ষে এসেছে। এতে বড় জয় পেয়েছেন তিনি। তার নির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারপতিদের ৬-৩ ভোটের ব্যবধানে দেওয়া এই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই স্বাধীন সরকারি সংস্থার সদস্যদের বরখাস্ত করার অধিকার প্রেসিডেন্টের রয়েছে।

এর মাধ্যমে গত বছর ফেডারেল ট্রেড কমিশনের (এফটিসি) ডেমোক্র্যাট সদস্য রেবেকা স্লটারকে কোনো কারণ ছাড়াই ট্রাম্পের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিল আদালত।

মার্কিন আইন অনুযায়ী, অযোগ্যতা বা অসদাচরণের মতো কারণ ছাড়া ফেডারেল সংস্থার কোনও কমিশনার বা প্রধানকে পদ থেকে অপসারণ করা যায় না। সেই আইনের কারণে রেবেকাকে বরখাস্ত করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এবং তা আদালতে গড়ায়। সেই মামলার রায়েই ট্রাম্প জয়ী হলেন।

আদালতের রায়ের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালের ১টি আইনি নজির বাতিল হল, যা এতদিন এই ধরনের কর্মকর্তাদের সুরক্ষায় কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিয়েছিল। ট্রাম্প এই রায়কে ঐতিহাসিক বলে স্বাগত জানালেও ডেমোক্র্যাটরা এর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ফেডারেল রিজার্ভ গভর্নরের অপসারণে বাধা:

প্রথম ওই রায়ের ব্যতিক্রম হিসেবে ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে বরখাস্ত করার ট্রাম্পের প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ৫-৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের এই রায়ে প্রেসিডেন্টের নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা রক্ষায় শক্ত অবস্থান নেয় আদালত।

১৯১৩ সালে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ট্রাম্পই প্রথম কোনও প্রেসিডেন্ট যিনি ব্যাংকটির গভর্নরকে অপসারণের চেষ্টা করেন। কুকের বিরুদ্ধে ট্রাম্প আবাসন জালিয়াতির অভিযোগ আনলেও আদালত জানিয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি।

ডাকযোগে ভোট গণনার নিয়ম বহাল:

ডাকযোগে ভোট (মেইল-ইন ব্যালট) গণনার নিয়ম বহাল রেখে ট্রাম্পকে একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ৫-৪ ব্যবধানের এই রায়ে মিসিসিপি রাজ্যের ১টি আইন বহাল রাখা হয়, যে অনুযায়ী নির্বাচনের দিন পর্যন্ত পোস্টমার্ক করা ডাকযোগের ব্যালট ভোটের পর ৫ কার্যদিবসের মধ্যে পৌঁছালেও তা গণনা করা যাবে।

রিপাবলিকানদের করা চ্যালেঞ্জ খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, সংবিধান অনুযায়ী কখন ভোট দিতে হবে তা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় আইন, আর কখন ভোট পৌঁছাতে হবে তা দেখভাল করে রাজ্য আইন। ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে মেইল-ইন বা ডাকযোগে ভোটে জালিয়াতি হতে পারে বলে এর বিরোধিতা করে আসছিলেন।

যৌন নিপীড়ন ও মানহানির রায় বহাল:

ম্যাগাজিন কলামিস্ট ই জেন ক্যারলের দায়ের করা যৌন নিপীড়ন ও মানহানির মামলায় ট্রাম্পের আপিল আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ক্যারল ২০১৯ সালে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। ২০২২ সালে আবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শারীরিক নিপীড়ন এবং মানহানির অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় মামলার বিচার আগে শুরু হয়। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পকে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে। ট্রাম্প এই রায় বাতিলের আবেদন জানালেও সর্বোচ্চ আদালত জুরির সর্বসম্মত রায়টিই বহাল রাখে।

অন্য এক আদালতে ওঠে ক্যারলের ২০১৯ সালের দায়ের করা মামলা। সেই মামলাতেও ধাক্কা খেয়েছেন ট্রাম্প। তিনি একে 'ভুয়া মামলা' বলে অভিহিত করলেও ক্যারলের আইনজীবী এটিকে জবাবদিহিতার চূড়ান্ত জয় বলে উল্লেখ করেছেন।

ওদিকে, চলতি সপ্তাহে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয়ে রায় দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।এর মধ্যে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নিলেই স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব পাওয়ার (বার্থরাইট সিটিজেনশিপ) দেড়শ বছরের পুরোনো নিয়ম বাতিলের ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ, স্কুলে ট্রান্সজেন্ডার মেয়েদের খেলাধুলায় নিষেধাজ্ঞা এবং নির্বাচনী প্রচারণার তহবিল সংক্রান্ত রিপাবলিকানদের একটি চ্যালেঞ্জ।

সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়: যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বহাল

(প্রথম পাতার পর)

সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন, ক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই আইনি ঐকমত্যকে পাল্টে দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেওয়া প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আদালতের এই রায়ে ট্রাম্পের সেই নির্বাহী আদেশটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, যা তিনি তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দিনেই জারি করেছিলেন। ওই আদেশে নথিপত্রহীন বা অবৈধ অভিবাসী এবং সাময়িক ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়ার নিয়ম বাতিলের কথা বলা হয়েছিল। রক্ষণশীল ধারার এই সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে চলতি বছর ট্রাম্পের নীতিমালার ওপর এটি দ্বিতীয় বড় ধাক্কা। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে আদালত বিশ্বব্যাপী আমদানির ওপর ট্রাম্পের আরোপিত ব্যাপক শুল্ক নীতি বাতিল করে তার বাণিজ্য নীতির মূল স্তম্ভটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বর্তমান রায়ে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস, বিচারপতি অ্যামি কোনি ব্যারেট এবং তিন উদারপন্থী বিচারপতিসহ মোট পাঁচজন বিচারপতি একমত হয়েছেন যে মার্কিন সংবিধান জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা দেয়। অন্যদিকে, বিচারপতি ব্রেট কাভানো এই সাংবিধানিক যুক্তির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলেও ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশটিকে একটি ফেডারেল আইন লঙ্ঘনের দায়ে অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। রায়ে প্রধান বিচারপতি রবার্টস ট্রাম্প প্রশাসনের সেই যুক্তি খণ্ডন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে নাগরিকত্ব পাওয়ার এই অধিকার কেবল তাদের জন্যই প্রযোজ্য যাদের বাবা-মা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বা মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। রবার্টস তার রায়ে লিখেছেন, কংগ্রেস যদি আমেরিকান নাগরিকত্ব কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইত, তবে নাগরিকত্ব ধারার সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় সেই উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেত।

এদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত এপ্রিল মাস থেকেই এই মামলায় নিজের পরাজয়ের ব্যাপারে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। ওই সময় তিনি সুপ্রিম কোর্টের মৌখিক যুক্তি শুনানিতে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা কোনো ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা। শুনানির পর ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও, গত মাসে এক মন্তব্যে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই মামলায় তার হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতের রায়ের পর ট্রাম্প তার 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতোই আদালত ব্যবস্থাও 'কারচুপিপূর্ণ', আর এই কারণেই দেশের মানুষ তাকে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। ট্রাম্প ও তার সহযোগীদের মূল দাবি ছিল, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়ার এই নিয়ম অবৈধ অভিবাসনকে উৎসাহিত করে, কারণ অভিবাসীরা জানে তাদের সন্তানরা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার পাবে। রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারাও দাবি করেছেন, এই ব্যবস্থার কারণে 'বার্থ ট্যুরিজম' বা জন্ম পর্যটন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বিচারপতি ক্লারেন্স থমাস এবং নিল গোরসুচ ট্রাম্পের এই বক্তব্যের সুর মিলিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। থমাস তার ভিন্নমত্যে লিখেছেন, আদালত অবৈধ অভিবাসী ও বার্থ ট্যুরিস্টদের সন্তানদের নাগরিকত্ব পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আলাদা এক ভিন্নমত্যে বিচারপতি স্যামুয়েল অ্যালিটো বলেন, এই বিষয়টির সমাধান মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কংগ্রেসের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে, ট্রাম্পের এই পরিকল্পনার সমালোচকেরা বলছেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার এই প্রথা গত প্রায় ১৩০ বছর ধরে মার্কিন জীবনধারার একটি অন্যতম ভিত্তি। এটি বাতিল করা হলে প্রতিটি শিশুর বাবা-মায়ের আইনি মর্যাদা যাচাই করতে গিয়ে প্রশাসনকে বিশাল ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হতো। যদিও ট্রাম্পের ২০২৫ সালের জানুয়ারির আদেশে বলা হয়েছিল যে এটি আদেশ কার্যকরের ৩০ দিন পর জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তবুও আইনজীবীদের মতে, এই প্রস্তাব যদি সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখত, তবে দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন নাগরিক হিসেবে বসবাসকারী বহু মানুষের আইনি মর্যাদা নিয়ে এক তীব্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতো।

সর্বস্বান্ত হাজার হাজার বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

থেকে প্রতিনিয়ত 'ফ্রি ভিসার' নামে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও আমিরাত গিয়ে শত শত বাংলাদেশী যুবক প্রতারিত হয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে এসব ভিসায় গিয়ে কর্মীরা সর্বস্বান্ত হলেও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ওই দেশগুলোতে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মীরা সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনেকটাই উদাসীন বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ। এসব ঘটনায় শুধু যে কর্মীরাই প্রতারিত হচ্ছেন তা কিন্তু নয়, দেশের ভাবমর্যাদাও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশ্লেষকরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও কুয়েতে ফ্রি ভিসার কথা বলে রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা প্রতিনিয়ত গ্রামের সহজ সরল মানুষকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। ওই সব কর্মী সেখানে যাওয়ার কিছুদিন না যেতেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করে। ফ্রি ভিসায় যাওয়া কর্মীরা ভালো কাজের সন্ধানে অন্যত্র পালিয়ে কাজ শুরুর চেষ্টা করেন। আর তখনই বাধে বিপত্তি। ফলে কখনো কর্মস্থল থেকে, আবার কখনো হাটবাজার থেকে পুলিশের অভিযানে তারা আটক হন। এরপর তাদের ঠিকানা হয় ওই দেশের কারাগার। সেই কারাগারে কাউকে এক মাস, কাউকে আবার দুই মাস রেখে বিমানের টিকিট দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

এসব হতভাগ্য প্রবাসী রেমিট্যান্সযোদ্ধারাই বিমানবন্দরে নেমে ওই দেশগুলোতে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক এবং তাদের নিয়োগকৃত দালালদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ জানান। এমন অভিযোগ এখন প্রায়ই শোনা যায়। এরপরও ফ্রি ভিসার নামে কর্মীদের পাঠানো সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহির আওতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তেমনটি কেউ শোনেনি বলে অভিযোগ কর্মীদের, যার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।সম্প্রতি সৌদি আরবের সফর জেলে দেড় মাস কারাভোগের পর দেশে ফিরেছেন মোরশেদ আলম সুমন নামের এক রেমিট্যান্সযোদ্ধা। তার দেশের বাড়ি নোয়াখালী। তিনি বর্তমানে থাকেন উত্তরা এলাকায়। শুধু সুমন নয়, তার সাথে সৌদির সফর জেল থেকে নিঃস্ব হয়ে ফিরেছেন আরো কয়েকজন প্রবাসী। ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সুমন গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, আমি ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সৌদি আরব গিয়েছিলাম। সৌদিতে এই বছরের জানুয়ারি মাসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। আমাকে নেয়া হয় থানায়, এরপর জেলে। থানা, জেল আর এয়ারপোর্ট-সবখানে আমার ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। সুমনের অভিযোগ, জেলে থাকা পর্যন্ত আমাদের দূতাবাসের কোনো কর্মকর্তা এক দিনের জন্যও খোঁজ নিতে আসেননি। জেল থেকে ছাড়ার সময় সৌদি কর্তৃপক্ষই বিমান টিকিট দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। কী কারণে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল জানতে চাইলে সুমন বলেন, কোম্পানির কফিলকে টাকা দেয়ার পরও আমার আকামা নবায়ন করে দেয়নি। অবৈধ হওয়ার অভিযোগে পুলিশ একটি বাজার থেকে ধরে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যাদের আকামা নেই তাদেরকেও পুলিশ রাস্তা থেকে ধরে ধরে কারাগারে আটকে রেখেছে। এমন বলে দাবি করেন তিনি।সুমনের মতো অনেক বাংলাদেশী ফ্রি ভিসায় ধরা পড়ে জেলে গিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। হচ্ছেন নিঃস্ব। শুধু সৌদি আরব গিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন তা নয়; আরব আমিরাত, কাতারে গিয়েও একইভাবে অনেকে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। যদিও কিছু দিন ধরে আমিরাতের দুবাইয়ে ভিজিট ভিসা বন্ধ রয়েছে।

দুবাই থেকে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও প্যান ব্রাইট ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসের মালিক রুহুল আমিন মিন্টু বলেন, আসলে ফ্রি ভিসা বলতে কোনো ভিসা নেই। এটা কিছু এজেন্সি ও তাদের বানানো বুলি। মূলত একজন শ্রমিক এমপ্লয়মেন্ট ভিসা নিয়ে দুবাইয়ের একটি কোম্পানিতে আসেন; কিন্তু আসার পর ওই কোম্পানিতে কাজ না করে তিনি পালিয়ে অন্য কোম্পানিতে চলে যান। ওটাকেই দালালরা ফ্রি ভিসার নামে চালিয়ে দেয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুবাইতে এখন অনেক কোম্পানিতে প্রচুর কাজের চাহিদা আছে; কিন্তু আমিরাত সরকার নানা কারণে বাংলাদেশ থেকে কর্মী আনার অনুমতি দিচ্ছে না। তার মতে, এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক তৎপরতা আরো বাড়ানো উচিত। তবে তিনিও স্বীকার করেন, ভিজিট ভিসায় এসে এমপ্লয়মেন্ট ভিসায় রিপ্লেসমেন্ট করতে না পারার কারণে অনেক বাংলাদেশী অবৈধ হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে তখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলেও গিয়েছিলেন।কুয়েত থেকে জালাল উদ্দিন নামের একজন প্রবাসী বলেন, কুয়েতে আগে ফ্রি ভিসার নামে অনেক লোক আসতো। তাদের অনেককে অবৈধ হয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সফর জেলে যেতে হয়েছে। এখনো অনেকে অবৈধ অবস্থায় কুয়েতে আছে। তাদের ধরতে পুলিশ প্রতিনিয়ত অভিযান চালাচ্ছে। ফ্রি ভিসা সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে যারা ভিসার ব্যবসা করেন তারা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন। এরপর চার-পাঁচ লাখ টাকায় একটি ভিসা কিনেন। সেই ভিসায় আসা কর্মীদের কমপক্ষে এক বছর কাজ করার নিয়ম; কিন্তু অনেকেই তার আগে লোভে পড়ে পালিয়ে যায়। তখনই সে অবৈধ হয়ে যায়। তখন পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাকে প্রথমে জেলে নেয়া হয়। এরপর জেল থেকে বিমানে তুলে ওই কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি বলেন, আগে কোম্পানিতে ফ্রি ভিসায় আসা একজন কর্মী পাঁচ বছর সময় পেতেন। এখন কুয়েত সরকার সেটি কমিয়ে এক বছর সময় নির্ধারণ করেছে।শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, চাকরি নিশ্চিত করা ছাড়া কারো বিদেশ যাওয়া একদমই উচিত নয় বলে আমি মনে করি। এ ক্ষেত্রে যারা এই ভিসায় গিয়ে প্রতারিত ও নিঃস্ব হয়েছেন তাদের বিষয়ে সরকারের করণীয় কী হতে পারে- এমন প্রশ্নের জবাবে এই অভিবাসন বিশ্লেষক বলেন, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ওই দেশের সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এসব শ্রমিককে বৈধতা দেয়ার একটা পদক্ষেপ নিতে পারেন। একই সাথে তাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া। তাহলে শ্রমিকদের জন্য ভালো হতো।

বলা বাহুল্য, সৌদি আরবে একজন কফিল (স্পন্সর) পাঁচ-এর অধিক ওয়ার্ক ভিসা (ফ্রি ভিসা) সংগ্রহ করতে পারেন। পরবর্তী সময়ে কারো তিন মাস, কারো ছয় মাস আবার কারো এক বছর মেয়াদি ওয়ার্ক ভিসায় কর্মী নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এসব কর্মীরা জেনে-শুনে ফ্রি ভিসার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব পাড়ি জমান বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এসব কর্মী পরবর্তী সময়ে অন্যত্র (বেশি বেতনে) গিয়ে কাজ শুরু করলেও সময় মতো কফিলের কাছ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে আকামা নম্বর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তখন থেকেই তাদের দুর্ভোগ শুরু হয়। রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা জানান, ফকিরাপুল, নয়াপল্টন এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় থাকা এজেন্সি থেকে গণহারে ফ্রি ভিসায় লোক পাঠানোর ব্যবসা চলছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে গিয়ে কর্মীরা কাজ না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা এবং পুলিশে ধরা পড়ার ঘটনা বাড়তে থাকায় ফ্রি ভিসায় কর্মী পাঠানোর সংখ্যা কমেছে বলে জানান তারা। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ বড় বড় নিয়োগকারী কোম্পানিতে গিয়েও বাড়তি বেতনের লোভে অন্য কোম্পানিতে গিয়ে অনেক শ্রমিক বিপদে পড়ছেন বলেও জানান তারা।

বিদেশি নাগরিকদের জরুরি সতর্কবার্তা

(শেষ পাতার পর)

সুবিধার অপব্যবহার করলে ভিসা বাতিলসহ কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তারা। শনিবার (২৭ জুন) ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোনো বিদেশি দর্শনার্থী বা পর্যটক যদি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে সেখানকার করদাতাদের অর্থে পরিচালিত কোনো জনকল্যাণমূলক সুবিধার অপব্যবহার করেন কিংবা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তবে তাদের কঠোর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় নিজের খরচ নিজে বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকার ওপরও জোর দিয়েছে দূতাবাস। এতে উল্লেখ করা হয়, অনভিবাসী বা অস্থায়ী ভিসাধারীরা এই ধরনের অনিয়মে জড়ালে তাদের বর্তমান ভিসা সরাসরি বাতিল করা হতে পারে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে তাদের জন্য মার্কিন ভিসা পাওয়ার পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ বা অযোগ্য ঘোষণা করা হতে পারে।

কানাডায় ২৯ লাখ প্রবাসীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

(শেষ পাতার পর)

গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বিদেশি কর্মী, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও অন্যান্য অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে কানাডায় প্রায় ২৯ লাখ মানুষের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। এর মধ্যে কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও রয়েছে। চলতি বছরে দেশটি মাত্র তিন লাখ আশি হাজার স্থায়ী বাসিন্দা বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টসের আসন রেখেছে। ফলে চলতি বছরে ১০ লাখেরও বেশি মানুষের কানাডায় থাকার বৈধ পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটে রয়েছে, তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এ ছাড়া তাদের পরিবারের সদস্যরা, যারা ইতিমধ্যে কানাডার স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ ও খাদ্য শিল্পে বছরের পর বছর কাজ করে দেশটির অর্থনীতিতে অবদান রেখেছেন, তারাও অনিশ্চয়তার মুখে পড়বেন।

দেশটির মোট টেম্পোরারি রেসিডেন্টের প্রায় ৫০ শতাংশ দক্ষিণ এশিয়ানও এর মধ্যে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থী ও কর্মীরাও এই সংকটের বাইরে নন।

উল্লেখ্য, ওয়ার্ক পারমিট ধারীদের বিনা স্টাডি পারমিটে পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ ২৭ জুন শেষ গেছে। ইতোমধ্যে অনেকেই ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির চাকাকে শক্তিশালী করতে একের পর এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছেন। তবে আশার কথা, দেশটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরও অনেকের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।অন্যদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারের এটি একটি পরিকল্পিত নীতি, যার উদ্দেশ্য টেম্পোরারি বাসিন্দাদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বহাল : সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত মামদানির

বাংদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বহাল রেখে এবং বৈধ কাগজপত্রবিহীন বা অস্থায়ী ভিসাধারী অভিবাসী বাবা-মায়ের যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া সন্তানদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করার ট্রাম্প প্রশাসনের নির্বাহী আদেশ বাতিল করার পর নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান কওয়ামে মামদানি এক বিবৃতি দিয়েছেন।

৩০ জুন মেয়র মামদানি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দেড় শতাব্দীরও বেশি আগে অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করেছে-যে কেউ আমেরিকার মাটিতে জন্ম নিলে, সে একজন মার্কিন নাগরিক। তার ত্বকের রঙ, বাবা-মায়ের জন্মস্থান, ধর্মীয় পরিচয় বা বাড়িতে কোন ভাষায় কথা বলা হয়-এসব বিষয় নাগরিকত্ব নির্ধারণে কোনো প্রভাব ফেলে না।

তিনি বলেন, এই বিষয়টি কখনোই বিতর্কের হওয়া উচিত ছিল না। ফেডারেল প্রশাসন সংবিধানের অন্যতম স্পষ্ট নিশ্চয়তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা নির্ধারণ করতে পারে কে এই দেশের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নয়। আজ আদালত সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে। মেয়র আরও বলেন, নিউইয়র্ক সিটি জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের শক্তির জীবন্ত উদাহরণ। অভিবাসী পরিবারের সন্তানরাই আজ শহরের শিক্ষক, নার্স, নির্মাণ শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিল্পী, সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ প্রতিবেশী হিসেবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। অভিবাসী পরিবারগুলোর উদ্দেশে তিনি বলেন, পাঁচটি বরো জুড়ে বসবাসরত প্রতিটি অভিবাসী পরিবারকে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাইড়আপনারা এই শহরেরই অংশ। আপনাদের সন্তানরাও এখানকারই অংশ। কোনো আদালত আপনাদের মানবিক মর্যাদা কেড়ে নিতে পারে না। কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা এই সত্য পরিবর্তন করতে পারবে না যে, এই দেশের বৈচিত্র্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। মেয়র মামদানি আরও অঙ্গীকার করেন, যতদিন তিনি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, ততদিন শহর অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা করবে, তাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখবে এবং আরও উন্নত আমেরিকা গড়ার সংগ্রামে তাদের পাশে থাকবে।

FULL-TIME RADIOLOGIC TECHNOLOGIST & TECHNICIAN NEEDED

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree in Radiologic Technology. **Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com."**

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters

718-545-2600, 917-834-9269

21-83, Steinway St. Astoria, NY 11105

বাংলাদেশ সোসাইটির মোট সদস্য ৩৫ হাজার ৩২১

(শেষ পাতার পর)

৩২১ জন ভোটার তালিকা নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এরমধ্যে আজীবন সদস্য ১০২৬ এবং নতুন সদস্য ৩৪২৯৫ জন। নতুন আজীবন সদস্য হয়েছেন ১৬ জন। সব মিলিয়ে মোট আয় হয়েছে ৬ লাখ ২৯ হাজার ৪০০ ডলার। তার মধ্যে ৩ হাজার ৫০০ ডলার আয় হয়েছে আজীবন সদস্য থেকে।

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি ইতোমধ্যে আবু নাসেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। কমিশন প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হাতে পেলেই নির্বাচনী তফসিলসহ পরবর্তী আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করবে। কার্যকরী কমিটি ভোটার হওয়ার শেষ সময় নির্ধারণ করেছিল ৩০ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা সোসাইটির কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন, তাদের আবেদন গ্রহণ করা হয়।

এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। একটি প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। অপর প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু এবং সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ। যদিও দুই পক্ষই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেনি। ভোটার আবেদন জমা দেওয়ার পরই প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।

৩০ জুন বিকেল থেকেই সোসাইটির কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটার আবেদন জমা দেওয়া শুরু হয়। প্রথমে কুনু-ফিরোজ প্যানেল এবং পরে সেলিম-আলী প্যানেলের পক্ষ থেকে বিপুলসংখ্যক আবেদন জমা দেওয়া হয়। অনেকেই বড় বড় প্যাকেটভর্তি আবেদনপত্র নিয়ে কার্যালয়ে আসেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই আবেদন গ্রহণ চললেও নির্বাচনী কৌশলের অংশ হিসেবে অধিকাংশ আবেদন শেষ দিনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। ভোটার আবেদন জমা দেওয়ার সময় সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদসহ সোসাইটির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, নির্বাচন কমিশনের সদস্য এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।নির্বাচনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, এখন জমা পড়া সব আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, সদস্যপদ ফি মিলিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। এ প্রক্রিয়া শেষ হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

ইউজারনেম ব্যবহার করেই লগইন করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপে

বাংলাদেশ ডেস্ক : হোয়াটসঅ্যাপের ৩০০ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারীর জন্য একটি বড় প্রাইভেসি ফিচার যুক্ত হতে যাচ্ছে। এখন থেকে ব্যবহারকারীরা ফোন নম্বরের পরিবর্তে নির্দিষ্ট 'ইউজারনেম' বা ব্যবহারকারী নাম ব্যবহার করতে পারবেন। মেটার মালিকানাধীন এই যোগাযোগ মাধ্যমটি সোমবার জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই অনন্য ইউজারনেম রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করার সুযোগ দেয়া শুরু করেছে। এ খবর দিয়েছে আল জাজিরা। ফিচারটি চালুর ফলে চলতি বছরের শেষের দিকে ব্যবহারকারীরা চাইলে তাদের ফোন নম্বর পুরোপুরি লুকিয়ে রাখতে পারবেন এবং শুধুমাত্র ইউজারনেমের মাধ্যমে অন্যদের সাথে যোগাযোগের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, এটি একটি মূল প্রাইভেসি ফিচার হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে, যার কোনো পাবলিক ডিরেক্টরি বা অটো-কমপ্লিট সাজেশন থাকবে না।

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির সাথে প্রথমবার যোগাযোগ করতে হলে তার সঠিক ইউজারনেমটি হুবহু জানতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপের প্রোডাক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালিস নিউটন-রেক্স সাংবাদিকদের বলেন, আমরা এটিকে একটি কোর প্রাইভেসি ফিচার হিসেবে তৈরি করেছি। প্রথমবার যোগাযোগের জন্য অপর প্রান্তের মানুষকে আপনার সঠিক ইউজারনেমটি জানতে হবে। বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপের প্রাইভেসি সেটিংস মূলত নির্দিষ্ট নম্বর ব্লক করা কিংবা অপরিচিত কলারদের সাইলেন্ট করে রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও প্রোফাইল নাম যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে, তবে সেটি কেবল চ্যাট গ্রুপে তাদের জন্যই দৃশ্যমান হয় যাদের কাছে নম্বরটি সংরক্ষিত নেই। নতুন এই পরিবর্তনের ফলে আকর্ষণীয় এবং অনন্য ইউজারনেমগুলো লুফে নেয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা তৈরি হতে পারে। আর এই কারণেই হোয়াটসঅ্যাপ আগেভাগেই ইউজারনেম সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি শুরু করেছে। মেটার অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেমন ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকের নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটাররা হোয়াটসঅ্যাপে তাদের একই ইউজারনেম দাবি করার সুযোগ পাবেন। এই ইউজারনেমগুলো ৩ থেকে ৩৫ অক্ষরের মধ্যে হতে হবে। এছাড়া কোনো সেলিব্রিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় নকল বা অপব্যবহার রোধ করতে হোয়াটসঅ্যাপ হাই-প্রোফাইল নামের ইউজারনেমগুলো আগে থেকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বা হোল্ডে রাখবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সমস্ত ব্যবহারকারী এই সুবিধাটি পর্যায়ক্রমে পেতে শুরু করবেন।

ব্রঙ্কসে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার বাংলা মেলা

(শেষ পাতার পর)

প্রায় দশ সহস্রাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে প্রবাসে এক মিলনমেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানটি। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং বাকার থিম সং পরিবেশনের মধ্য দিয়ে রঙিন বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ। সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্ব পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু ও সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। যৌথভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল এবং বিশিষ্ট উপস্থাপক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আশরাফুল হাসান বুলবুল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানু নেওয়াজ, যুক্তরাজ্য থেকে আগত নুকপ ইউকের সভাপতি জুবেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী, মিশিগানের ওয়ারেন সিটি ক্রাইম কমিশনার সুমন কবির, তাহমিদ চৌধুরী, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড নাইন-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন. মজুমদার, এনওয়াইপিডির লেফটেন্যান্ট বিলাল উদ্দিন, সিপিএ আহাদ আলী, অ্যাডভোকেট রেজওয়ানা সেতু, সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি ও মেলা কমিটির আহবায়ক মাকসুদা আহমেদ। এছাড়া সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি ফয়সল আহমেদ, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, শাহ কামাল উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ রনি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং মেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী সালমা সুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নজমুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শাহ ইকবাল রাজু, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশিকুল হক, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আলিমুল ইসলাম বান্টি, স্কুল শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইসকন্দর আলী মিন্টু, দপ্তর সম্পাদক এমডি লুৎফুর রহমান, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মায়া এনেজলিনা, কার্যকরি পরিষদ সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম, জুবায়ের আহমেদ, মিথিলা শারমিন বাঁধন, শেখ শাকিল হোসেন শিমুল। মেলায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, জুনেদ চৌধুরী, মেরি জোবাইদা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর রকিব মন্টু, বেলা ইসলাম, সিপিএ জাকির চৌধুরী, কাওসারুজ্জামান কয়েছ, রোমানা আহমেদ, খাইরুল ইসলাম পাখি, সৈয়দ এনাম আহমেদ, আব্দুর রব কাওসার, শেখ জামাল হোসেন, ইমরান শাহ রন, ফারমিস আকতার, জামাল আহমেদ, রিয়েলটর আজাদ, মাসুম আহমেদ, সোহান আহমেদ টুটুল, রেজা আব্দুল্লাহ, সাংবাদিক এমদাদ দিপু, মোতাসিম বিল্লাহ তুষার, সিদ্দিকুর রহমান সুমন প্রমুখ। মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া, রন্টি দাশ, রেশমী মির্জা, স্বপ্নীল সজিব, অনিক রাজ ও এজাজ আহমেদ। নৃত্য পরিবেশন করেন উদীয়মান শিল্পী মায়া এঞ্জেলিনা। পুরো মেলা প্রাঙ্গণ বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, সাধক ও মনীষীদের ছবি ও বাণীসম্বলিত ফেস্টুনে সজ্জিত করা হয়, যা দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহ নেওয়াজ বলেন, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের মাধ্যমে মানুষের সেবা করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি প্রবাসে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল মেলায় আগত দর্শক-শ্রোতা, স্পন্সর ও সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতেও প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি বিকাশে বাকার কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

আহমেদ এইচ. খানের 'ঐশী উপলব্ধির সন্ধানে' আত্মাঅন্বেষণ, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতার বার্তা

(শেষ পাতার পর)

খান। তাঁর গ্রন্থ 'পারস্যুইট অব দ্য ডিভাইন ইনসাইট' নিয়ে ২৮ জুন রোববার বিকালে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ঠিকানা হাবে এক মননশীল আলোচনা অনুষ্ঠানের এ আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বইটির মূল ভাবনা, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমান সময়ে আত্মিক চর্চা ও মুক্তচিন্তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত বক্তারা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বে মানুষ ক্রমেই প্রযুক্তিনির্ভর, প্রতিযোগিতামুখী এবং বাহ্যিক সাফল্যের পেছনে ছুটছে। কিন্তু এই দৌড়ঝাঁপের ভেতরে মানুষ অনেক সময় নিজের অন্তর্জগত, আত্মপরিচয় ও নৈতিক বোধ থেকে দূরে সরে যায়। এমন বাস্তবতায় 'পারস্যুইট অব দ্য ডিভাইন ইনসাইট' পাঠককে থেমে ভাবতে, নিজের ভেতরে তাকাতে এবং জীবনের গভীর অর্থ অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে।

বইটির অন্যতম মূল বক্তব্য হলো- 'দ্য ডিভাইন হুইসপারস টু দোজ হু সিক উইথ অ্যান ওপেন মাইন্ড', অর্থাৎ, যারা উন্মুক্ত মন নিয়ে সত্যের *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান

NORTH BENGAL FOUNDATION INC.

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক

নবনির্বাচিত কমিটি, ২০২৬-২৭-এর

অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্মানীত সুধী,

আসসালামু আলাইকুম,

আসছে জুলাই ০৫,২০২৬ রোজ রবিবার প্রবাসে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক (১৬ জেলা)-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি - ২০২৬ - ২০২৭, এর অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, আপনার সদয় উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত ও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

অনুষ্ঠানে স্বপরিবারে আপনি আমন্ত্রিত।

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস

37-11 57th Street Woodside, NY 11377

৫ই জুলাই-২০২৬, রবিবার

সন্ধ্যা ৬.০০ - রাত ১১.০০

আমন্ত্রণেঃ

ডাঃ মোঃ আব্দুল লতিফ
আহবায়ক ও প্রধান উপদেষ্টা
৯১৭-৫১৯-৪৮০৫

মোঃ রাকিবুজ্জামান খান (তনু)
প্রতি সহকারী
৭১৮-২০০-৪৬৮৩

মোঃ রোকনুজ্জামান (রোকন)
সদস্য সচিব
৭১৮-৭৯৫-৮৫৫৩

ডাঃ চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান
সভাপতি

নাসির আলী খান পল
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড

হাসানুজ্জামান হাসান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

মোজাফফর হোসেন
সাধারন সম্পাদক

সংগীত শিল্পীঃ

নাসু আকন্দ, আরিফ ইসলাম,
ডাঃ নাগিস রহমান, তামকিনুল হক,
মোঃ জোহর উদ্দিন খান, মোঃ মসিহুল্লাহ

উপদেষ্টামন্ডলীঃ ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ (প্রধান উপদেষ্টা) , ডাঃ মঞ্জুরুল হাসান, ড. রুহুল কুদ্দুস, দবিরুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম টুকু, আল যুবায়ের বাচ্চু, এ্যাডঃ মাহবুবার রহমান বকুল, মনিরুল ইসলাম, মোঃ আকবর আলী, ডাঃ আবুল কালাম, গোলাম আজাদ

ট্রাস্টি বোর্ডঃ নাসির আলী খান পল (চেয়ারম্যান), ডাঃ মামুদুল হাসান, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আহসানুল্লাহ ফিলিপ, ডাঃ নাজিবুর রহমান পিপুল।

কার্য নির্বাহী সদস্যঃ মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি), মোঃ রাকিবুজ্জামান খান (তনু) (প্রতিঃ সাঃ সম্পাদক), মোহাম্মদ আবদুস সালাম, শামীম আহমেদ , মোস্তফা কামাল মিল্টন , মোহাম্মদ রাজু আহমেদ (যদু), মোহাম্মদ আব্দুর রকিব, মোঃ আরিফ হোসেন, মোঃ বিপুল সরকার, মোঃ আমির হোসেন,

কার্যকারী কমিটিঃ ডাঃ চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান - সভাপতি, এবিএম মিজানুর হাসান - সিনিয়র সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ আবু তাহের - সহ-সভাপতি, মোতাহার হোসেন - সহ-সভাপতি, তামকিনুল হক - সহ-সভাপতি, মোঃ শমসের আলী - সহ-সভাপতি, এম এ রশিদ - সহ-সভাপতি, মোজাফফর হোসেন - সাধারণ সম্পাদক, মোঃ শফিউল আলম - যুগ্ম সাধারন সম্পাদক, মোঃ মিজানুর রহমান (মিলন) - সহ-সাধারণ সম্পাদক, মোহাম্মদ জোহর উদ্দিন খান - সহ-সাধারণ সম্পাদক, মোঃ রাজাদীন হায়াত - সহ-সাধারণ সম্পাদক, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া (কানন) - কোষাধ্যক্ষ, মোঃ শরিফুল ইসলাম - সহ-কোষাধ্যক্ষ, মোঃ রোকনুজ্জামান (রোকন) - সাংগঠনিক সম্পাদক, মোঃ মাহবুব হোসেন - সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, মোঃ আব্দুল অলিম মিয়া - সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ডাঃ নাগিস রহমান - সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মোঃ মসিহুল্লাহ - সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, রোকশানা আরা - মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, মোঃ সফিকুল ইসলাম - প্রচার সম্পাদক, এ এইচ এম কামাল (মিল্টন) - ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক, আনিক রেজওয়ানা স্মৃতি - সহ-ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক, শাহ মোহাম্মদ ফরিদ - দপ্তর সম্পাদক, মোহাম্মদ মিয়া দুলু - অভিবাসন ও মানবাধিকার সম্পাদক, সায়মা বেগম রিনা - শিক্ষা ও কমিউনিটি উন্নয়ন সম্পাদক,

জেলা প্রতিনিধিঃ মোঃ সামিউল হক রাজশাহী, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন দিনাজপুর, মোঃ ইসমাইল হোসেন (স্বপন)পাবনা, মোঃ শাহীন আলম নাটোর, আব্দুর রাজ্জাক আলী রংপুর, মোঃ ইউসুফ আলী বগুড়া, মোঃ আমিরুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ, মোঃ রেজাউল ইসলাম নওগাঁ, রাজু আহম্মদ পঞ্চগড়, মোঃ দেলোয়ার হোসেন নীলফামারী, সাদিউর রহমান (সাদী) কুড়িগ্রাম, - আবদুস সালাম শাহজাহান লালমনিরহাট, মোঃ জাহিদুর রহমান জেমস গাইবান্ধা, মোঃ জাকির হোসেন জয়পুরহাট, মোঃ আব্দুল্লাহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মোঃ ইকরামুল হক ঠাকুরগাঁও।

ডাঃ চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান
সভাপতি, ৯১৭-৩১৯-৪৪০৬

শুভেচ্ছান্তে,

মোজাফফর হোসেন
সাধারন সম্পাদক, ৯১৭-৭১০-৩৫৮২

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জেবিবিএ'র উদ্যোগে পবিত্র আশুরা পালিত

(শেষ পাতার পর)

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের (জেবিবিএ) উদ্যোগে আয়োজিত এ মাহফিলে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশ নেন। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জেবিবিএ সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের শাহজাদা মাইজভান্ডার দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন সৈয়দ মাসহুক মঈনুদ্দীন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকার আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফের ইমাম সৈয়দ ফয়েজ হারামাইন খলিলউল্লাহ। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের আহলে বাইত মসজিদের ইমাম সৈয়দ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী বদরপুরী। অনুষ্ঠানে বক্তারা পবিত্র আশুরার তাৎপর্য এবং কারবালার শোকাবহ ঘটনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা বলেন, কারবালার প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের আত্মত্যাগ শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্য, ন্যায়, ইনসাফ এবং আত্মত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অন্যায়, জুলুম ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নেওয়ার শিক্ষা দেয় কারবালার ইতিহাস।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে বিভেদ, হিংসা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্য, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কারবালার শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ অনুসরণের পাশাপাশি ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচল থাকার আহ্বান জানান তারা।মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত, হামদ-নাত, জিকির-আজকার এবং শাহাদাতে কারবালার ওপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মুসলিম উম্মাহর শান্তি, ঐক্য, সমৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। একই সঙ্গে কারবালার সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত এবং তাঁদের আত্মত্যাগের আদর্শ অনুসরণের তাওফিক কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেবিবিএ নেতা গিয়াস আহমেদ বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং কারবালার আত্মত্যাগের শিক্ষা তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত রাখতে এ ধরনের অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।মাহফিল শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দোয়া ও শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। আয়োজকদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান উপস্থিত প্রবাসীরা। তাদের মতে, ব্যস্ত প্রবাস জীবনের মধ্যেও এ ধরনের ধর্মীয় আয়োজন একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মকে ইসলামের ইতিহাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়।

মুনা সোস্যাল সার্ভিসের কমিউনিটি ফেস্ট

(শেষ পাতার পর)

জন্যই মুনা কাজ করে যাচ্ছে। গত শনিবার নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বাইতুল মা'মুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের সামনে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) সোশাল সার্ভিসের উদ্যোগে দিনব্যাপী "ক-মিউনিটি ফেস্ট" অনুষ্ঠানের সমাপণী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুনা সোসাল সার্ভিসের উদ্যোগে আয়োজিত ৩ পর্বের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ও নিউ-ইয়র্ক শিশুদের পুরস্কার বিতরণী পর্বে সভাপতিত্ব করেন মুনা সোসাল সার্ভিসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব সাফায়েত হোসাইন সাফা, পুরস্কার বিতরণ করেন মুনার ন ্যশানাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব আরমান চৌধুরী সিপিএ, ন ্যশানাল এসিস্ট ্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ, সোসাল সার্ভিস এসিস্ট ্যান্ট ডিরেক্টর মুশারফ মওলা সুজন, নিউ ইয়র্ক সাউথ জোন প্রেসিডেন্ট ইমদাদুল্লাহ, নর্থ জোন প্রেসিডেন্ট মুমিনূল ইসলাম মজুমদারসহ মুনার নেতৃবৃন্দ ।

অনুষ্ঠানের মুল পর্বে মুনা সোস্যাল সার্ভিসের চেয়ারম্যান ও মুনার এসিস্টেন্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আবদুল্লাহ আল আরিফপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মুনা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী, নিউইয়র্কের ৭ম দিস্ট্রিক্ট কনগ্রেশনাল প্রার্থী ক্লেয়ার বেলডেজ,কাউন্সিল মেম্বার স্যানডি নার্স,ডেমোক্রেটিক এসেম্বলি প্রার্থী ডেভিড অর্কিন,নিউইয়র্ক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এলডেন ফোস্টার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর ডিয়ন হিন্স,মেয়র অফিসের কর্মকর্তা,মুসলিম লিয়াশন,নিউইয়র্ক পুলিশের লেফটেন্যান্ট এমডি লতিফ, *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলের উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল। নান্দনিক পরিবেশ, ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারের স্বাদ, আধুনিক পরিবেশন এবং সামাজিক আয়োজনের জন্য সুসজ্জিত পার্টি হলড়সবকিছুর সমন্বয়ে কুইন্সের জ্যামাইকা অ্যাভিনিউতে উদ্বোধন হওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই প্রবাসীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকেই ছিল অতিথিদের ভিড়, প্রশংসা কুড়িয়েছে খাবারের মান, পরিবেশ ও আতিথেয়তা।

গত ২৬ জুন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার আকাশ রহমান ও এশা রহমান বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি কামনা করেন। দোয়া ও মোনাজাত শেষে সবার মাঝে পরিবেশন করা হয় রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু খাবার। অপেক্ষার ফল একটু বেশিই মধুর হয়। আর এজন্যই বুঝি সবার মুখে হাসির ঝিলিক আর অন্তরে আনন্দের ধারা। দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষা শেষে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের সিস্টার কনসার্ন আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল।

সাপ্তাহিক সাদাকালোর নির্বাহী সম্পাদক কাশেম মোহাম্মদের সঞ্চালনায় শুরুতেই ফিতা কেটে ও রঙিন বেলুন উড়িয়ে স্বপ্নের এ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার আকাশ রহমান ও এশা রহমান। এ সময় সংগীত ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের খ্যাতিমান অতিথি ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ায় সদ্য যাত্রা করা প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি কামনার পাশাপাশি আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের সামগ্রিক মঙ্গল কামনা করা হয়। রেস্তোরাঁটির নান্দনিক অন্দরসজ্জা, লাইভ ট্রি এবং দৃষ্টিনন্দন আলোর বিন্যাস দেখে অতিথিরা স্বীকার করেন, প্রবাসীদের প্রিমিয়াম ফাইন ডাইনিংয়ের এক ভিন্ন আমেজ দেবে আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল। মান আপসহীন, স্বাদ সীমাহীন!'-এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করা আশা রেস্টুরেন্টের মূল আকর্ষণ এর খাবারের আভিজাত্য ও স্বাদের ভিন্নতা। এখানকার দক্ষ ও অভিজ্ঞ শেফের তত্ত্বাবধানে ঐতিহ্যবাহী খাঁটি বাঙালি খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন যে কেউ। প্রতিটি ডিশ পরিবেশনেও রাখা হয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এছাড়া রেস্টুরেন্টের নিচতলায় রয়েছে আধুনিক ও সুপরিসর একটি দৃষ্টিনন্দন পার্টি হল; যেখানে বিয়ে, জন্মদিন কিংবা করপোরেট গেট-টুগেদারের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের সব ধরনের রাজকীয় আয়োজন করা সম্ভব। রেস্টুরেন্ট পরিদর্শনের পাশাপাশি চলে ভরপুর ভূরিভোজ। প্রথম দিন অতিথিদের জন্য ছিলো স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি। এছাড়া বিফ বিরিয়ানি, হাঁসের মাংস, চালের রুটি, স্পেশাল সবজি, ফিশসহ নানা পদের মজাদার খাবারের স্বাদ নিতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন ভোজনরসিকের দল। দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এরপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামলেও ক্রেতার ঢল যেন শেষ হওয়ার নয়। প্রথম দিনের খাবারের মান ও স্বাদে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কোয়ালিটি এভাবে ধরে রাখার আহ্বান জানান ক্রেতারা। কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্রেতাদের রসনাতৃপ্তিতে প্রতিদিনই থাকবে লাইভ ফুড কাউন্টার ও নানা স্বাদের স্পেশাল সিগনেচার আইটেম। সেই সঙ্গে উদ্বোধনী আমেজকে আরো রঙিন করতে থাকছে আকর্ষণীয় সব বিশেষ অফার। ১৭৬-২০ জ্যামাইকা অ্যাভিনিউয়ের আভিজাত্যের এ আঙিনায় সপরিবারে আমন্ত্রিত আপনিও।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আড়াই শতাব্দী

(প্রথম পাতার পর)

কংগ্রেসের বৈঠকে। এর আগেই ১৭৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমেরিকার তৎকালীন ১৩টি ব্রিটিশ কলোনি বা উপনিবেশ। টানা আট বছর, চার মাস, দুই সপ্তাহ, একদিন যুদ্ধের অবসান ঘটে ১৭৮৩ সালে ৩ সেপ্টেম্বর। এই যুদ্ধ ১৩ উপনিবেশের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। পরবর্তীতে তাতে যুক্ত হয় ফরাসী, স্পেনিশ ও ক্যারাবি-য়ানরাও। ব্যাপক প্রাণহানিও ঘটে এই যুদ্ধে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত দেশটির ১৩টি রাজ্যই একসময় ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। দীর্ঘ লড়াই ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তীতে প্রায় ডজনখানে যুদ্ধে জড়িয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে। উনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশকে মোকাবিলা করেছে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। অবলুপ্তি ঘটেছে দাসত্ব প্রথার। অবকাঠামোর অভিনব উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বিকাশ ঘটেছে গণতন্ত্রের। অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিমত্তায় কেড়ে নিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় এখন ক্ষমতায় আছে ৪৭তম প্রেসিডেন্ট। আইন, বিচার বিভাগ, ও প্রশাসন পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখছে রাষ্ট্র পরিচালনায়। দীর্ঘ আড়াই শতাব্দীতে নানা উত্থান-পতন, যুদ্ধ বিগ্রহের পরও অটুট রয়েছে মূল সংবিধান। বিশ্বের অভিবাসীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এবারের স্বাধীনতা দিবস নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র একটি ঐতিহাসিক দলিল। গ্রেট ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধরত যুক্তরাষ্ট্রের তেরটি উপনিবেশ নিজেদের ব্রিটিশ শাসনের বাইরে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে ঘোষণা করে এবং এর মাধ্যমে গঠন করে যুক্তরাষ্ট্র নামে নতুন রাষ্ট্র। কংগ্রেসে ভোটাভুটির জন্য আগেই আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার একটি খসড়া প্রস্তুত করে রেখেছিলেন পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর ১ বছরেরও বেশি সময় পরে ২ জুলাই কংগ্রেস ভোট দান করে গ্রেট ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় ৪ জুলাই, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয় যে তারিখে। স্বাধীনতার মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করে ঘোষণাপত্রটি। যা অনুপ্রেরণা যোগায় বিভিন্ন দেশের অনেক সমশ্রেণীর দলিল প্রণয়নে এবং ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অনুসৃত হয় মধ্য ইউরোপ সহ অন্যান্য দেশে। ১৭৭৬ সালের জুলাইতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হওয়ার সময়, তের উপনিবেশ ও গ্রেট ব্রিটেন এক বছরেরও বেশি সময় ছিল যুদ্ধরত। উপনিবেশসমূহ এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করেছিল ১৭৬৩ সাল থেকেই। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৭৬৫ সালের স্ট্যাম্প অ্যাক্ট ও ১৭৬৭ সালের টাউনশেন্ড অ্যাক্টস উপনিবেশসমূহ থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যদিও তাদের উপর কর আরোপের কোন অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ছিল না। ম্যাসাচুসেটস প্রদেশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ১৭৭৪ সালে উপনিবেশগুলিতে অসহিষ্ণু আইন হিসেবে পরিচিত কোয়ার্সিভ অ্যাক্ট পাস করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। বিষয়টি একটি সংকটে পরিণত হয় ১৭৭৩ সালের বোস্টন টি পার্টির জন্য। ১৭৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলাডেলফিয়ায় ১ম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এর পাল্টা জবাব দিতে। তখনো সমঝোতার আশা করত কিছু ঔপনিবেশিক। স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে সমর্থন আরো বেড়ে যায় যখন এটা সুনিশ্চিত হয় যে রাজা জর্জ তার মার্কিন প্রজাদের বিরুদ্ধে জার্মানির সৈন্যদের ভাড়া করেন। ফলে ১৭৭৬ সালের এপ্রিল ও জুলাইয়ের মধ্যে ঘোষিত হয় একটি জটিল রাজনৈতিক যুদ্ধ ।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস বা চতুর্থ জুলাই হলো জাতীয় দিবস। একটি ফেডারেল ছুটির দিন। এই দিনটি পালিত হয় ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদনের স্মরণে। কংগ্রেসে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠাতা জনকেরা ঘোষণা করেছিলেন যে, তেরটি উপনিবেশ আর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বা রাজা তৃতীয় জর্জের অধীনে নেই। বরং তারা এখন সম্মিলিত, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। কংগ্রেস ১৭৭৬ সালের ২ জুলাই প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিয়ে স্বাধীনতা অনুমোদন করে। স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেওয়ার পর, কংগ্রেসের মনোযোগ যায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের দিকে।এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা সম্বলিত বিবৃতিটি তৈরি করতে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি টমাস জেফারসনকে এর প্রথম খসড়া লেখার দায়িত্ব দেয়। জেফারসন কমিটির অন্য চার সদস্যের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলেও, মূলত তিনি একাই ১৭৭৬ সালের ১১ থেকে ২৮ জুনের মধ্যে এই তৈরি করেন খসড়াটি। এই ১৭ দিন তিনি ফিলাডেলফিয়ার ৭০০ মার্কেট স্ট্রিটের একটি তিনতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। বাড়িটি বর্তমানে ডিক্লারেশন হাউস নামে পরিচিত, যা ইন্ডিপেন্ডেন্স হলের খুব কাছেই অবস্থিত। অবশেষে ৪ জুলাই কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে অনুমোদন কওে ঘোষণাপত্রটি। এর দুই দিন পর, ৪ জুলাই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উদযাপনের লক্ষ্যে স্বাধীনতা দিবসে সাধারণত আয়োজন করা হয় আতশবাজি, শোভাযাত্র, বারবিকিউ, কার্নিভাল, মেলা, পিকনিক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, বেসবল খেলা, পারিবারিক পুনর্মিলনী, রাজনৈতিক বক্তৃতা ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানের। শুরু থেকেই ৪ জুলাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে আসছে আমেরিকানরা। রোড আইল্যান্ডের ব্রিস্টলে ১৭৭৭ সালের ৪ জুলাইকে সম্মান জানিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় তোপধ্বনি করা হয় তেরটি করে। যা ছিল আধুনিক আমেরিকানদের উদযাপনের মতোই। লাল, সাদা ও নীল রঙের পতাকায় সাজানো হয়েছিল বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলোকে। নিউ জার্সির নিউ ব্রান্সউইকের কাছে ১৭৭৮ সালে, রস হলের সদর দপ্তর থেকে তোপধ্বনির মাধ্যমে ৪ জুলাই উদযাপন করেন জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন। ১৭৭৯ সালের ৪ জুলাই রবিবার হওয়ায় পরদিন সোমবার, উদযাপন করা হয় ৫ই জুলাই ছুটি। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল কোর্ট প্রথম রাজ্য আইনসভা হিসেবে ৪ জুলাইকে রাষ্ট্রীয় উৎসবের স্বীকৃতি দেয় ১৭৮১ সালে।

নর্থ ক্যারোলাইনার সেলেমে ১৭৮৩ সালে দ্য সাম অব জয় শিরোনামে জোহান ফ্রিডরিখ পিটারের সংকলিত একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয় দিনটি। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবসকে ফেডারেল কর্মচারীদের জন্য অবৈতনিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা কওে ১৮৭০ সালে। কংগ্রেস ১৯৩৮ সালে এটিকে বেতনসহ ফেডারেল ছুটিতে রূপান্তরিত করে। এই দিনে সব ধরনের জরুরি নয় এমন ফেডারেল প্রতিষ্ঠান যেমন ডাক বিভাগ এবং ফেডারেল আদালত বন্ধ থাকে। আইনগতভাবে ছুটি ৪ জুলাই হলেও, যদি এই দিনটি শনিবার বা রবিবার পড়ে, তবে ফেডারেল সরকারি কর্মচারীরা ছুটি পান যথাক্রমে আগের শুক্রবার বা পরের সোমবার।সরকারি নয় এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বন্ধ থাকে এই দিনে। আমেরিকান পরিবারগুলো সাধারণত পিক-নিক বা বারবিকিউর আয়োজন করে এই দিনটি উদযাপন করে। অনেকে এই ছুটির দিন এবং দীর্ঘ সপ্তাহান্তের সুযোগ নিয়ে পরিবার বা বন্ধুদের সাথে একত্রিত হন। সাধারণত দুপুরের দিকে প্যারেড শুরু হয় এবং দীর্ঘ প্যারেডগুলো বিকেলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যায় পার্ক, বন্দর, নৌকার ওপর, খেলার মাঠ, মেলার মাঠ, সমুদ্র সৈকত বা শহরের চত্বরে আতশবাজি প্রদর্শন করা হয়। সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত ফিতা, বেলুন ও পোশাকের ক্ষেত্রে সাধারণত মার্কিন পতাকার লাল, সাদা ও নীল রঙকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনেক বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের আঙিনা ছোট ছোট মার্কিন পতাকা দিয়ে সাজায়।

একসময় ফোর্থ অফ জুলাইয়ের আগের রাতটি ছিল উদযাপনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তখন কোলাহলপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হতো, যার প্রধান আকর্ষণ ছিল বনফ-ায়ার বা অগ্নিকুণ্ড।নিউ ইংল্যান্ডের শহরগুলোতে কাঠের পিপা দিয়ে উঁচু পিরামিড তৈরির প্রতিযোগিতা চলত। সন্ধ্যায় উদযাপনের সূচনা করতে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পিরামিডটি তৈরি হতো ম্যাসাচুসেটসের স্যালেম শহরে, যা প্রায় চল্লিশ স্তর পর্যন্ত উঁচু হতো। স্বাধীনতা দিবসের আতশবাজি প্রদর্শনীর সময় প্রায়ই বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান বাজানো হয়। কিছু গানের কথায় ফুটে ওঠে আমেরিকান বিপ্লবী যুদ্ধ বা ১৮১২ সালের যুদ্ধের ইতিহাস। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যেই আতশবাজির প্রদর্শনী হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সম্মানে একটি করে তোপধ্বনি দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় "ইউনিয়নকে সালাম"। অন্যান্য বড় প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে সিয়াটলের লেক ইউনিয়ন, সান ডিয়েগোর মিশন বে, বোস্টনের চার্লস নদী, ফিলাডেলফিয়ার ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম অফ আর্ট, সান ফ্রান্সিস্কোর সান ফ্রান্সিস্কো উপসাগর এবং ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ন্যাশনাল মলের প্রদর্শনী।মিশিগানের ডেট্রয়েট শহর উত্তর আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম আতশবাজি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ডেট্রয়েট নদীর ওপর অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটি কানাডার উইন্ডসর, অন্টারিওর কানাডা দিবস এবং আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের যৌথ অংশ হিসেবে আয়োজিত হয়।

রোড আইল্যান্ডের ব্রিস্টল ফোর্থ অফ জুলাই ১৭৮৫ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা প্যারেড হলো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাচীন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। নেব্রাস্কার সেওয়ার্ড শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে ১৮৬৮ সাল থেকে । ১৯৭৬ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিখ্যাত 'মেসি'স ফোর্থ অফ জুলাই ফায়ার-ওয়ার্কস' প্রদর্শনী। এটি সাধারণত ইস্ট রিভার বা হাডসন নদীর ওপর আয়োজন করা হয়। বোস্টন পপস অর্কেস্ট্রা ১৯৭৪ সাল থেকে আয়োজন করে আসছে "বোস্টন পপস ফায়ারওয়ার্কস স্পেক্টাকুলার" নামে একটি সঙ্গীত ও আতশবাজি অনুষ্ঠানের। ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ক্যাপিটল লনে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত কনসার্ট।

অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ফিলিপাইন নিজেদের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করে ৪ জুলাই দিনটিকে। ১৯৪৬ সালের এই দিনে ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিপাইনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে ৪ জুলাই তারিখটি বেছে নিয়েছিল যাতে এটি তাদের নিজেদের স্বাধীনতা দিবসের সাথে মিলে যায়। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ফিলিপাইনে এই দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হতো। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে "প্রজাতন্ত্র দিবস" রাখা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ডেনমার্কের রেবিল্ড ন্যাশনাল পার্কে অনুষ্ঠিত হয় সবচেয়ে বড় ৪ জুলাইয়ের উদযাপন। এটি স্বাধীনতা দিবসের সাথে সম্পর্কিত না হলে কুইবেক প্রদেশের ট্রোয়া-রিভিয়ের শহর প্রতি বছর ৪ জুলাই নিজেদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ফ্রিডম ২৫০' উদ্যোগের অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপী আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তুলে ধরা হবে।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক।

জুলাই আন্দোলনের দুই বছর

(প্রথম পাতার পর)

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল এই দিনে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন মাত্র ৩৬ দিনের ব্যবধানে রূপ নেয় ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে। দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হওয়া সেই আন্দোলনের দুই বছর পূর্ণ হলো । বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে টানা ৩৬ দিনের কর্মসূচি ১ জুলাই থেকে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়। যদিও এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস রূপ নেয় এবং ১৬ জুলাই থেকে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে থাকে। আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়নের মধ্যে দিয়ে আন্দোলন দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং জুলাইয়ের শেষদিকে তা সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে যেতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট শুরু হয় ২০১৮ সালে। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতৃত্বে সে বছরের জানুয়ারি থেকে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার ৪ অক্টোবর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট ওই পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করলে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ মোট ৫৬ শতাংশ কোটা পুনর্বহাল হয়। এই রায়ের পর ফের আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল হয়। সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলেও শিক্ষার্থীরা ফলাফলের অপেক্ষা না করে কোটা বাতিলের নতুন নির্বাহী আদেশের দাবি জানান। ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা পুনর্বহালের রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ হয়। জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, জগন্নাথ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেন। ৯ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আবার বিক্ষোভ করে দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেন, নয়তো সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেন। একই দাবিতে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও কর্মসূচি পালন করেন। আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দেয়। এদিকে হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৪ জুলাই দিন নির্ধারণ করা হয়।

২০২৪ সালের ১ জুলাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমর্থনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে নতুন সংগঠন গঠিত হয়। এর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসমাবেশ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সামনে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে সমাবেশ করেন। সমাবেশ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়। পরিপত্র পুনর্বহালসহ কয়েকটি দাবিতে আরও তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়- ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে পদযাত্রা এবং ৩ ও ৪ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত সরকারি কলেজ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। দাবি পূরণের জন্য ৪ জুলাই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ৪ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের দাবির আইনি সুরাহা করতে হবে। সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিমের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগার খোলা রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের হলসহ সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালসহ চার দফা দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ১ জুলাই বেলা সাড়ে ১১টায় শহীদ মিনারের পাদদেশে সমাবেশ ও পরে মিছিল করেন। মি-ছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গিয়ে শেষ হয়, যেখানে বেলা ১১টা ৫৭ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত ১০ মিনিটের প্রতীকী অবরোধ পালিত হয়। কোটা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য মহাসড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। একই দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় দিনের মতো প্যারিস রোডে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন। কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অন্য দাবির মধ্যে ছিলড় ভবিষ্যতে সরকার কোটাব্যবস্থা নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে চাইলে ২০১৮ সালের পরিপত্র বহাল রেখে কমিশন গঠন করে সরকারি চাকরির সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা দ্রুত বাতিল করা।

রামমন্দিরে লুটকাণ্ডে মুখোমুখি মোদি-যোগী সরকার

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের অধীনে নির্মিত রামমন্দিরের দানসামগ্রী ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ক্রমেই বড় আকার ধারণ করছে। বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের পরই পুলিশ গত শুক্রবার ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে রাতভর তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৮০ লাখ রুপি উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির অছি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই ও পরিষদ সদস্য অনিল মিশ্র পদত্যাগ করেছেন। দানের অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী লুটের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থিরা একযোগে দাবি তুলেছেন, রাজ্য সরকারের তদন্তে বড় অপরাধীরা রক্ষা পাবেন। শুধু নিচু পর্যায়ের কর্মীরাই ধরা পড়বেন। তাই তাদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি তদারকিতে নিরপেক্ষ তদন্ত চালাতে হবে।

আয়াতুল্লাহ খামেনির জানাজা-দাফনে অংশ নিতে পারে ২ কোটি মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা ও দাফনে কয়েক কোটি মানুষ অংশ নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত হন তিনি। ইরানের কর্তৃপক্ষ আশা করছে যে, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে প্রায় ২ কোটি মানুষের বিশাল সমাগম হবে।

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আগামী ৪ জুলাই তেহরান এবং কোমে এই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। বার্তা সংস্থা মেহর নিউজ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, দেশের উত্তর-পূর্বে খামেনির জন্মস্থান মাশহাদে আগামী ৯ জুলাই তার দাফন সম্পন্ন হবে। মেহেরের তথ্যমতে, এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কর্তৃপক্ষ পুলিশ এবং ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে কাজ করছে। ইরাকের কারবালার একটি শিয়া মাজারেও একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

জার্সি বিক্রেতা হিল এখন প্যারাগুয়ের হিরো

(১৬ পাতার পর)

মৃত্যুর মুখোমুখি।

চিকিৎসার খরচ চালানোর মতো ন্যূনতম অর্থও ছিল না হিলের কাছে। গত বছর মেলিসা ইনস্টাগ্রামে সেই কষ্টের দিনগুলো স্মরণ করে লিখেছিলেন, 'আমাদের তখন কিছুই ছিল না। ওর বাবা পাশে দাঁড়িয়ে সব বিল মেটানোর জন্য নিজের জামাকাপড়, স্নিকার্স, এমনকি অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় দলের যে জার্সিটা স্মৃতি হিসেবে রাখার কথা ছিল, সেটাও বিক্রি করে দিয়েছিল।' ছোটবেলায় ফরোয়ার্ড বা মিডফিল্ডার হিসেবে খেলা শুরু করা এই তারকার ভাগ্য বদলায় ২০২৪ সালে, আর্জেন্টিনার ক্লাব সান লোরেনজোতে যোগ দেয়ার পর। সেখান থেকে পারফর্ম করে জায়গা করে নেন জাতীয় দলে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৪ গোল খেয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা হিল এরপর তুরস্ক ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্লিনশিট রেখে দলকে নকআউটে তোলেন। আর জার্মানির বিপক্ষে ১২০ মিনিটে করলেন ৫টি দুর্দান্ত সেভ। ম্যাচটি নিয়ে হিল বলেন, 'এটা যেন কোনো হরর মুভি ছিল। চারপাশ থেকে শুধু জার্মানরা তেড়ে আসছিল। আমি নিজেই এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।'

বিশ্বকাপে পেলের রেকর্ড ভাঙলেন হ্যারি কেইন

(১৬ পাতার পর)

যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন।

চলতি বিশ্বকাপে গোলদাতার তালিকায় এখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। বর্তমানে ৬টি করে গোল নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে অবস্থান করছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি এবং ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। ৫টি করে গোল নিয়ে তাদের ঠিক পেছনেই রয়েছেন নরওয়ের আরলিং হালান্ড এবং ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন।

ব্যক্তিগত অর্জনেও বর্তমান ২০২৫-২৬ মৌসুমটি কেইনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকছে। সব মিলিয়ে এ মৌসুমে তার গোলসংখ্যা এখন ৭২। এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় কেইনের সামনে এখন কেবল জার্মানির গার্ড মুলার এবং আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি। উল্লেখ্য, এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৮২ গোল করে এই তালিকার শীর্ষে নিজের একক আধিপত্য ধরে রেখেছেন মেসি।

মেসির সমান গোলও করতে পারেনি ৩০ দেশ

(১৬ পাতার পর)

জেয়াজিনহোর (১৯৭০) সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে এগিয়ে থাকা এই তারকা আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক, অস্ট্রিয়া ম্যাচে জোড়া এবং জর্ডানের বিপক্ষে একটি গোল করেছেন।

চলতি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা প্রথম দুই ম্যাচে হওয়া ৫টি গোলই পেয়েছে মেসির কাছ থেকে। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে সতীর্থদের বেশি সময় খেলার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ৬০ মিনিটে। এর আগে জিওভান্নি লো সেলসো ও লাউতারো মার্টিনেজ একটি করে গোল করেন। মেসিও দারুণ এক ফ্রি-কিকে নাম তোলেন স্কোরশিটে। আর্জেন্টিনাকে বাদ দিলে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৭টি দল মেসির চেয়ে বেশি গোল করেছে। মেসির চেয়ে কম গোল করা দলগুলোর মধ্যে রয়েছে শিরোপার অন্যতম দাবিদার স্পেন এবং পর্তুগালের সঙ্গে একই গ্রুপের শীর্ষে থাকা কলম্বিয়াও। ওই তালিকা থাকা পাঁচটি দেশ (স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, মিসর, আলজেরিয়া ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা) সমান ৫টি করে গোল করেছে। এ ছাড়া চার দেশ ৪, চার দেশ ৩, ১২ দেশ ২ এবং চার দেশ একটি করে গোল করেছে। কোনো গোলই করতে পারেনি একমাত্র পানামা। বিশ্বকাপে গ্রুপপর্বের ৩ ম্যাচ শেষে সর্বোচ্চ ১০টি করে গোল রয়েছে তিন দেশের জার্মানি, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস। এ ছাড়া কানাডা ৯, আর্জেন্টিনা-যুক্তরাষ্ট্র-নরওয়ে-সেনেগাল সমান ৮ এবং ব্রাজিল-জাপান-সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড ৭টি করে গোল দিয়েছে। এ ছাড়া ৬টি করে গোল আছে পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, মেক্সিকো, মরক্কো, অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়ামের।

বাংলাদেশে ১.১১ লাখ বিদেশির ১৩ হাজার অবৈধ

(প্রথম পাতার পর)

হাজার বিদেশি নাগরিক এ দেশেই থেকে যাচ্ছেন। তাঁদের একটি বড় অংশ জড়িয়ে পড়ছে ভয়ংকর সব অপরাধে। সাইবার জালিয়াতি থেকে শুরু করে মাদকপাচার এবং অর্থ জালিয়াতিড়সবখানেই বিদেশি অপরাধীচক্রের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাচ্ছে। এসব অভিযোগ আফ্রিকার কয়েকটি দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেই বেশি। তবে গত কিছুদিনে আফ্রিকান অবৈধ নাগরিকদের বেশির ভাগকেই বের করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। যেসব বিদেশি দেশে অবস্থান করছেন, তাঁরা কে কী করছেন, সে বিষয়ে কড়া নজরদারি চলছে বলে জানা গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় নাগরিক। ভ্রমণ ভিসায় এসে তাঁরা বিভিন্ন গার্মেন্টস, বায়িং হাউস বা বিদেশি প্রকল্পে কাজ করছেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের আয়ের ওপর কর দেওয়ার কথা থাকলেও অবৈধভাবে কাজ করায় তাঁরা কোনো কর দিচ্ছেন না। এই বিশাল পরিমাণ আয় তাঁরা হুন্ডির মাধ্যমে নিজ দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অবৈধ বিদেশিদের শনাক্ত করার প্রক্রিয়াটি একটি চলমান রুটিন ওয়ার্ক। বর্তমানে বিদেশিদের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যাঁরা ভিসার মেয়াদ শেষেও অবস্থান করছেন, তাঁদের শনাক্ত করে জরিমানা আদায় এবং প্রয়োজনে 'ব্ল্যাক লিস্টে'র মাধ্যমে বহিষ্কার করা হচ্ছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছে, সে বিষয়েও নজর রাখা হচ্ছে।

অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে প্রায়ই বিদেশিদের গ্রেপ্তার করা হয়। ফেসবুকে মোটা অঙ্কের মুনাফার লোভ দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গত জুলাই মাসে দুই নাইজেরীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করে র্যাব। গ্রেপ্তারকৃত ফ্রাংক কোকো ও ইমানুয়েল এবং তাঁদের বাংলাদেশি সহযোগী সুইটি আক্তারের কাছ থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও হার্ড ড্রাইভ উদ্ধার করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই চক্রটি বিদেশি হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম নম্বর ব্যবহার করে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের টার্গেট করত। বিশ্বাস অর্জনের জন্য চক্রের একজন 'বিত্তবান বিদেশি বিনিয়োগকারী' সাজতেন। তাঁরা মূলত বিমানবন্দরে ডলারের প্যাকেজ আটকানো বা কাস্টমসে দামি গিফট ছাড়ানোর নাম করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) তথ্যভাণ্ডারে বিদেশিদের তালিকা রয়েছে। তবে এই তালিকা যাঁরা বৈধভাবে দেশে এসেছেন এবং যাঁরা পরে ভিসার মেয়াদ শেষে অবৈধ হয়েছেন তাঁদের। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে কতজন এসেছেন, সেই তালিকা পাওয়া যায়নি। সরকারের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী গত বুধবার পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এক লাখ ১১ হাজার ৫৩৬ জন বিদেশি নাগরিক এ দেশে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৭ হাজার ভারতের এবং ১৫ হাজার চীনের নাগরিক। পাকিস্তানের রয়েছে এক হাজার ৫০০ জনের মতো। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, মোট বিদেশির মধ্যে ১৩ হাজার মানুষ অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, যাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে ভারতের তিন হাজার ৩৯৮ জন রয়েছেন। এ ছাড়া চীনের প্রায় তিন হাজার, পাকিস্তানের ৮০০ জনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন। তবে গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ উন্নত দেশের অনেকে অবৈধ তালিকায় থাকলেও প্রকৃত অর্থে তাঁদের অনেকে বাংলাদেশি। তাঁরা উন্নত দেশগুলোতে গিয়ে ওই দেশের নাগরিক হয়ে পাসপোর্ট নিয়ে এ দেশে এসেছেন। বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে দেশে আসায় তাঁদের বিদেশি হিসেবেই গণনা করা হচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান ও চীন ছাড়াও নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, মালি, কঙ্গো, তানজানিয়া, ঘানা, গিনি, উগান্ডা ও ইথিওপিয়ার মতো আফ্রিকান দেশগুলোর নাগরিকরাও অবৈধভাবে থাকছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে ক্যামেরুনের ৩৫ জনের মতো নাগরিক বাংলাদেশে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ১০ জন বৈধ। নাইজেরিয়ার নাগরিকদের মধ্যে ১৫০ জনের মতো রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৬০-৭০ জন অবৈধ। গত বছর অবৈধ বিদেশিদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে যায়। তখন থেকেই বিদেশি নাগরিক কমতে শুরু করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'দেশের অনেক শিল্প-কারখানায়, বিশেষ করে পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে অনেক বিদেশি নাগরিক কাজ করছেন। তাঁদের অনেকেরই ওয়ার্ক পারমিট নেই। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গেলে প্রায়ই কারখানা মালিকদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের তদবির শুরু হয়। ফলে একটি বড়মাপের সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।' বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি রয়েছেন চার শতাধিক বিদেশি নাগরিক। কারা অধিদপ্তরের এআইজি মো. জান্নাত-উল-ফরহাদ জানান, বন্দিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারতীয়। এর পরই রয়েছে মায়ানমার, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার নাগরিকরা। এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, অবৈধ বিদেশিদের ওপর কড়া নজর রাখার কারণে তাঁদের অপরাধের হার কমেছে। এমনকি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা আবেদন করছেন নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। তাঁরা জরিমানা মাফ করার জন্য আবেদন করেন। এতে অনেককে জরিমানা মাফ করে দিয়ে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

দেশে প্রবাসী আয়ের পালে হাওয়া

(প্রথম পাতার পর)

লক্ষ্য করা গেছে। পুরো অর্থবছরে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন তিন হাজার ৫৪৪ কোটি ২০ লাখ (৩৫.৪৪২ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। যা আগের অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকায় রিজার্ভেও স্বস্তি এসেছে। আমদানি ব্যয় মেটানোর পরও একটা স্বস্তিদায়ক অবস্থায় রয়েছে দেশের রিজার্ভ।বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ জুলাই থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩ হাজার ২১ কোটি ৩০ লাখ (৩০.২১৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার।এদিকে, সদ্য গত হওয়া জুন মাসের প্রথম ২৯ দিনে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২৬৮ কোটি ৬০ লাখ (২.৬৮৬ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। আগের বছরের একই সময়ে এই অংক ছিল ২৭০ কোটি ৭০ লাখ (২.৭০৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। ফলে জুন মাসের প্রথম ২৯ দিনের হিসেবে রেমিট্যান্স আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে।বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, গত মে মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৩৪২ কোটি ৫০ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা ১৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি।

গত বছরের মে মাসে ২৯৬ কোটি ৯৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার প্রবাসী আয় এসেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, গত এপ্রিলে ৩১২ কোটি ৭০ লাখ ও মার্চে প্রায় ৩৭৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে ৩০২ কোটি, জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি ও গত ডিসেম্বরে ৩২২ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। ফলে গত ডিসেম্বর থেকে টানা ছয় মাস ধরে তিন বিলিয়ন বা তিন শ কোটি ডলারের বেশি প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছরজুড়ে প্রবাসী আয়ের এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও রেমিট্যান্স বড় অবদান রাখে।বিশ্লেষকদের মতে, ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে সরকারের দেওয়া ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা, হুন্ডির বিরুদ্ধে নজরদারি জোরদার, বৈধ পথে অর্থ পাঠাতে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং প্রবাসীদের আস্থার উন্নতির কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক ধারায় রয়েছে।এদিকে গত ২৪ জুনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা রিজার্ভ ফের বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা ফেরায় রিজার্ভে এই ইতিবাচক ধারা ফেরে।কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ২৪ জুন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম-৬ হিসাব পদ্ধতিতে রিজার্ভের পরিমাণ ৩১ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার।১ জুন রিজার্ভ ছিল ৩৪ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার; বিপিএম-৬ অনুযায়ী যা ছিল ৩০ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে জুন মাসে উভয় সূচকেই রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

দেশে স্মরণকালের সর্বোচ্চ লোডশেডিং

(প্রথম পাতার পর)

বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৬ হাজার ৫০৪ মেগাওয়াট। সরবরাহ ছিল ১৩ হাজার ৭৩ মেগাওয়াট। রোববার সারা দিন গড়ে লোডশেডিং ছিল ২ থেকে আড়াই হাজার মেগাওয়াট। এর আগে মে মাসে সারা দেশে আড়াই হাজার মেগাওয়াটের মতো লোডশেডিং হয়েছিল। বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে বিদ্যুতের এই সংকট চিন্তায় ফেলেছে সংশ্লিষ্টদের। গরম আরও বাড়লে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আওতার বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু জায়গায় সামান্য লোডশেডিং হয়। যা এখনো সহনীয় পর্যায়ে। তবে ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি বেশ নাজুক। বহু জেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। ময়মনসিংহের শিল্প ও কৃষিপ্রধান এলাকায় দৈনিক গড়ে ১২-১৪ ঘণ্টা থাকে বিদ্যুৎহীন। সারা দেশে বিদ্যুতের জন্য চলছে হাহাকার। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঢাকায়ও লোডশেডিং করার চিন্তা করছে সরকার। ঢাকায় লোডশেডিংয়ের আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিতে চায় বিদ্যুৎ বিভাগ। যদিও ঢাকায় লোডশেডিংয়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী। এদিকে, সার কারখানা বা অন্য কোনো খাতে গ্যাস কমিয়ে বিদ্যুতে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ময়মনসিংহ এলাকায় মারাত্মক লোডশেডিং কমাতে ইউনাইটেড পাওয়ার কোম্পানির দুই কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোববার সংসদ সচিবালয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়। ওই বৈঠকে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ সচিবসহ বিভিন্ন সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিকালে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ। অন্য একটিতে উৎপাদন কম হচ্ছে। তাই লোডশেডিং বেড়েছে। তবে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পুরোদমে চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশের পর পরিস্থিতি সামাল দিতে খুলনার ৩০০ মেগাওয়াটের ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) জানিয়েছে, অর্থ সংকট, গ্যাস সংকট এবং কয়লাভিত্তিক দুই কেন্দ্র ঠিকমতো চালু না থাকায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া পিডিবি এবং বিতরণ কোম্পানির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও রয়েছে। সবকিছু মিলে গত ৫ বছরে এমন পরিস্থিতি হয়নি বিদ্যুৎ খাতে। ময়মনসিংহের ভালুকার বড়াই এলাকা থেকে রবিন বড়ুয়া জানান, ওই এলাকায় দিনে ৪-৫ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ থাকে না। রাতে কখন বিদ্যুৎ আসে তা বলা কঠিন। এই গরমে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে লাটে উঠেছে। টেক্সটাইল এবং বিভিন্ন কৃষি খামারিরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। রাজধানীসংলগ্ন কেরানীগঞ্জের সাবান ফ্যাক্টরি এলাকার বাসিন্দা সোহেল আহমেদ জানান, সেখানে প্রতিদিন ৮-১০ ঘণ্টা লোডশেডিং হয়। তার প্রশ্ন, রাজধানীতে কোনো লোডশেডিং নেই। কিন্তু রাজধানীর পাশের থানায় ৮-১০ ঘণ্টা লোডশেডিং কেন? চট্টগ্রামের লোহাগড়া থেকে ইমন আহমেদ জানান, গরমে এলাকার অবস্থা ভয়াবহ। বিদ্যুৎ থাকে না বললেই চলে। কখন বিদ্যুৎ আসে তার জন্য আমরা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করি।

পরিস্থিতি এত খারাপ কেন : দেশে এখন পিক আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা ১৮ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে ১৪ হাজারের মতো। অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সক্ষমতা আছে ২৯ হাজার ৫৯৩ মেগাওয়াট। তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না কেন। এর উত্তরে পিডিবির কর্মকর্তারা জানান, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বড় বাধা অর্থ সংকট। পিডিবির কাছে সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিগুলোর বিল পাওনা ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পাবে ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। তারা পিডিবির কাছে ৭-৮ মাসের বিল পাওনা আছে। বাংলাদেশ প্রাইভেট পাওয়ার প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের (বিপ্পা) সভাপতি ডেভিড হাসনাত জানান, বেসরকারি কোম্পানিগুলো সরকারকে সহায়তা করে দেশকে লোডশেডিং মুক্ত করতে চায়। কিন্তু এজন্য বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ করতে হবে। বকেয়া টাকা না পেলে কোম্পানিগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য তেল কিনবে কীভাবে। পিডিবি জানিয়েছে, দেশে সরকারি-বেসরকারি খাতে ৪৩টি ছোট-বড় ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। এর মধ্যে ডিজিটাল পাওয়ারের ১০২ মেগাওয়াট, দেশ এনার্জি চাঁদপুরের ২০০ মেগাওয়াট, টাঙ্গাইল ২২ মেগাওয়াট এবং অরিয়ন খুলনা ১০৫ মেগাওয়াটের কেন্দ্রে এক লিটার তেলও মজুত নেই। এছাড়া নাটোরে রাজ লংকা পাওয়ার কেন্দ্রে ৩ টন, ইপিভির ঠাকুরগাঁও ১১৫ মেগাওয়াট কেন্দ্রে ৭৪ টন, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ারের মোল্লার হাট বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৯৮ টন, কুমিল্লা ৫২ মেগাওয়াট কেন্দ্রে ৬ টন, ফেনী ১১৪ মেগাওয়াট কেন্দ্রে ৩৯ টন, ওরিয়ন মেঘনাঘাট কেন্দ্রে ৩২ টন ফার্নেস অয়েল মজুত আছে। যা দিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো যাবে না। বাকি বেশির ভাগ কেন্দ্রে ১০ থেকে ১৫ দিনের বেশি তেল মজুত নেই। এর বাইরে পিডিবির ১০টি তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে শুধু শান্তাহার কেন্দ্র ১০ দিন চালু রাখার মতো তেল আছে। বাকিগুলোতে ১ থেকে ৮ দিন পর্যন্ত চালুর তেল রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫ হাজার ৬৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকলেও এখন উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ১ হাজার ৩ মেগাওয়াট (রোববার বেলা ১১টায়)। জানা গেছে, ময়মনসিংহে ইউনাইটেড গ্রুপের ২০০ এবং ১৫০ মেগাওয়াটের দুটি তেলভিত্তিক কেন্দ্র আছে। বকেয়া বিলের কারণে ওই কেন্দ্রে দুটি থেকে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এখন তাদের বকেয়া পরিশোধ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। ইউনাইটেড পিডিবির কাছে ৪ হাজার কোটি টাকা বকেয়া পাওনা আছে। কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র থেকে ৬ হাজার ৯২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে দেশে। কিন্তু রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট টিউবের সমস্যার কারণে বন্ধ। বাকি ইউনিটও ৬০০ মেগাওয়াটের ক্ষমতা থাকলে উৎপাদন করছে ৪০০ মেগাওয়াট। নরেনকো কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন করার কথা। কিন্তু সেটি এক হাজার মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন করতে পারছে না। এস আলম গ্রুপের এসএস পাওয়ার ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা। কিন্তু বকেয়া বিল এবং তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার কারণে কেন্দ্রটি সব সময় পুরোদমে চলছে না। সব মিলিয়ে কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে ৫ হাজার মেগাওয়াটের মতো। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আছে ১২ হাজার ৪৭২ মেগাওয়াট। কিন্তু রোববার বেলা ১১টায় উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ১১১ মেগাওয়াট। অন্যান্য বছর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গ্যাস বরাদ্দ ছিল ১২০ কোটি ঘনফুট থেকে ১০০ কোটি ঘনফুট। এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে ৯১ কোটি ৫০ লাখ ঘনফুট। জানা গেছে, লোডশেডিং কমাতে রোববারের বৈঠকে বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। জ্বালানি বিভাগ বলছে ক্যাপটিভসহ বিদ্যুৎ খাতে দেশের উৎপাদিত ৬০ শতাংশ গ্যাস ব্যবহার হয়। এটা দেশের ক্ষতিকর। কারণ গ্যাস সংকটের কারণে শিল্পসহ বিভিন্ন খাত ডুবতে বসেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

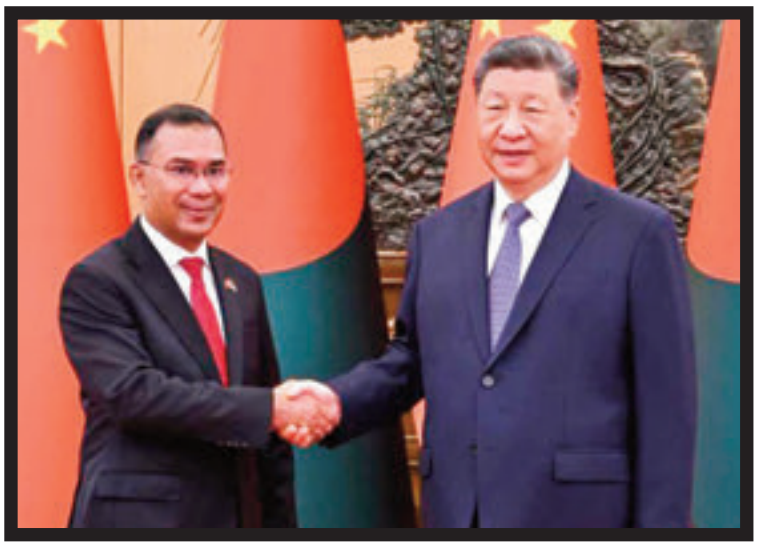

বাংলাদেশ-চীন সহযোগিতা হতে হবে

(৪- পাতার পর)

তারপর এ দেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পালাক্রমে দেশ শাসন করেছে; কিন্তু বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ভারতের ভূরাজনৈতিক আপত্তি ও অনীহার কারণে বিসআইএম করিডরের উদ্যোগটি আর এগোয়নি বলে জানা যায়। এসব কথা তো কোনো সরকার বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ করে না।

এরপর ভারতকে বাদ দিয়ে চীন তাদের বিদ্যমান 'চীন-মিয়ানমার' ইকোনমিক করিডর সম্প্রসারিত করে সরাসরি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়। তবে ভারতকে উপেক্ষা করে বা পাশ কাটিয়ে চীনের এ উদ্যোগে শামিল হওয়ার ইচ্ছা বা সাহস দেখাতে এবং ঝুঁকি নিতে পারেনি শেখ হাসিনার সরকার। এখন দেখা যাক, বর্তমান বিএনপি সরকার এ ব্যাপারে কী ভূমিকা নেয়।

এ ব্যাপারে একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা খুবই দরকার। চীন তার জাতীয় ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে কখনো পা দেয় না। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো দেশ দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। চীনও এর ব্যতিক্রম নয়। সে দেখে লাভ। বাংলাদেশকেও তার লাভ ভেবে দেখতে হবে। স্বাভাবিক কূটনৈতিক সৌজন্য বজায় রেখে এ লাভের ব্যাপারে বাংলাদেশের উচিত বুঝেশুনে এগোনো। এ অঞ্চল ও বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রেখে দেশের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করা যায়, তার সক্ষমতা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেননি। দেখা যাক, আমরা অক্ষমতার এ চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারি কি না।

অনেকদিন ধরেই আলোচনায় আছে তিস্তা প্রকল্প এবং এ প্রকল্পে চীনের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ। এ নিয়ে আছে ভারতের অস্বস্তি। প্রকল্পের স্থান ভারতের 'চিকেন নেক'-এর কাছে। সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক মন্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, তিস্তা প্রকল্প হবে চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের 'লিটমাস টেস্ট'। এ ধরনের ইস্যু, যেখানে দুটি দেশের পালটাপালটি স্বার্থ আছে, সেখানে বাংলাদেশের মতো দেশের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। এখানে স্বার্থগুলো এলে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, যদি কোনো একটা ইস্যুতে বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেটা নিয়ে সমালোচনা কম হবে। মোদ্দা কথা, বড় ধরনের কোনো প্রকল্প নিয়ে দেশের মধ্যে ঐকমত্য থাকতে হবে। এটি হবে দেশের প্রকল্প, দেশের মানুষের জন্য, কোনো 'দলীয় প্রকল্প' হবে না।

পাদটীকা : প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহ্দী আমিন ঢাকায় ফিরে বলেছেন, 'আমরা অভিভূত হয়েছি, যেভাবে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারপ্রধানকে সম্মান ও ভালোবাসা দিয়েছে, লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে-এটি শুধু প্রধানমন্ত্রী না, বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল গৌরবের বিষয়' (যুগান্তর অনলাইন, ২৬ জুন)। এ দেশের গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ নিয়মিত দেখি-বিমানবন্দরে লাল গালিচা সংবর্ধনা, ১৯ বা ২১ বার তোপধ্বনি ইত্যাদি। বিশ্বের সব দেশেই সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে লাল রঙের ম্যাট বিছিয়ে দেওয়া হয়। অনেক বিমানবন্দরে প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের জন্যও লাল রঙের ম্যাট থাকে। এটি একটা রীতি। এর কোনো সংবাদমূল্য নেই।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

দ্বিচারিতায় সমুজ্জ্বল ইতিহাস

(৫ পাতার পর)

লুকিয়ে নিয়ে আসা! তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থীরা যে কোচিং সেন্টারে যায়, সেখানে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় না, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। মুখস্থ করবার যে দক্ষতা মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা অর্জন করেছে, ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুশীলনে সেটা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ওই দক্ষতাকে ব্যবহার করে মাদ্রাসার ছাত্ররা অন্য পরীক্ষার্থীদের চেয়ে ভালো ফল করে।

শেখ হাসিনা তো মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমানের বলে স্বীকৃতিদানের বন্দোবস্ত করে রেখে গেছেন; মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তাদের মাদ্রাসা স্তরের পরীক্ষার ভালো ফলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ভালো ফল যুক্ত করে মূল ধারার প্রার্থীদেরকে ডিঙিয়ে যায়। এসব কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসার ধারা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের আধিপত্য দেখা যায়।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধে বিপর্যস্ত বিশ্ব

(৭ পাতার পর)

অঙ্গরাজ্যে প্রবল বর্ষণের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার ভারি বৃষ্টিতে নদী-খাল উপচে পড়ে বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। শতাধিক মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও মৌসুমি বৃষ্টিতে বন্যা ও ভূমিধসের সৃষ্টি হয়েছে। অরুণাচল ও আসামের বহু গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছেন। নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গবাদিপশুরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলেও প্রবল বর্ষণে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কোথাও আবার বন্যার পর দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ার ফলে বায়ুম-লে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বাড়ছে। এর ফলে একদিকে দীর্ঘ সময় বৃষ্টিহীন অবস্থা তৈরি হয়ে খরা ও দাবদাহ বাড়ছে, অন্যদিকে স্বল্প সময়ে অস্বাভাবিক ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ একই জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আঘাত হানছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রের তাপমাত্রাও এখন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। একসময় যে দাবদাহকে শতাব্দীতে একবারের ঘটনা মনে করা হতো, তা এখন প্রায় প্রতি বছরই ফিরে আসছে। দাবানল, বন্যা, খরা ও ভূমিধসও ক্রমেই হয়ে উঠছে আরও ঘনঘন এবং আরও বিধ্বংসী। প্রকৃতির এই ধারাবাহিক রুদ্ররূপ স্পষ্ট করে দিচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের কোনো সতর্কবার্তা নয়; এটি আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তব সংকট। মানবসভ্যতার নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এখনই কার্যকর বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ না করলে আগামী প্রজন্মকে আরও ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে।

ছকবাঁধা বাজেট কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনবে না

(৮ পাতার পর)

পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোকে দুর্নীতিমুক্ত এবং অধিক দক্ষ করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। চরম ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত ব্যাংকিং খাতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোও জরুরি। এক কথায়, নতুন গন্তব্যে পৌঁছতে হলে আমাদের পুরোনো পথে হাঁটা বন্ধ করতে হবে এ উপলব্ধি সরকারের কর্মকাণ্ডে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়।

তবে আমরা এখনও হাল ছাড়িনি। আশা করি, অতীতের সব অনিয়ম, অপকর্ম ও পঙ্কিলতা দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী দ্রুতই তাঁর পরিকল্পনা তুলে ধরবেন এবং তা বাস্তবায়নে প্রজ্ঞাবান ও সাহসী পদক্ষেপ নেবেন। অর্থনীতি ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি সরকার গণতান্ত্রিক ঘাটতি ও সুশাসনের ব্যর্থতার অবসানে জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছা বিষয়গুলো এবং ভেঙে পড়া সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠনকেও অগ্রাধিকার দেবে। বিশ্বাস করি, সরকার আমাদের হতাশ করবে না।

ড. বদিউল আলম মজুমদার : সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক।

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতায় আশা

(৮ পাতার পর)

প্রক্সি যুদ্ধ এবং ঐতিহাসিক ক্ষোভের যে জটিল স্তর এখানে গড়ে উঠেছে, তা একটি মাত্র চুক্তির মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় না। তবে এটাও সত্য, ইতিহাসের প্রতিটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কোনো-না-কোনো ছোট পদক্ষেপ থেকেই শুরু হয়েছে। আজকের এ সমঝোতা হয়তো সেই ধরনের একটি পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে বৃহত্তর স্থিতিশীলতার ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান চুক্তি অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে-যুদ্ধের পরও আলোচনা সম্ভব, শত্রুতার পরও সমঝোতা সম্ভব এবং দীর্ঘ সংঘাতের পরও শান্তির পথ উন্মুক্ত থাকতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে এমন একটি ধারণা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, সামরিক শক্তিই একমাত্র ভাষা, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখিয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যও শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলেই টেকসই রূপ পায়।

এখন প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর করা তুলনামূলকভাবে সহজ; কঠিন হলো সেটি বাস্তবায়ন করা। ইতিহাসে বহু শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়নের অভাবে সেগুলোর অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে। তাই আগামী দিনগুলোয় শুধু কূটনৈতিক ঘোষণার দিকে নয়, বরং বাস্তব পদক্ষেপের দিকে নজর রাখতে হবে। সীমান্তে উত্তেজনা কমছে কি না, সামরিক অভিযান সত্যিই বন্ধ হচ্ছে কি না, পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে স্বচ্ছতা আসছে কি না, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে প্রত্যাহার হচ্ছে কি না-এসব বিষয়ই হবে প্রকৃত অগ্রগতির সূচক। চুক্তির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করবে পারস্পরিক আস্থার ওপর। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতগুলোর অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বিশ্বাসের গভীর সংকট। প্রতিটি পক্ষই অন্য পক্ষের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান। ইরান আশঙ্কা করে, পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের ওপর চাপ বজায় রাখতে চাইবে, আর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আশঙ্কা করে, ইরান ভবিষ্যতে আবারও আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের জন্য আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে ইসরাইল তার নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগে থাকে, আর আরব বিশ্বের বহু জনগোষ্ঠী ইসরাইলের সামরিক নীতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। এ দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস দূর করা কোনো সহজ কাজ নয়; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অপরিহার্য।

এখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে অনেক শান্তি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ কোনো কার্যকর আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি ছিল না। কিন্তু যদি জাতিসংঘ, ইউরোপীয় শক্তি, যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং আঞ্চলিক দেশগুলো এ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে এবং চুক্তির বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তাহলে এর সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, পুনর্গঠন প্রকল্প এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ শান্তির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যুদ্ধের ক্ষত শুধু রাষ্ট্রের নয়, মানুষেরও। হাজার হাজার পরিবার তাদের স্বজন হারিয়েছে, অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, বহু শহর ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। তাই স্থায়ী শান্তি শুধু রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে আসবে না; এর জন্য প্রয়োজন মানবিক পুনর্মিলন, পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, ঘৃণা ও প্রতিশোধের রাজনীতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে কোনো চুক্তিই দীর্ঘমেয়াদে টিকবে না।

মে. জে. (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন : নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

প্রবাসে ঘাম দেশে স্বপ্ন

(৮ পাতার পর)

দুটি পাঠাগারও। প্রায় ২ কোটি টাকা সমমূল্যের জমি দিয়েছেন হাসপাতালের জন্য। বললেন, 'পড়ালেখার মূল্য আমি বুঝি। জীবিকার তাগিদে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েই পাড়ি জমাতে হয়েছিল বিদেশে। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে দেশে। টাকার অভাবে কারও যেন পড়াশোনা বন্ধ না হয়, সেজন্যই এলাকায় এত কিছু করা।' কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান-এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা দেশেবিদেশে বিভিন্ন জায়গায় এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভাবলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

১০. নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালিয়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে মোশারফ হোসেন দেশে শিক্ষা ও সমাজসেবায় আলো ছড়াচ্ছেন। এই মানুষটি যে অন্য ধাতুতে গড়া তাতে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন মুল্লুকে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন। উপার্জন ভালো হলেও অন্যদের মতো আয়েশি জীবনযাপন করেননি। আয়ের বেশির ভাগই উজাড় করে দিয়েছেন নিজ এলাকায়, গড়ে তুলেছেন বিদ্যার বাতিঘর। তাঁর এই অসামান্য উদ্যোগ শুধু যে প্রবাসীদের জন্য অনুকরণীয় তা কিন্তু নয়; এই মহান উদ্যোগ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এবং অসহায় শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে বড় ভূমিকা রাখছে।

১১. মোশারফ হোসেনের জীবন আমাদের শেখায়-মানুষ চাইলে প্রবাসে থেকেও নিজের শিকড়কে শক্ত করতে পারে। নিউইয়র্কে স্টিয়ারিং হাতে রেখেও তিনি চালনা করেছেন একটি গ্রামের ভবিষ্যৎ। তাঁর ত্যাগ, শ্রম ও মানবিকতা আজ তাঁর জন্মভূমিকে পরিণত করেছে শিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে। তিনি বলেন, 'মানুষের জন্য কিছু করতে পারলেই আমার আনন্দ। যত দিন বাঁচব, এই আনন্দ নিয়েই বাঁচতে চাই।' তাঁর এই গল্প শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের নয়-এটি একটি সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসও বটে।

১২. দূরত্ব কখনোই শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হতে পারে না; বরং একজন প্রবাসী হিসেবে মোশারফের এই অবদান দেশের অগ্রগতি ও সমাজ বিনির্মাণে এক অবিচ্ছেদ্য শক্তি। তাঁর এই নিঃস্বার্থ উদ্যোগ নিউইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্যাক্সি চালিয়েও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, যা অন্যদেরও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে যত রেকর্ড

(১৬ পাতার পর)

গ্রুপ পর্বে উপস্থিত ছিলেন ৩৫ লাখ ৮৭ হাজার ৫৩৮ দর্শক। আর এবার সেটা ছাড়িয়ে হয়েছে ৩৬ লাখ ৫ হাজার ৩৫৭ জন।

দ্য অ্যাজটেকা, তিনটি উদ্বোধনী ম্যাচের ভেন্যু : লিজেন্ডারি মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়াম একমাত্র ভেন্যু, যারা তিনটি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন করেছে: ১৯৭০, ১৯৮৬ ও ২০২৬। অষ্টমবারের প্রচেষ্টায় তারা প্রথম উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন করেছিল।

উদ্বোধনী ম্যাচে তিন নির্বাসন : মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে আরেকটি রেকর্ড। উদ্বোধনী ম্যাচে তিন লাল কার্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পেফেলো সিটহোল ও থেম্বা জোয়ানে এবং মেক্সিকান সিজার মোন্তেস এই শাস্তি পান।

মেসি, সর্বকালের শীর্ষ গোলদাতা : নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে ৩৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ১৮ গোলের দেখা পান। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গোল করে তিনি ছাড়িয়ে যান মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পর অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেন।

হ্যাটট্রিক করা সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় : ৩৮ বছর ও ৩৫৭ দিন বয়সী মেসি সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেন। পেছনে ফেলেন ২০১৮ সালে ৩৩ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর রেকর্ডকে।

সবচেয়ে বেশি জয় : ক্লোসাকে আরেকটি রেকর্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছেন মেসি। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ১৮তম জয়ে জার্মান লিজেন্ডকে ছাড়ান। জর্ডানের বিপক্ষে জিতে সেই সংখ্যা ১৯ এ নিলেন তিনি।

ছয় বিশ্বকাপে রোনালদোর গোল : কঙ্গোর বিপক্ষে পারফরম্যান্স ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে করলেন জোড়া গোল। তাতে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি ভিন্ন বিশ্বকাপে গোলের কীর্তি গড়েন পর্তুগাল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

সবচেয়ে বয়স্ক কোচ : ডাচম্যান ডিক অ্যাডভোকাট ৭৮ বছর বয়সে বিশ্বকাপে ডাগআউটে দাঁড়ালেন। কুরাসাও কোচ হলেন বিশ্বকাপের সবচেয়ে বয়স্ক ট্যাকটিশিয়ান।

৯০ মিনিটে রেকর্ড সংখ্যক সেভ : কুরাসাও গোলকিপার এলয় রুম ইকুয়েডরের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ে ১৫টি সেভ করেন। অতিরিক্ত সময়ের আগেই কোনো বিশ্বকাপ ম্যাচে যা সর্বোচ্চ সেভ।

মেসির টানা সাত ম্যাচে গোল : বিশ্বকাপে টানা ৭ ম্যাচে গোল করার অনন্য এক কীর্তিতে নাম লেখালেন লিওনেল মেসি। এর আগে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোলের দিনে টানা ৬ ম্যাচে গোল করে ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৯৫৮) ও ব্রাজিলের জাইরজিনহোর (১৯৭০) সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন।

হলুদ সমুদ্রে ব্রাজিলের গর্জন

(১৬ পাতার পর)

হলুদ। বাংলাদেশে তো হলুদের সমুদ্র। তাই বলে কি ব্রাজিল-বিরোধীরা নীরব ছিল। ঠিকই মনে প্রাণে চাচ্ছিল অঘটন বা ব্রাজিলের হার। জাপান আবার কোনো ফেলে দেওয়ার মতো প্রতিপক্ষও না। বিশ্বকাপে আসার আগে কিরিন কাপে তারা ব্রাজিলকে হারিয়ে ছিল। তাই উৎসব আর দুশ্চিন্তা দুটোই কাজ করছিল ব্রাজিলীয়দের ভিতর। সত্যি বলতে কি খেলা শুরু হওয়ার পর পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের এলোমেলোই মনে হচ্ছিল। লিড নেবে সে রকম আক্রমণও শানাতে পারছিল না জাপানের দুর্গে। তুরুপের তাস ভিনিসাসকেও ম্লান মনে হচ্ছিল। ২৯ মিনিটে তো থমকে যায় হলুদ শিবির। প্রায় ২৫ মিটার দূর থেকে অবিশ্বাস্য গোল করে জাপানকে এগিয়ে নেন কাউসু সানো। এক গোলেই চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় দুনিয়াজুড়ে ব্রাজিলীয় ভক্তদের। কেননা সাম্প্রতিক সময় কোনো বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিল জিতেছে এমন রেকর্ড পরিসংখ্যানে নেই। ১৯৯৪ সালে পিছিয়ে থেকে জয় পেয়েছিল তারা। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এমন সম্ভাবনাও দেখছিল না। এক গোলে পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করেন আনচেলত্তির শিষ্যরা। তাহলে কি হেরেই যাবে এ চিন্তায় নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল সমর্থকদের। তারপরও অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্ধে কোনো ম্যাজিক কাজ করে কি না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ব্রাজিল খেলতে থাকল তাদের চিরচেনা খেলাটা। আক্রমণের পর আক্রমণ করে জাপানকে অস্থির করে তুলছিল। এত ভয়ংকর অবস্থা যে, জাপানের সবাই মিলে দুর্গ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভিনিসাস, এনড্রিক, মার্তেনেল্লি, ক্যাসিমিরো, ফাবিনহো আক্রমণ করে ব্রাজিলের শিবির জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে ততই দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। গোল তো হচ্ছে না। জাপানের পরদেশি গোলরক্ষক জিয়ান সুজুকি ব্রাজিলের সামনে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। পোস্টে লেগে বল ফিরছে তাহলে কি সব শেষ? না, দেশটি বা দলটি যে ব্রাজিল। এরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ার ক্ষমতা রাখে। এত আক্রমণে গোল না হয়ে কি পারে। শেষ পর্যন্ত এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ৫৬ মিনিটে ক্যাসেমিরোর হেড জাল স্পর্শ করলে ব্রাজিল নতুন জীবন ফিরে পায়। তাতে কি ম্যাচ তো ১-১। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে না জিতলে তখন তো অতিরিক্ত ৩০ মিনিট বা টাইব্রেকারে কী ঘটে এ নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। ভিনিসাসের শর্ট ক্রসবারে লেগে ফেরত আসার পর সারা দুনিয়া আফসোসে ইস্ ইস্ করতে থাকে। গোল আর হচ্ছে না। ছয় মিনিটে অ্যাডিশনাল টাইম যখন শেষ হওয়ার পথে তখন হলুদ সমুদ্রে ব্রাজিলের গর্জনে কেঁপে ওঠে। গোল, গোল, গোল ধারাভাষ্যকারও চিৎকার দিয়ে ওঠেন। মার্তেনেল্লির বিজয় গোলের পর লাইফ সাপোর্টে থাকা ব্রাজিলীয় সমর্থকরা জেগে ওঠে। জাপান বাঁধা পার হয়েছে, এতেই তো সব শেষ নয়। এই গর্জনই তো চূড়ান্ত বিজয়ের অর্জন নয়। সামনে আরও কত বাধা। তারপর স্বপ্নের হেক্সা। পারবে কি ব্রাজিল ২৪ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটাতে?

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING

সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার — পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড — মগ
ক্যালেন্ডার — ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন — লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার — আইডি কার্ড
মেনু — টি-শার্ট
পত্রিকা এড — রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড — ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার — লেমিনেশন
ক্রেস্ট — ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ আগস্ট থেকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং পারসন্স বুলেভার্ড 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৫৬৪৬, ৩৪৭-২৬৪-৭৩২২। বি-০৩-০৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট অ্যালবানস, নিউইয়র্ক-১১৪১২, দ্বিতীয় তলায় ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, ডাইনিংসহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন ও খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। পৃথক এন্ট্রেন্স। কিউ ২ বাস স্টপেজ অতি নিকটে। কাছেই সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, দুটি মসজিদ, ফার্মেসি। সোলার প্যানেল আছে। যোগাযোগ: **646-575-7053, 646-318-9864**
বি-৫১-০১

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **347-479-9876** বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **৯২৯-৫৭১-৭০০২** বি-৪৭-৪৯

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে।
যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার মধ্যে) বি-০৪-০৬

Separate Rooms for Rent in Jamaica

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 3 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 10am to 10pm. বি-০৪-০৬

Medical Office Space for Rent.

In Jackson heights Area. Prime Location! 40-24 78th. Street. Suite#1A & 1B. Elmhurst. NY 11373. 900 sq/ft. 5 Exam Rooms. All Furnished. Ready to Move. Please Contact:
917 981 7204

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

House for Rent

- Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- Ozone Park 3bd 1 bath, living
- 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Radiologic Technologist & Technician

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree.
in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

‘এম’ ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন ৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০ বি-০৪-০৬

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর ‘সাবস্টিটিউট টিচার’ পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ’র ‘কল্পলোক’ আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate — INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও সোনালী এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যানের সফল যুক্তরাষ্ট্র সফর

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) এবং সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক., যুক্তরাষ্ট্র-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান (Owner's Representative) জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সম্প্রতি নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন শাখা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১২ জুন ২০২৬ তারিখ নিউইয়র্কের জন এফ. কেনেডি (ঔষক) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক.-এর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবীর, জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটস শাখার ব্যবস্থাপকবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানান।

সফরকালে তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জ এর ০৮টি স্টেট এর বাধ্যতামূলক কিছু রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পাদন করে নিউইয়র্কে অবস্থিত সোনালী এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন শাখা ও বুথ পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স, পরিচালনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৮ জুন ২০২৬ তারিখ নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক.-এর বিজনেস রিভিউ সভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবির *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

এবিআই'র বৈঠকে মধ্যপন্থার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

(শেষ পাতার পর)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ কার্যালয়ে অণুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসির হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মির্জা গালিব এর সাথে ঘরোয়া আড্ডার আয়োজনটি করেছে 'আমেরিকা-বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ্'। আলোচনায় অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাক্তার ওয়াজেদ খান, সাপ্তাহিক প্রবাসের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ওয়ালিউল আলম, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, হিউম্যান রাইটস নেত্রী কাজী ফৌজিয়া, বাংলাদেশী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউএস এর উপদেষ্টা ডাক্তার সৈয়দ আল আমিন রাসেল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও লেখক রওশন হক, এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ'র সদস্য সচিব ডাক্তার মোহাইমেন সায়মন প্রমুখ।

আমেরিকার বাঙালি কমিউনিটিতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হিসেবে ঘোষিত সময়েই আড্ডার সূচনা করেন এবিআই এর আহ্বায়ক, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং নিউইয়র্কে ফেডারেল এমপ্লয়ী হিসেবে কর্মরত পেশাজীবী , সংগঠক ও চিন্তক ইমাম চৌধুরী। আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক ও সঞ্চালক আড্ডার সূচনায় আলোচনাকে গাইড করতে *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

● ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
● ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
● Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
● আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
● ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace
Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
02 July 2026
বৃহস্পতিবার
০২ জুলাই ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

আয় ৬ লাখ ২৯ হাজার ৪০০ ডলার

বাংলাদেশ সোসাইটির মোট সদস্য ৩৫ হাজার ৩২১

নিউইয়র্ক : প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় সংগঠনগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের নির্বাচনে এবার রেকর্ড ভোটার সদস্য হয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত যাচাই শেষে ১ জুলাই মোট ৩৫ হাজার *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

গ্রিনকার্ড আবেদনের নিয়মে পরিবর্তন আনলো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি (গ্রিনকার্ড) পাওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীসহ অস্থায়ী ভিসা-ধারীদের জন্য নতুন নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

কানাডায় ২৯ লাখ প্রবাসীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডায় চলতি বছরে ইমিগ্রেশন সংকট দেখা দিয়েছে। দেশটির বর্তমান স্থায়ী বাসিন্দা বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টস *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

সিটির হাউজিং ভাউচার বিরোধ নিস্পত্তির পথে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: সিটির হাউজিং ভাউচার নিয়ে গত চারদিন যাবত সিটি কাউন্সিলে উত্তপ্ত বিতর্কের পর মেয়র জোহরান মামদানি এবং তাঁর চরম প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিনের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির কাছাকাছি উপনীত হয়েছে বলে নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়র ও *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

বিদেশি নাগরিকদের জরুরি সতর্কবার্তা দিলো যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিদেশি নাগরিকদের উদ্দেশে নতুন সতর্কবার্তা দিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস। যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থে পরিচালিত *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বদলে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতা

আল-জাজিরা : নিউইয়র্কের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচন ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই নির্বাচন কেবল নিউইয়র্কেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবু এর প্রভাব সেই অঙ্গরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। নির্বাচনের

ফলাফল ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। একই সঙ্গে এটি প্রগতিশীল রাজনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সামনে এনেছে এবং মুসলিম ও আরব-আমেরিকানদের যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবনে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ইউরোপে তাপপ্রবাহজনিত কারণে ১৩০০ মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইউরোপে এবার গ্রীষ্মের শুরুতেই নজিরবিহীন তাপপ্রবাহ দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

এবিআই'র বৈঠকে মধ্যপন্থার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

নিউইয়র্ক: গত ২৭ জুন রোববার 'মধ্যপন্থার রাজনীতির নয়া জাগরণী' শীর্ষক রাজনৈতিক আলোচনা সিটির জ্যামাইকায় *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে আশা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলের উদ্বোধন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালিদের জন্য আধুনিক ফাইন ডাইনিং ও রাজকীয় আয়োজনের নতুন ঠিকানা *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ব্রঙ্কসে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার বাংলা মেলা

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (বাকা) আয়োজিত একাদশ গোল্ডেন এজ বাংলা মেলা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ জুন ব্রঙ্কসের বাংলা বাজারে আয়োজিত দিনব্যাপী এ মেলায় *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

আহমেদ এইচ. খানের 'ঐশী উপলব্ধির সন্ধানে' আত্মঅন্বেষণ, মুক্তচিন্তা ও মানবিকতার বার্তা

নিউইয়র্ক : আধ্যাত্মিকতা, আত্মঅন্বেষণ, নৈতিক বিকাশ এবং ঐশী প্রজ্ঞার সন্ধান নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে আহ্বান জানিয়েছেন লেখক ও গবেষক আহমেদ এইচ. *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

জেবিবিএ'র উদ্যোগে পবিত্র আশুরা পালিত

নিউইয়র্ক : পবিত্র আশুরা উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র, সাইয়িদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং কারবালার শহীদদের স্মরণে ধর্মীয় *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব । ১৫. বন্ধুদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা কে কোন কলেজে ভর্তি হবে। ছেলেদের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঢাকা কলেজ, আমি যেহেতু সরকারি কলেজে ভর্তি হতে চাই, তাই দ্বিতীয় ভালোর মধ্যে আছে তিতুমীর কলেজ। এই দুটোর যে কোনো একটিতে ভর্তি *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

মুনা সোস্যাল সার্ভিসের কমিউনিটি ফেস্ট

নিউইয়র্ক : মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, গোটা বিশ্বে আজ যুদ্ধের দামামা বাজছে। দেশে দেশে অশান্তি বিরাজ করছে। কল্যাণের জন্য আমাদের ইসলামের ছায়া তলে আসতে হবে। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

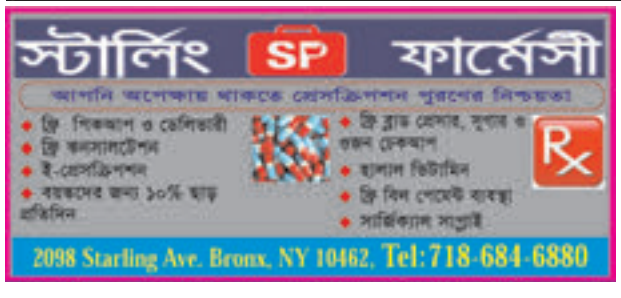

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com